উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সারাংশকে নিয়ে ছক ভারতের ১৩

জনগণনার কাজ অন ডিউটি, স্বস্তি শিক্ষকদের ৭

রাহুলের চাপে আইনি পদক্ষেপ ১২

শিলিগুড়ি ৪ ভাদ্র ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 22 August 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 95

২০১৪ সাল থেকে সীমান্ত নিরাপত্তা পরিকাঠামোর জন্য জমি চাওয়া হলেও তা পাওয়া যায়নি। এমনকি, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বারবার আবেদন করেও কাজ হয়নি। ওঁর হাতে-পায়ে ধরে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। -অমিত শা

চিকেনস নেক নিয়ে কেন্দ্র সরকার বরাবরই কৌশলী। এই অঞ্চলের নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখতে চান না নরেন্দ্র মোদি-অমিত শা'রা। শুক্রবার কার্যত সেই বার্তাই দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। উঠে এল সীমান্ত সুরক্ষায় আগের সরকারের অনীহার কথাও।

চিকেনস নেকে নিরাপত্তা গ্রিড

‘বর্ডার টু ইনল্যান্ড’ পরিকল্পনায় গ্রিন সিগন্যাল শা'র

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

এসএসবি জওয়ানদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। শিলিগুড়ির রানিডাঙ্গায় শুক্রবার।

এক্সক্লুসিভ উত্তরবঙ্গ সংবাদ

চিকেনস নেককে শুধু কাঁটাতার দিয়ে নিরাপদ রাখা যাবে না- কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র কাছে এমন রিপোর্টই দিলেন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থার শীর্ষস্থানীয় কর্তারা। কীভাবে চিকেনস নেককে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা যাবে তার জন্য ‘বর্ডার টু ইনল্যান্ড’ পরিকল্পনার কথা শোনালেন তাঁরা। সূত্রের খবর, সেই পরিকল্পনা কার্যকর করতে কার্যত গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা আধিকারিকের বক্তব্য অনুসারে সব শুনে, ‘সীমান্তে আটকাও, ভিতরে ঢুকলে খুঁজে বের করো, হামলার আগেই নেটওয়ার্ক ভেঙে দাও।’ -চিকেনস নেকের নিরাপত্তায় এই বার্তাই দিয়েছেন শা। তিনদিনের বিশেষ সফরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়িতে পৌঁছেই নিরাপত্তা এজেন্সির কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি। সেখানেই পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

কেন তাঁরা মনে করছেন শুধুমাত্র সীমান্ত সুরক্ষিত করলেই নিরাপদ রাখা যাবে না চিকেনস নেককে? এক সেনা গোয়েন্দা আধিকারিকের ব্যাখ্যা, ‘সীমান্তে পাহারা যতই কড়া হোক, একজন চর যদি আগেই দেশের ভিতরে ঢুকে যায়, স্লিপার সেল যদি নিঃশব্দে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে, কিংবা সীমান্তের ওপার থেকে আসা নির্দেশ স্থানীয় কোনও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পৌঁছে যায়, তাহলে বিপদ কাঁটাতারের অনেক ভিতরে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি।’ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র শিলিগুড়ি সফরে নিরাপত্তা সংস্থাগুলির রিপোর্টে তাই এই নতুন বাস্তবতাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

সূত্র বলছে, ‘বর্ডার টু ইনল্যান্ড’ পরিকল্পনার মূল কথা, সীমান্ত থেকে শুরু করে শিলিগুড়ি, রেলপথ, জাতীয় সড়ক, বিমানবন্দর, সামরিক ঘাঁটি এবং উত্তর-পূর্বের দিকে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা- পুরো এলাকাকে একটি নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে এনে নজরদারি।

পরিকল্পনায় প্রথমেই বলা হয়েছে ‘জয়েন্ট থ্রেট ম্যাপ’ তৈরির কথা। *এরপর চারের পাতায়*

মমতার হাতে-পায়ে ধরেছি, তবু...

রণজিৎ ঘোষ ও নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : চিকেনস নেকের নিরাপত্তা নিয়ে আর কোনও ঝুঁকি নয়। অনুপ্রবেশ নিয়েও কোনও আপোস নয়। শিলিগুড়ির মঞ্চ থেকে শুক্রবার কার্যত দ্বিমুখী বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। একদিকে শিলিগুড়ি করিডরকে ঘিরে বিশেষ ‘ত্রিকোণীয় নিরাপত্তা গ্রিড’ তৈরির কথা জানালেন, অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু, শিখ ও জৈন শরণার্থীদের ছ'মাসের মধ্যে নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। একইসঙ্গে তাঁর ঘোষণা, অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করে রাজ্যছাড়া করা হবে।

শা'র কথায়, ‘ডিটেক্ট, ডিলিট অ্যান্ড ডিপোর্ট- অনুপ্রবেশ রুখতে এটাই কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি’। তাঁর দাবি, শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য জেলা শাসকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এদেশে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে কোনও রেয়াত করা হবে না। প্রত্যেক অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজে খুঁজে বের করে রাজ্য থেকে তাড়ানো হবে।

চিকেনস নেকের নিরাপত্তা জোরদারের পরিকল্পনার কথাও এদিন স্পষ্ট করে দেন শা। তাঁর দাবি, দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করেছে। চোপড়া, কিশনগঞ্জ এবং ধুবড়ি- এই তিনটি জায়গাকে কেন্দ্র করে গোটা করিডরে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। বাড়ানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি ও নিরাপত্তা পরিকাঠামো। নিয়মিত সামরিক অনুশীলনের মাধ্যমেও এই কৌশলগত অঞ্চলকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা চলছে।

তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে চিকেনস নেকের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বও। নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের সংযোগের কারণে মাত্র কয়েক

কিলোমিটার প্রশস্ত এই করিডর দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের যোগাযোগের এই একমাত্র স্থলপথে নিরাপত্তার সামান্য ফাঁকও যে বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে, কার্যত সেই আশঙ্কার কথাই তুলে ধরেছেন শা।

এরপর দশের পাতায়

শুভেন্দু আমার বন্ধু, দরাজ প্রশংসা শা'র

রণজিৎ ঘোষ ও নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে পাশে বসিয়ে নিজের রাজনৈতিক বার্তা স্পষ্ট করে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। শুক্রবার শিলিগুড়িতে পরপর দুটি সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের প্রশংসা তো করলেনই, প্রকাশ্যে জানালেন তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাও। শা'র কথায়, ‘শুভেন্দুজি আমার বন্ধু।’ রাজ্যে বিজেপি সরকারের ১০০ দিন পূর্তির আবহে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। শুভেন্দুর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক সমন্বয় যে শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে আটকে নেই, বরং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ এবং ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার জায়গাটিও যথেষ্ট মজবুত, শা'র বক্তব্যে সেই ছবিই উঠে এসেছে।

সীমান্ত সুরক্ষায় রাজ্য সরকারের সহযোগিতার প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে শা বলেন,

এরপর দশের পাতায়

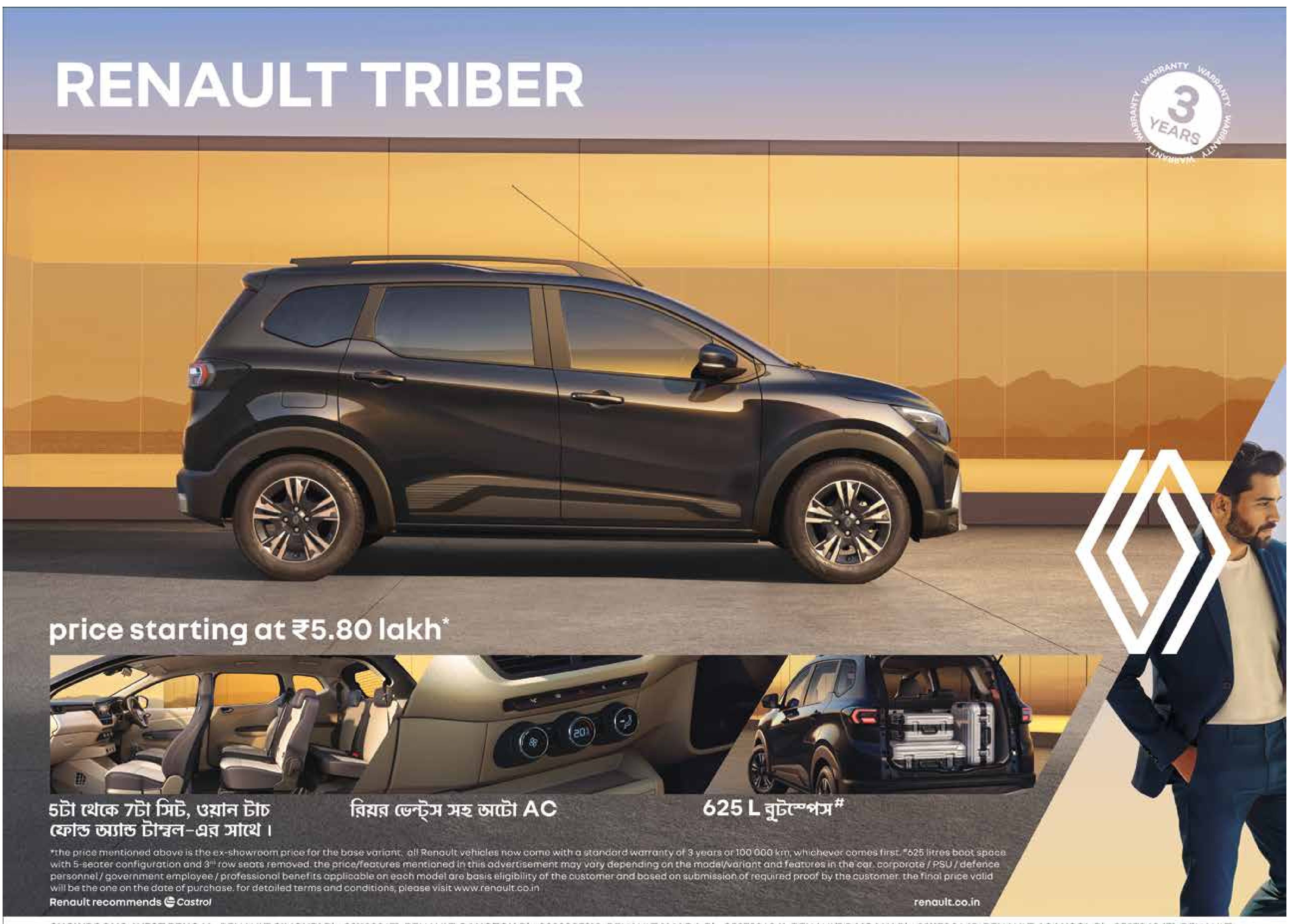

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT SILIGURI Ph: 9311399671. RENAULT GANGTOK Ph: 8929207318. RENAULT MALDA Ph: 8527236841. RENAULT RAIGANJ Ph: 9311700645. RENAULT ASANSOL Ph: 8527240471. RENAULT BALURGHAT Ph: 7428438946. RENAULT BANKURA Ph: 9667215385. RENAULT BURDWAN Ph: 8130499627. RENAULT BEHRAMPORE Ph: 8527235410. RENAULT BONGAIGAON Ph: 9582232858. RENAULT DURGAPUR Ph: 8527240447. RENAULT KRISHNANAGAR Ph: 8448488211. RENAULT SINGUR Ph: 9311700650. KOLKATA: RENAULT KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD) Ph: 8527234918, RENAULT KOLKATA SOUTH (ALIPORE) Ph: 8527240425, RENAULT RAJARHAT Ph: 8527240370, RENAULT BT ROAD Ph: 9311489001. RENAULT KHARAGPUR Ph: 9289937557.

এমএসএমই-র প্রসারে সেমিনার

জলপাইগুড়ি, ২১ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গে মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস বা ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের (এমএসএমই) প্রসার ঘটাতে উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। নতুন শিল্পোদ্যোগীদের সরকারি সুযোগসুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে শুক্রবার জলপাইগুড়িতে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এমএসএমই মন্ত্রকের উদ্যোগে জেলা পরিষদের হলঘরে আয়োজিত অংশ নেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শিল্পোদ্যোগীরা। সেমিনারে এমএসএমই মন্ত্রকের কলকাতা অফিসের উপ অধিকর্তা সীতানাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তিনি বলেন, 'রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ৪৬ লক্ষ এমএসএমই ইউনিট নথিভুক্ত রয়েছে। উন্নয়নের জন্য শুধু ঋণের ব্যবস্থা করলেই হবে না। উৎপাদিত পণ্যের বাজার তৈরি এবং বিক্রির পর নির্দিষ্ট সময়ে তার দাম পাওয়ার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

প্রকল্প নিয়েও এদিন বিস্তারিত আলোচনা হয়। রাজ্যে ইতিমধ্যে প্রায় ৮ লক্ষ মানুষ এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেছেন।জলপাইগুড়ির বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'বড় শিল্পের পাশাপাশি ছোট ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ঘটলে এলাকার বহু মানুষ সরাসরি কাজ পাবেন।'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2026_WBPWD_5019465_1. Bid Submission end Date: 09.09.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: www.tenders.wb.gov.in. Sd/-EE, PWD, Malda Electrical Division. ICA-T15957(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(R)D eNIQ NOTICE
eNIT No.:- WBPWD/EE/NHPD-I/PWRDTe e-NIT 01 of 26-27 (3rd Call). Tender ID No.: 2026_WBPWD_5019534_1. Bid submission start date (online) 20.08.2026 from 6.55 P.M. Bid submission closing date (online) 11.09.2026. upto 5:30 P.M. Details of NIT & tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in. Sd/- Executive Engineer, Northern Highway Planning Division-I, P.W. (Roads) Dte., Siliguri. ICA-T15983(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Alipurduar Division invites online e-tender for the work of NIET no. 12 of 2026-27 of EE/PWD/APDD. Construction of Central Filing Counter in the newly constructed G+6 Integrated Court Complex at Alipurduar, in the District of Alipurduar. Tender ID:- 2026_WBPWD_5019623_1. Estimated Amount Rs. 25,88,822.00 Bid submission starting date (online) 26.08.2026 from 02.00P.M. Bid submission closing date (online) 09.09.2026 up to 02.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & Tender documents may be downloaded from http://wbtender.gov.in. Sd/-EE, PWD, Alipurduar Division. ICA-T16007(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Malda Highway Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e-tender for 1 (one) no. work. Supply of 1 (one) no. Diesel Luxury Taxi/Maxi Cab (A.C.) with commercial permit in good condition on purely temporary basis with driver on per day hire as and when necessary to be used at office of the Executive Engineer, Malda Highway Division as inspection vehicle. e-NIQ No. 02 of 2026-2027 of EE, MHD. Tender ID: 2026_WBPWD_5019505_1. Bid submission start date (online) 20/08/2026 from 6:55 p.m. Bid submission closing date (online) 29/08/2026 up to 1:00 p.m. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.wb.gov.in Sd/-S.Paul, Executive Engineer, Malda Highway Division, P.W. (Roads) Dte. Govt. of W.B. ICA-T15982(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
e-NIT (Item Rate) invited for the work Balance work for SITC of Air Conditioning System at Modular OT at IPD building of the newly constructed 250 bedded building under Kaliyaganj SGH, Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5019527_1. Last date of bid submission 18.09.2026 up to 14:00 Hrs. Details information may be had from the Office of the undersigned on any working days & Website: www.wbtenders.gov.in. Sd/- Superintending Engineer, P.W.D, Northern Electrical Circle Malda. ICA-T15880(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD invites online e-tender for 1 (one) no. Civil work. e-NIT No. 09 of 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5019497_1. Bid submission start date (online) 25/08/2026 from 11:00 a.m. Bid submission closing date (online) 01/09/2026 at 11:30 a.m. Corrigendum if any, will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD. ICA-T15879(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE CORRIGENDUM
Name of works: 1. Patiram Kumarganj Road (MDR) from Chainage 0.50 KM to 2.50 KM - Patch repairing work under Dakshin Dinajpur Division, P.W.Dte. & 2. Repairing of Canopy in front of District Judge's Ejlash at Balurghat, Dakshin Dinajpur during the year 2026-27. Last date of Submission of bid is hereby extended for NIT No. 15 of 2026-27 of AE/BSDI/PWD having Tender ID 2026_WBPWD_5018792_1 & 2) upto 25.08.2026, 4.00 P.M. Intending bidders are requested to visit the website: http://tenders.wb.gov.in and the office notice board Sd/- Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No. -I, P.W.Dte. ICA-T16004(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
[1] Bid ref. no.- WBMSCL/NIT-688/2026; Dated-14/08/2026 "SITC for 5 (five) nos. of Legrand Make ACB Breaker Relay (UV/ST/CC) Coil Replace at Mal SSH, Jalpaiguri." [2] Bid reference no.:- WBMSCL/NIT-714/2026; Dated-20/08/2026. "SITC of AC at Maternal hub and ANC OPD at Falakata SSH, Alipurduar District." Last date of submission of bid (online) - 02.09.2026 up to 3:00 P.M. the tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in & tenders.wb.gov.in on or after 24.08.2026 at 3:00 P.M. Clarification requests, if any may be sent tocpee@wbmsc.gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL & Special Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal. ICA-T15920(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE
E-Tender Notice Vide Memo No RGMCH/NIT/13 Dated 20.08.2026. The MSVP, Raiganj Govt. Medical College and Hospital, Raiganj U/D, invites e-Tender vide memo no. RGMCH/NIT/13 Dated 20.08.2026 for washing & drying of linen (3rd call). Last date of submission of e-Tender is 05.09.2026 on 5.00 PM Details about the tender will be available from the website w.w.w.wbhealth.gov.in. or https://tenders.wb.gov.in/ on and from 22.08.2026 onwards. Bonafide agencies are requested to participate in the tender process observing existing guideline. Sd/- Medical Superintendent Cum Vice-Principal, Raiganj Govt. Medical College & Hospital. ICA-T15921(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
S.E, NBCC-II, P.W.Dte, Jalpaiguri, invites online e-tender for the work of: Naxalbari-Kharibari Road from 15.00 km to 17.70 km, Strengthening work under North Bengal Construction Division in the District of Darjeeling. Estimated Amount: Rs.11,85,88,770.00. Tender ID - 2026_WBPWD_5018822_1. Tender Ref No: WBPWD/SE/NBCC-II/NIeT-02/2026-27. Bid submission start date (online) : 25/08/2026 from 05:00 P.M. (Extension) Bid submission closing date (online) : 15/09/2026 up to 05:00 P.M. (Extension) Technical Bid opening date (online) : 18/09/2026 at 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- SE, PWD, NBCC-II, Jalpaiguri. ICA-T15973(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D e-QUOTATIONS NOTICE
Publication of (i) e-NIQ No.: WBPWD/EE/JED/NIQ 19e/Q of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5019536_1, Name of work: Annual Maintenance Contract of Entire Electrical Installation work and Operation of 2 nos. Silent DG set by engaging manpower for the site of Jubilee Park Judge's Bungalow and Circuit House Annex Building, Jalpaiguri and (ii) e-NIQ No.: WBPWD/EE/JED/NIQ 20e/Q of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5019549_1, Name of work: Annual Maintenance Contract of Entire Electrical Installation work and Operation of 1 no. DG set by engaging manpower for the site of Teesta Bhawan Judge's Bungalow, Jalpaiguri. The last date for submission of tender on 07-Sep-2026 at 12:00 P.M. All details can be seen from the website: https://tenders.wb.gov.in or https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours. Sd/-K Deb, EE/JED/JALPAIGURI. ICA-T15981(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIeT-12 of 2026-27 EE/NMD-II
Ref: Tender Id- 2026_PHED_5019342_1
Sealed NIeT in WBF NO 2908 are invited by EE/NMD-II, P.H.E. Dte. For S/D OF POLYFILM ROLL FOR MTU. Detail of work will be available at website: www.tenders.wb.gov.in and www.wbphed.gov.in The last date of closing of tender on 09.09.2026 up to 2:00 P.M. Sd/- EE/NMD-II, P.H.E. Dte. ICA-T15825(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Commandant of S.A.P 12th Bn Dabgram, Jalpaiguri for Renovation of Motor Cycle Shade behind Garrage at S.A.P 12th Bn. Dabgram, Jalpaiguri. Rate should be quoted in the prescribed format (Standardized BOQ format) Not exceed estimate amount. 1. e-tender Reference ID : WBP/SAP12THBN/NIT-08(e)/2026-27. 2. Last date of submission of e-tender : 07/09/2026. 3. For details please see portal: https://wbtenders.gov.in Sd/- Commandant, S.A.P 12th Bn. Dabgram, Jalpaiguri. ICA-T15934(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Divisional Forest Officer, Coochbehar Division invites e-tenders for – NIT No – 01/RMZ/COBDIVN/2026-27 for Supply of Food items (Grocery, Vegetable etc.) for animals of Rasikbeel Mini Zoo and Other details may be had from office Notice Board & Time Schedule: wbtenders.gov.in 1. Date of Publication (Offline) = 22/08/2026 - News Paper. 2. Date of e-Publication (Online) = 24/08/2026 from 05:00 P.M. 3. Date of uploading of NIT & other documents download/ Sell start date = 24/08/2026 from 09:00 A.M. 5 Bid submission start date = 24/08/2026 from 09:00 A.M. 6. Bid submission closing date = 08/09/2026 from 06:00 P.M. 7. Bid opening date for technical proposals = 11/09/2026 after 11:00 A.M. Sd/- Divisional Forest Officer Coochbehar Division. ICA-T15894(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(ROADS) TENDER NOTICE
AE, Mathabhanga Hwy. Sub-Divn, P.W. (Roads) Dte. invites online e tender for the work of – 1. 09.00 km to 13.00 km (in stretches) of Rajarhat Mathabhanga Road, clearing & grabbing road land including surface drains in soin construction of Mathabhanga Highway Sub-Division, under Coochbehar Highway Division in the district of Coochbehar. eNIT No. 03(AE) of 2026-27 of AE/MTB/HWY/SUB-DIVN, SL NO.1 (i) Estimated Amount : Rs .2,05,511.00. (i) Bid submission Start date (online): 24.08.2026 from 05:00 P.M. (ii) Bid submission closing date (online): 31.08.2026 up to 05:00 P.M. Tender ID. 2026_WBPWD_5019498_1. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Mathabhanga Highway Sub-Division, P.W. (R), Directt. ICA-T15979(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda Notice Inviting e-Quotation for the work of – 1. Consultancy services for preparation of Detailed Project Report for construction of 1 (One) no. 2 (Two) Lane new Bridge at Chainage 327+750 KM along the side approaches of Old NH-34 (along Malda Town parallel to Malda Bypass) under Malda Division, P.W. Directorate in the district of Malda in the State of West Bengal. Tender ID: 2026_WBPWD_5019402_1. 2. Consultancy services for preparation of Detailed Project Report for reconstruction of 2 (Two) nos. 4 (four) Lane bridge at chainage 323+750 KM & at chainage 330+060 KM including both side approaches of Old NH-34 (along Malda Town parallel to Malda Bypass) under Malda Division, P.W. Directorate in the district of Malda in the State of West Bengal. Tender ID: 2026_WBPWD_5019402_2. 3. Consultancy services for preparation of Detailed Project Report for reconstruction of 5 (Five) nos. 4 (four) Lane Box-Bridge at chainage 321+750 KM, at chainage 324+200 KM, at chainage 329+375 KM, at chainage 329+755 KM & at chainage 330+352 KM including both side approaches of Old NH-34 (Along Malda Town parallel to Malda Bypass) under Malda Division, P.W. Directorate in the district of Malda in the State of West Bengal. Tender ID: 2026_WBPWD_5019402_3. e-NIQ No. 08 of 2026-27 of the EE, PWD, Malda Division, Malda. Bid submission start date & time (online): 25/08/2026 from 11:00 AM. Bid submission closing date & time (online): 01/09/2026 upto 11:00 AM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-N.I.Q. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Kushan Sikder. Executive Engineer, PWD Malda Division, Malda. ICA-T15943(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
The Executive Engineer, Siliguri Division, Housing Dte., Siliguri has invited open tender against e-N.I.T. No. 04 of 2026-27 Tender ID: 2026_HSD_1038921_1 for R/R work to R.H.E. Club Road, Jalpaiguri under Siliguri Division, Housing Dte. The last date of Submission of Bid (online) - 07.09.2026 up to 17:00 hrs. (IST). Details may be had from the office Notice Board on any working day within office hour and from the website www.wbtenders.gov.in. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Executive Engineer, Siliguri Division, Housing Dte. ICA-T15924(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Executive Engineer, Malda Division Housing Directorate Flat No. M-21 & M-22, RHE Karnajora, Raiganj, Uttar Dinajpur invites NIT Ref. No. e-NIT No. 01 of 26-27 of E.E. Malda Division (H.D.) for 02 (two) Nos. of R/R work for Post Construction Anti Termite Treatment at RHE Khadimpur, Balurghat, Dakshin Dinajpur and at RHE Mahesmati, Malda under Malda Division Housing Directorate. Eligibility :- NIT Clause No. 05 and all details about tender are got in the website https://wbtenders.gov.in from 20.08.2026 at 5 pm. Sd/- E.E., Malda Divn. ICA-T15922(1)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং: ই-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৫৭, তারিখ: ১৯.০৮.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ... বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন। MLD-167/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং: ই-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৫৬, তারিখ: ১৯.০৮.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ... www.ireps.gov.in ... MLD-169/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ
টেন্ডার নোটিশ নং : এপি/ইএল/০১/২৬-২৭; তারিখ: ১৮-০৮-২০২৬ ... বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডিআরএম/ইলেক্ট্রি (জি)/আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার জংশনে মেকানিক্যাল কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এপিডিজে-এসিডিএক্স-২০২৬-০৫; তারিখ: ১৮-০৮-২০২৬ ... টেন্ডার খোলার সময় ১৬০০ টায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন।
সিনিয়র ডিএমই, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
... SDAH-186/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনে টেলিকম কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর-এস-২০২৬-কে-৩৩ তারিখ: ১৭-০৮-২০২৬ ... সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি ০৮-০৯-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ইএল/২৩/৫৪_২০২৬/ ... www.ireps.gov.in ...
জেডই টিআরডি/ইএসটি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকের প্রসন্নতার লক্ষ্যে"

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা চুক্তি
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : GEM/2026/B/7929925, তারিখ :18-08-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম : শিলিগুড়ি জংশন স্থিত ডেমু কার শেডের ডেমু কোচগুলিতে স্থাপিত বায়ো-টয়লেট (ডিআরডিই টাইপ)-এর ২ বছর সময়ের জন্য বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা চুক্তি (এএমওসি)। টেন্ডার মূল্য: ১,৬৩,৭৬,৪৪৭ টাকা; বিড সিকিউরিটি : ২,৩১,৯০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৮-০৯-২০২৬ তারিখের ১৮.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ০৮-০৯-২০২৬ তারিখের ১৮.৩০ ঘন্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.GeM.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিএমই/ডেমু, শিলিগুড়ি জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: AP/EL/17/26-27। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১. টেন্ডার নং.: AP/EL/17/26-27; কাজের নাম: বৈদ্যুতিক কাজ-এর জন্য: জলপাইগুড়ি রোড- নিউ কোচ বিহার- এডিইএন/১/নিউ কোচ বিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ১২টি নিউ টাইপ-II কোয়ার্টার-এর নির্মাণ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৯,৭১,৮৫৫.১৮/- টাকা, বায়নার ধন: ১৯,৪০০/- টাকা। ই-টেন্ডার ১০-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ১০-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (জি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

লামডিং ডিভিশনে এসএলআর-গুলির লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম
লামডিং ডিভিশন থেকে যাত্রারম্ভকারী ট্রেনগুলিতে ০৩ বছরের জন্য এসএলআর লিজিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং : ... www.ireps.gov.in ...
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি
ডিওয়াই. সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে সেপ্টেম্বর' ২০২৬ মাসের জন্য ইউনিট ভিত্তিক রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য নিম্নবিবরণ অনুযায়ী ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে :

ডিওএস-নিউ জলপাইগুড়ির জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	সেপ্টেম্বর' ২০২৬	১৫-০৯-২০২৬ এবং ২৩-০৯-২০২৬

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	সেপ্টেম্বর' ২০২৬	১৫-০৯-২০২৬ এবং ২৩-০৯-২০২৬

কাটিহার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	সেপ্টেম্বর' ২০২৬	১৫-০৯-২০২৬ এবং ২৩-০৯-২০২৬

আগ্রহী বিক্রেতারা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ড্রাফট নোটিশ
জেলা-কোচবিহার, সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালত-মিস মামলা ... নং ১০/২০২৪ ...
Sd/- Supriya Mandal
Sheristadar, Civil Judge (Sr. Divn.)
Sadar, Cooch Behar

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬০২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬১০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪৬৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪৬৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

Department of Posts, India
Office of the Postmaster General
North Bengal Region
Siliguri-734001
ভারতীয় ডাক India Post

No. : CPT/Dak Adalat/QTLY শিলিগুড়ি, তারিখ 21.08.2026

সংবাদ লিপি
ডাক আদালত 2026
ডাক আদালত 2026, পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র-এর সভাপতিত্বে 04.09.2026 **তারিখে, 11টায়,** পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র, শিলিগুড়ি-734001-এর অফিসে গুগল মিট (ভিডিও কনফারেন্স) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই আদালতে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রের ডাক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের অভিযোগের সমাধান করা হবে। অভিযোগে অবশ্যই রেফারেন্স নম্বর, বিভিন্ন ডাক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠির তারিখ এবং **অভিযোগকারীর মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল আইডি** সহ সম্পূর্ণ বিবরণ থাকতে হবে। অভিযোগটি সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল (মেলস এবং বী.ডী.), পোস্টমাস্টার জেনারেল-এর কার্যালয়, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র, শিলিগুড়ি-734001 এই ঠিকানাতে দিতে হবে যাতে 31.08.2026 **তারিখে বা তার আগে** স্পীড পোস্ট-এর মাধ্যমে বা **ই-মেইল আইডি** bdntnb@gmail.com তে ই-মেইলের মাধ্যমে পৌঁছে যায়। অভিযোগকারীকে উপরে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে গুগল মিট (ভিডিও কনফারেন্স) এর মাধ্যমে ডাক আদালত 2026-এ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, গুগল মিট-এর লিঙ্ক সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারীর সাথে শেয়ার করে দেওয়া হবে। **অন্য যে কোনও প্রকার ব্যাখ্যার জন্য সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল (মেলস এবং বী.ডী.) এর সাথে টেলিফোন নম্বর :** 0353-2436550 **এবং মোবাইল নম্বর** 9679248729/ 6296492440 **তে যোগাযোগ করা যেতে পারে।**
দ্রষ্টব্য : আইনি বিষয় জড়িত মামলা যেমন উত্তরাধিকার ইত্যাদি এবং নীতিগত বিষয়গুলি উপরোক্ত ডাক আদালতে নেওয়া হবে না।

Sd/-
সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল (মেলস এবং বী.ডী.)
পোস্টমাস্টার জেনারেল-এর কার্যালয়
উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র, শিলিগুড়ি- 734001

হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন
টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ
জাতীয় অলিম্পিয়াড প্রোগ্রাম ২০২৬-২০২৭
জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জুনিয়ার সায়েন্সে
সকল ছাত্র-ছাত্রী যারা এই প্রোগ্রামটিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের এই প্রোগ্রামটির অনুরূপ জাতীয় মান পরীক্ষা (এনএসই) (সকল বিজ্ঞান বিষয়) যেটি ভারতীয় পদার্থবিদ্যা শিক্ষক সমিতি (আইএপিটি) দ্বারা ২১শে এবং ২২শে নভেম্বর ২০২৬-এ পরিচালিত হবে সেটিতে অবশ্যই উপস্থিত হতে হবে।
এনএসই-তে যোগ্যতা অর্জন এর অনুরূপ **আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াড ২০২৭**-এ অংশগ্রহণ করার প্রথম ধাপ হিসেবে ধার্য করা হয়েছে।
নিবন্ধিকরণের জন্য :
এনএসই : https://www.iapt.org.in (অগাস্ট ২১- সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৬)
আরও বিশদ তথ্যের জন্য: https://olympiads.hbcse.tifr.res.in
https://www.iapt.org.in-এ পরিদর্শন করুন।
cbc 48143/11/0005/2627

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার ID কার্ড নং WB/01/004/579217 আমার এবং আমার বাবার নাম Md. Hajarat, S/o. Hanniph, Md. Hazarat, S/o Md. Hanif-এর পরিবর্তে নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 04.07.26, নোটারি পাবলিক, সদর/কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Md. Hazarat, S/o. Md. Hanif এবং Md. Hajarat, S/o. Hanniph এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সব বিষয়ে আমার এবং আমার বাবার সঠিক, পুরো এবং শুভ নাম Md. Hazarat, S/o. Md. Hanif প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনাম পেশ করলাম। P.N. Road থানা চৌপথি, থানা : কোতোয়ালি, পো: ও জেলা : কোচবিহার, পিন : 736101, প: ব:, ভারত। (C/122656)

কিডনি চাই

কিডনি চাই O+, বয়স 30-40 পুরুষ বা মহিলা Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M : 9679967639. (C/123465)

কর্মখালি

কর্মচারী, আয়া, রাঁধুনি, কেয়ারটেকার, দাইমা চাই, বেতন - ৮,০০০/-/১৫,০০০ ঠিকানা-আলু চৌধুরী মোড় ৮২৫০৬৪৩৩০০/৮৩১৮০৮১৪৫৯. (C/123445)

•

পাহাড়ে চালানোর অভিজ্ঞতা সহ বাঙালি, চল্লিশোর্ধ্ব শিলিগুড়ির ড্রাইভার চাই। M: 8972734499. (K/D/R)

•

Vacancy for Siliguri Male Local Candidate for Office. Min. Class 12 pass. Bengali. 28-35 years. M - 8637372499. (C/122990)

অ্যাফিডেভিট

আমি Paltan Hemrom, S/o- Suniram Hemrom. আমার আধার কার্ডে যার No-6180 13279384 আমার নাম ভুল থাকায় গত 13/08/26 এ প্রথম শ্রেণী J.M. কোর্ট বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুরে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Paltan Suniram Hemrom থেকে Paltan Hemrom করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123469)

•

আমার L.R. খতিয়ান নং 3149, J. L. No. 016, জেলা কোচবিহার, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, মৌজা : গোপালপুর যেখানে আমার নাম Bhupendra Nath Roy এবং বাবার নাম Rabindra Nath নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 24-07-2026, C.J. (Jr. Divn.) Addl. Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Bhabendranath Roy এবং Bhupendra Nath Roy এবং Late Rabichand Roy এবং Rabindranath এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সর্বত্র আমার এবং আমার বাবার সঠিক নাম Bhabendranath Roy, S/o. Late Rabichand Roy প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম : দক্ষিণ গোপালপুর, পো : ছাগলবেড়, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার, পিন : 736133, প: ব:। (C/122653)

ভারতীয় ডাক | India Post
ডাক বিভাগ, সংচার মন্ত্রালয়, ভারত সরকার
Department of Posts, Ministry of Communications, Government of India
নিরীক্ষক ডাকঘর কার্যালয়/ Office of the Inspector of Post Offices
ডুয়ার্স অনু-মণ্ডল, মাল/ Dooars Sub-division, Mal-735221
Email: sdodooars.wb@indiapost.gov.in

গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি
ভারতীয় ডাক বিভাগ (ডুয়ার্স সাব-ডিভিশন, মালবাজার): এতদ্বারা ডামডিম ডাকঘরের সকল অ্যাকাউন্টধারীকে জানানো যাচ্ছে যে, আপনাদের জমানো টাকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং নিয়মিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অ্যাকাউন্টগুলির জমা রাশি যাচাই (ভেরিফিকেশন) করা হচ্ছে। যেসকল অ্যাকাউন্টধারী ইন্সপেক্টর অফ পোস্ট অফিসের পক্ষ থেকে অফিসিয়াল চিঠি পেয়েছেন, তাঁদের দ্রুত উত্তর দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়া, আপনি যদি ২০২১ সালের আগস্ট মাসের পূর্বে অ্যাকাউন্ট খুলে থাকেন এবং কোনো চিঠি না পেয়ে থাকেন, তাহলেও ভেরিফিকেশনের জন্য আপনাকে ডাকঘরে উপস্থিত হতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আপনার পাসবইয়ে উলেখিত জমা রাশি এবং অফিসিয়াল রেকর্ডের মধ্যে কোনো অমিল থাকলে, ১২ই সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের মধ্যে ডামডিম ডাকঘরে সরাসরি এসে যোগাযোগ করুন। আপনাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

Sd/-
নিরীক্ষক ডাকঘর/ Inspector of Posts
ডুয়ার্স অনু-মণ্ডল/ Dooars Sub-division
মাল/ Mal-735221

আজ টিভিতে

ভুল ভুলাইয়া-টু বিকেল ৪.৫০ সোনি ম্যাক্স ওয়ান

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ অর্পণ, বেলা ১১.৩০ তোমায় পাবো বলে, দুপুর ২.৩০ অভিমন্যু, বিকেল ৫.০০ মহাজন, রাত ৮.০০ অন্যায় অত্যাচার, ১১.০০ দিওয়ানা
জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ খেলাঘর, দুপুর ১.০০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড, বিকেল ৪.০০ কেলোর কীর্তি, সন্ধে ৭.৩০ মিস কল, রাত ১০.৩০ কাঞ্চন
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ শত্রুর মোকাবিলা, দুপুর ১.০০ জবাব চাই, বিকেল ৪.০০ প্রেম আমার, সন্ধে ৭.৩০ আওয়ারা, রাত ১০.৩০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কাছে দূরে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মস্তান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কুলাঙ্গার
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : সকাল ১০.৫৭ আদিপুরুষ, দুপুর ২.১৩ এক চতুর নার, বিকেল ৪.৫০ ভুল ভুলাইয়া-টু, সন্ধে ৭.৫৫ বঘিরা, রাত ১১.১২ চেক

প্রেম আমার বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায়ে মন্দা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহায়তা পেয়ে স্বস্তি পাবেন। বৃষ : বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। প্রেমের সংকট কাটবে। মিথুন : শরীরের দিকে নজর দিন। অহেতুক দুশ্চিন্তা করতে যাবেন না। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। কর্কট : কোনও দূরের আত্মীয়ের দ্বারা উপকৃত হবেন। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। সিংহ : কাউকে অকারণে সাহায্য করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। কন্যা : প্রিয়জনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। জনকল্যাণে অংশগ্রহণ করে তৃপ্তি। তুলা : নিজের ভুলের খেসারত দিতে হতে পারে। বাবার পরামর্শে দাম্পত্য সমস্যা কেটে যাবে। বৃশ্চিক : সংসারের কোনও সদস্যের শারীরিক কারণে ব্যয় বাড়বে। নতুন কোনও মূল্যবান দ্রব্য কিনে আনন্দ। ধনু : পথে চলতে একটু সতর্ক থাকুন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। মকর : সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে সম্মান বৃদ্ধি।। ভাঙা কোনও সম্পর্ক জোড়া লাগবে। কুম্ভ : আপনার উদারতার সুযোগ কেউ নিতে পারে। অযথা বিবাদে জড়িয়ে মানসিক চাপ বাড়বে। মীন : শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে কোনও আত্মীয়ের হস্তক্ষেপে দীর্ঘদিনের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ ভাদ্র ১৪৩৩, ভাঃ ৩১ শ্রাবণ, ২২ অগাস্ট ২০২৬ , ৪ ভাদ্, সংবৎ ১০ শ্রাবণ সুদি, ৮ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।১৮, অঃ ৬।৩। শনিবার, দশমী রাত্রি ১।৫৯। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।১১। বৈধৃতিযোগ দিবা ৭।৫০। তৈতিলকরণ দিবা ১২।৫৯ গতে গরকরণ রাত্রি ১।৫৯ গতে বণিজকরণ। জন্মে-বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, অপরাহ্ণ ৪।১১ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী-উত্তরে, রাত্রি ১।৫৯ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৬।৫৪ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৫২ মধ্যে ও ৪।২৭ গতে ৬।৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২৭ মধ্যে ও ৩।৫৪ গতে ৫।১৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ১।৫৯ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ,১।৫৯ গতে ৩।৫৪ মধ্যে মিথুন ও কর্কটলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৩০ গতে ১২।৪৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৯ গতে ১০।২১ মধ্যে ও ১১।৫৫ গতে ১।৩০ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৫২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,৫৪০.৮৩ (+৩.১১)
নিফটি : ২৪,২৫২.০০ (+২০.১৫)

১৫ বছরের খরা কাটালেন তৃষা-গায়ত্রী
মহিলাদের ডাবলসে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত ১৪

চিনির দামবৃদ্ধি, সাফাই কেন্দ্রের ১২

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৪° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

তারেকের সংবর্ধনার বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার ১২

শিলিগুড়ি ৪ ভাদ্র ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 22 August 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 95

মানুষ যখন পশুর সহযাত্রী। কর্ণাটকের চিক্কামাগালুরুতে। শুক্রবার। -পিটিআই

রাজ্যজুড়ে অন্নপূর্ণা আন্দোলন

প্রমীলা ক্ষোভে বিপাকে সরকার

নিউজ ব্যুরো

২১ অগাস্ট : অন্নপূর্ণার রোষ বোধহয় একেই বলে। মন্ত্রীরাও সেই রোষানল থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। বৃহস্পতিবার ঘেরাও হয়েছিল কোচবিহারে নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী মালতী রাভা রায়ের বাড়ি। মালতী বাড়িতে ছিলেন না। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শুক্রবার বিক্ষোভের মুখে পড়লেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে তিনি পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রশাসনিক বৈঠক স্থগিত রেখে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হন।

বিচ্ছিন্নভাবে কোচবিহার কিংবা মেদিনীপুর বা আরও কিছু এলাকা নয়, শুক্রবার অন্নপূর্ণা বিক্ষোভ যেন ঝড় হয়ে আছড়ে পড়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ- বাংলার প্রায় সব প্রান্তে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঝড় হামলে পড়ে বিডিও অফিসে। প্রায় সব জায়গায় অবরোধ চলে দীর্ঘক্ষণ। ফলে তীব্র যানজটে ভোগান্তি বাড়ে। বিক্ষোভকারীরা সর্বত্র ছিলেন মহিলা। কোথাও কোনও রাজনৈতিক ঝান্ডা দেখা যায়নি বিক্ষোভকারীদের হাতে।

তবে মহিলাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ি পাঠানোর পর মেদিনীপুরে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'মা-বোনদের ন্যায্য ক্ষোভকে উসকানি দিচ্ছে তৃণমূলের কিছু ক্যাডার। তৃণমূল সরকারের বহু কর্মী এখনও ভেতরে বসে সরকারি পোর্টালে ইচ্ছে করে ভুল তথ্য আপলোড করে যোগ্যদের বাতিল করছেন আর অযোগ্যদের তালিকা বাড়াচ্ছেন।' যদিও বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলার সময় পুরমন্ত্রীর গলার সুর ছিল নরম।

বৈঠক স্থগিত রেখে মেদিনীপুরের প্রশাসনিক ভবনে নীচতলায় নেমে তিনি বলেন, 'একটু ধৈর্য ধরুন। আমাদের নতুন সরকারের সবে ১০০ দিন পূর্ণ হল। ২ কোটি মহিলার আবেদন আপলোড করতে কিছুটা সময় লাগছে। আমি সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই বলেই ওপরের বৈঠক স্থগিত রেখে আপনাদের সামনে নেমে এসেছি। আপনারা আস্তে কথা বলুন, তবেই শুনতে পাব।' তাতে অবশ্য ক্ষোভ কমেনি রাজ্যের কোথাও।

এই ক্ষোভ সামাল দিতে দিশাহারা মনে হয়েছে প্রশাসনকে। সর্বত্র পুলিশ ছুটে গেলেও মহিলাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছে মাত্র। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনও আশ্বাস দেয়নি। সেই কাজটা প্রায় সর্বত্র বিডিওদের ঘাড়ে পড়েছিল। সেই কাজটা করতে গিয়ে নাজেহাল হয়েছেন তাঁরা। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিডিওর অফিসে ঢুকে তাঁর টেবিল থেকে কাগজপত্র ছুড়ে ফেলেন মহিলারা। হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কায় বলপ্রয়োগের পথে কোথাও হাঁটতে পারেনি পুলিশ ও প্রশাসন।

খড়িবাড়ি বিডিও অফিসে মহিলাদের বিক্ষোভ। শুক্রবার।

এরপর দশের পাতায়

বিধায়কদের অপেক্ষায় দিন গুনছেন হকাররা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : প্রায় এক মাস ধরে কর্মহীন এনজেপি স্টেশনের হকাররা। এখনও বিধায়কদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়নি। প্রতিদিন আশা নিয়ে তাঁরা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকছেন স্টেশন সংলগ্ন হকার ইউনিয়ন রুমের বাইরে। আশা করছেন, হয়তো বিধায়কদের কেউ আসবেন, হয়তো কোনও সুখবর আসবে।

হকাররা বলছেন, আমাদের অবস্থা 'চোরেদের' থেকেও খারাপ। মনে হচ্ছে আমরা খুব বড় কোনও অপরাধী। রেল পুলিশের থেকে লুকিয়ে কেউ কেউ কখনও স্টেশনের ভেতরে পা রাখছেন। তবে তাতে রক্ষে নেই। আরপিএফ দেখতে পেলেই তুলে নিয়ে যাচ্ছে। জরিমানা চাইছে ২০০০ টাকা। ৫-৬ দিন ভালো করে কাজ করেও ২০০০ টাকা উপার্জন হয় না। একবেলায় এত টাকা জরিমানা দেব কীভাবে? এছাড়াও স্টেশনে এই হকাররা ঢুকলেই তাঁদের ছবি তুলে পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন কিছু বড় ব্যবসায়ী। ফলে লুকিয়ে স্টেশনে ঢুকে ব্যবসা করাও খুব বিপজ্জনক, তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন হকাররা।

এখন তাঁদের ভরসা 'বিধায়করা'। শংকর ঘোষ বা শিখা চট্টোপাধ্যায় রেল কর্তৃপক্ষকে হকারদের সমস্যার কথা জানিয়ে একটা সমাধানের ব্যবস্থা করুন, এটাই তাঁদের দাবি। হকাররা বলছেন, কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম করে দেওয়া হলে সেই নিয়ম তাঁরা মেনে চলবেন।

ভক্তিনগর এলাকার এক হকার বলছিলেন, আমরা ট্রেনে উঠে সামান্য রুটি-সবজি বিক্রি করি, এটা অনিয়ম হয়ে গেল। অথচ প্ল্যাটফর্মের ভেতরে নিয়ম না মেনে নির্দিষ্ট খাবারের বাইরেও বিরিয়ানি, প্যাটিস বিক্রি করছেন কিছু ব্যবসায়ীরা। ভিআইপিরা এলে সেসব সরিয়ে নেওয়া হয়। এই বিষয়গুলি প্রশাসন দেখছে না। তাদের কোপ এসে পড়ছে শুধু আমাদের ওপর।

- দলবেধে শংকর ও শিখার বাড়ি, পার্টি অফিসে গিয়েও দেখা পাননি হকাররা
- তারপর থেকে একাধিকবার সাক্ষাতের চেষ্টা করছেন তাঁরা
- দুজনের কেউই কথা না বলায় হতাশ হকারদের একাংশ
- দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিচ্ছেন দুই বিধায়ক

এরপর দশের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

তৃষা, তোর কাছে ক্ষমা না চাইলে পাপ হবে রাষ্ট্রের

গৌতম সরকার

রবীন্দ্রনাথের কবিতাটা তোর একবারও মনে হল না তৃষা... 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে?' বাবা-মা, বোন, সহপাঠী, হিতাকাঙ্ক্ষীদের চেয়ে মরণকেই তোর আপন মনে হল রে মা? এই প্রতিবেদন লেখাটা যে কী যন্ত্রণার, কী করে বোঝাই তোকে বল! রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই...।' তোর সেই ইচ্ছাটা হল না তৃষা! হস্টেল ভর্তি আবাসিক, কিছুটা দূরে শিক্ষাগুরুর দল। আর তোর কি না ভাদ্রের প্রথম দিনে রাতের আঁধারে মরিবার হল সাধ...।

কৈশোরে, যৌবনে মৃত্যু নিয়ে আমাদের প্রজন্মের অন্যরকম সাধ ছিল। 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে/ কত প্রাণ হল বলিদান...।' গানের কথা ও সুরের সঙ্গে বুকের মধ্যে দ্রিমি দ্রিমি ড্রাম বাজত। মনে হত, মুক্তির লক্ষ্যে মৃত্যু তো তুচ্ছ। সেই মুক্তিই আজকের তরুণ প্রজন্মের ভাষায় 'আজাদি'। অথচ 'ছিন কে লেঙ্গে আজাদি' বলতে কত ভয়। জেল হতে পারে, ফাঁসি হতে পারে! দেশদ্রোহী গালি জুটতে পারে।

মুক্তির মন্দিরের বদলে অনিশ্চয়তার দোলাচলে প্রাণ জুড়ালেন তৃষা। জীবনের অনিশ্চয়তা, জীবিকার অনিশ্চয়তা! চাকরি পাবেন কি না- সেই আশঙ্কা তাঁকে প্রতি মুহূর্তে কুরে-কুরে খেত। মা-বাবা সেই ভয়ংকর বাস্তবের কথা জানিয়েছেন। পড়াশোনা করে শেষপর্যন্ত যদি কাজ না জোটে- এই ভাবনা তাঁকে কতটা পাগল করলে স্বেচ্ছায় কেউ মৃত্যুকে বরণ করতে পারেন, একবার ভাবুন।

তরতাজা তরুণীটি কোচবিহার জেলায় উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। দেহ হস্টেলের ঘরে ঝুলে ছিল। নামিয়ে পাঠানো হয় লাশকাটা ঘরে। তারপর শ্মশানের চুল্লি চিরদিনের মতো টেনে নেয় অ্যাগ্রোনমির ছাত্রীকে। পুরো নাম তৃষা সাহা। বাড়ি শিলিগুড়ির কাছে শিবমন্দিরের ইন্দিরাপল্লিতে। কত আশা নিয়ে পড়তে গিয়েছিলেন কোচবিহারের ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে! মর্গের সামনে তৃষার মায়ের বিলাপে স্পষ্ট হয়েছিল, বাবার বয়স হচ্ছে, আর কবে চাকরি মিলবে- এই দুর্ভাবনা গিলে খেত তাঁকে।

মৃত্যুর পথে তৃষা নিজেকে শেষ করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেলেন, এই দুর্ভাবনা আজকের প্রজন্মের জনে জনের।

এরপর দশের পাতায়

নাটকের প্রশংসা শা'র, উচ্ছ্বসিত খুদেরা

পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মন্ত্রী শংকর ঘোষ। শুক্রবার।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : প্রস্তুতি চলছিল বেশ কয়েকদিন ধরে। চাপা উত্তেজনা ছিল। উৎসাহে কমতি ছিল না সংগীতা পাল-প্রেয়সী রায়দের মধ্যে। কিন্তু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর সামনে স্নায়ুর চাপ সামলে অভিনয় চালিয়ে যাওয়া তো আর চাট্টিখানি কথা নয়।

আইনি প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে নেমে অমিত শা আর শুভেন্দু অধিকারী মিলে যখন স্টলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন এক লহমায় সব ভয় কেটে গেল। মিনিট কুড়ির আইনি সচেতনতামূলক নাটক দেখে তাঁরা বেরিয়ে যাওয়ার পর হাসি খেলে গেল নন্দিতা পোদ্দার ও প্রসেনজিৎ সাহার মুখে। এরপর দুজন এক ছুটে চলে গেলেন প্রদর্শনী কক্ষের একপাশে ল্যাপটপ নিয়ে বসে থাকা অমিতাভ কাঞ্জিলালের কাছে। অধ্যাপক-নির্দেশকেরও ঠোঁটের কোণে তখন স্বস্তির চিহ্ন।

সংগীতা, নন্দিতারা শিলিগুড়ি শহরের একটি নাট্যদলের সদস্য। অমিতাভ গত বেশ কয়েকদিন ধরে বাছাই করা কয়েকজন পুলিশকর্মী, নাট্যদলের সদস্য ও কলেজ পড়ুয়াদের নিয়ে মহড়া চালিয়ে গিয়েছেন। স্ক্রিপ্টে বারবার বদল এসেছে। লক্ষ্য একটাই, দেশের নয়া তিনটে আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। প্রদর্শনীতে রোজ পাঁচবার করে এই শো পরিবেশিত হবে বাংলায়। এদিন অবশ্য হিন্দিতে প্রদর্শিত হল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য। প্রসেনজিতের গলায় আবেগের সুর, 'ক্লাস থ্রি থেকে নাটকে অভিনয় করছি। আজ যেন এতদিনের পরিশ্রমের সেরা পুরস্কার পেলাম।'

মুহূর্ত ভাগ করে নেওয়ার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না শিলিগুড়ি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী সোহিনী গুপ্ত। সোহিনী এই নাটকে একটি গয়নার দোকানে সেলস গার্লের চরিত্রে অভিনয় করছেন। বলছিলেন, 'দূর থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীকে ঢুকতে দেখে টেনশন হচ্ছিল। সামনে আসার পর অবশ্য ভয় কেটে যায়। স্যররা পুরো নাটক দেখলেন। পরে প্রশংসাও করেছেন বলে শুনেছি।'

এরপর চারের পাতায়

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই

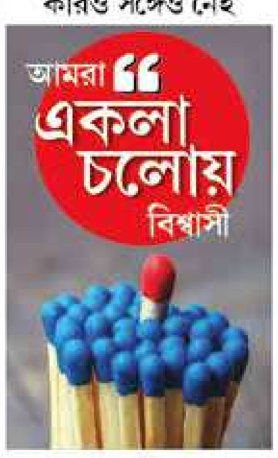

রাজনীতির 'নকশাল'-এ পুরাণের ছায়া

'নকশাল' শব্দটি যেন জন্ম থেকেই রাজনীতির। অথচ সেই শব্দের ভিতরেই নাকি লুকিয়ে আছে দেবাদিদেব মহাদেবের পুত্রের জন্মকথা! সম্প্রতি এমনই এক ব্যাখ্যায় তোলপাড় সমাজমাধ্যম।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

'নকশাল', শব্দটি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি মহকুমার একটি ছোট্ট জনপদ নকশালবাড়ির কথা। মনে পড়ে সত্তরের দশকের উত্তাল বাংলা, জমির লড়াই, কৃষকের মিছিল, পুলিশের গুলি, চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতালের নাম। 'নকশাল' শব্দটি যেন জন্ম থেকেই রাজনীতির। অথচ সেই শব্দের ভিতরেই নাকি লুকিয়ে আছে দেবাদিদেব মহাদেবের পুত্রের জন্মকথা! সম্প্রতি এমনই এক ব্যাখ্যায় তোলপাড় শুরু হয়েছে সমাজমাধ্যমে। ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন দেশের পরিচিত পুরাণচর্চাকারী দেবদত্ত পট্টনায়ক।

পেশায় চিকিৎসক দেবদত্ত দীর্ঘদিন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কাজ করার পর পুরাণ ও সংস্কৃতির প্রতি নিজের আগ্রহকেই পেশা করেছেন। ইতিমধ্যেই পঞ্চাশের বেশি বইও লিখে ফেলেছেন। পুরাণকে আধুনিক জীবন, সমাজ, রাজনীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখাই তাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে 'দিমাগি নকশাল' প্রসঙ্গ তুলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পট্টনায়কই তাঁর সমাজমাধ্যমের পোস্টে 'দিমাগি নকশাল' কথাটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'নকশাল' হল উত্তরবঙ্গের নদীতীরবর্তী এলাকায় জন্মানো এক ধরনের নলজাতীয় ঘাস (কাশফুল)। যার ফুল রুপোলি আভাযুক্ত। আর 'নকশালী' হলেন সেই ঘাসের মধ্যে জন্ম নেওয়া শিবপুত্র কার্তিকেয়। অর্থাৎ, রাজনীতির 'নকশাল'-এর জন্মের অনেক আগেই প্রকৃতিতে 'নকশাল' ছিল। পট্টনায়ক বলছেন, দেবতারা শিবের কাছে তাঁর বীর্য চান। শিব তা শক্তির গর্ভে স্থাপন না করে, অগ্নির হাতে দেন। অগ্নি সেই তেজ ধারণ করতে না পেরে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলে গঙ্গার জল ফুটতে শুরু করে।

এরপর দশের পাতায়

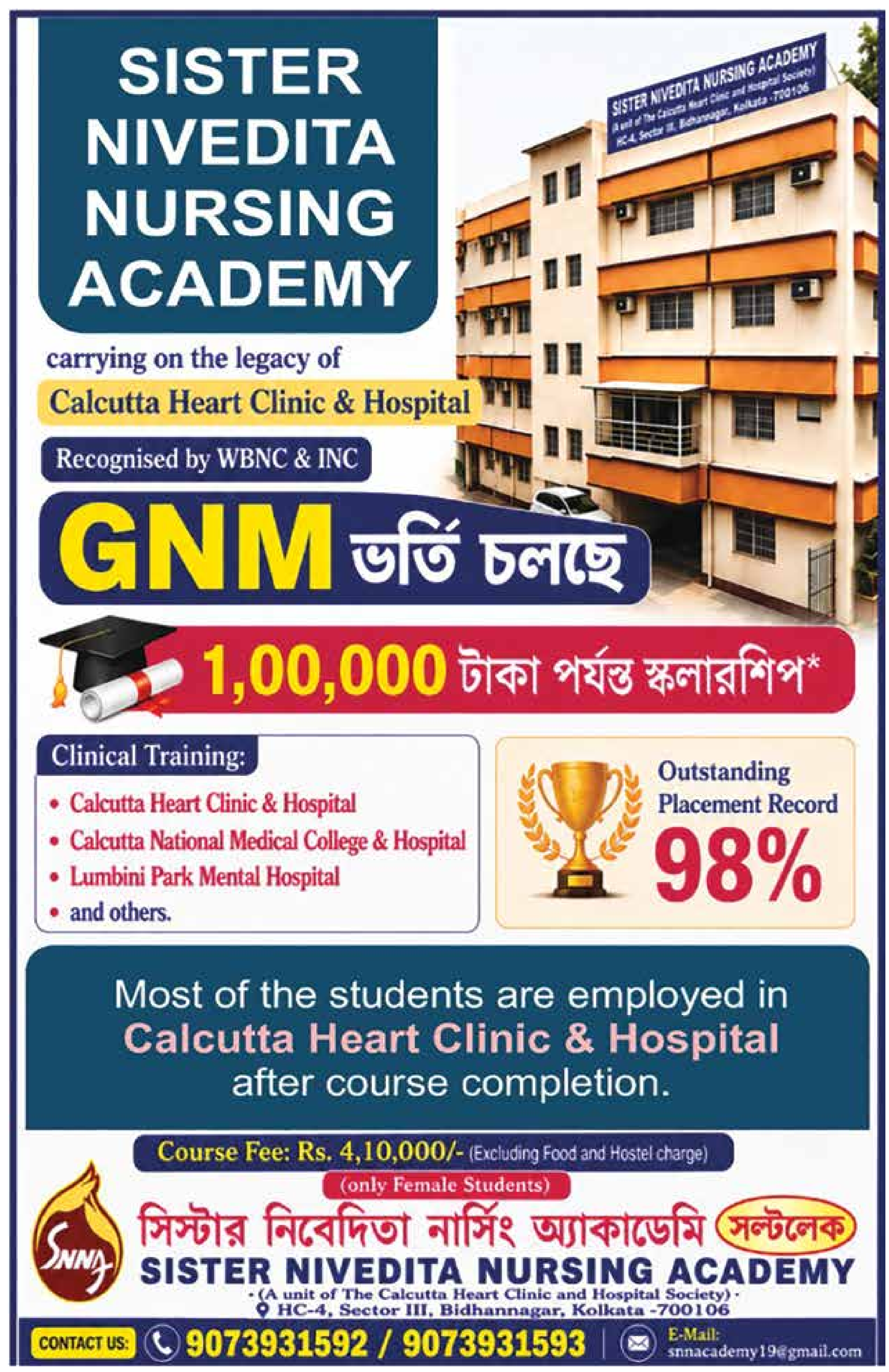

একমঞ্চে অমিত শা, শুভেন্দু অধিকারী, রাজু বিস্ট ও নিশীথ প্রামাণিক। কাওয়াখালি ময়দানে শুক্রবার।

আগামী মাসেই, আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

বৈঠক চাইছেন রাজবংশী পদ্ম নেতারা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে একান্ত বৈঠক করতে চাইছেন উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সাংসদ ও বিধায়করা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মাধ্যমে তাঁরা শা'র কাছে সময় চেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী আগামী মাসের প্রথম দিকে নয়াদিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক আয়োজন করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বলে দাবি রাজ্যের অর্থ এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের।

আনন্দময় বলেন, 'উত্তরের রাজবংশী বিধায়ক ও সাংসদরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের জন্য সময় চাওয়ার বিষয়টি জানিয়েছিলেন। আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম। তিনি দিল্লিতে বৈঠকের আয়োজন করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।' অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ সফরের তৃতীয় দিন অর্থাৎ শনিবার পাহাড় সমস্যা নিয়ে সুকনার একটি রিসর্টে গোর্খা নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তার আগে পদ্মের রাজবংশী বিধায়ক ও সাংসদদের এই প্রস্তাবকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

তবে শুধু জনপ্রতিনিধি নন, রাজবংশী সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও দিল্লিতে শা'র সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন বলে সূত্রের খবর। কিন্তু ঠিক কী নিয়ে তাঁরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন? জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় বলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে সময় চাওয়া হয়েছে। তিনি সময় দিলে আমরা কথা বলব।' বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা হতে পারে বলে সাংসদ জানিয়েছেন।

জানা যাচ্ছে, মেখলিগঞ্জের বিধায়ক দধিরাম রায় থেকে শীতলকুচির বিধায়ক সাবিত্রী বর্মন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে রাজবংশী সমাজের দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করতে চান। যার মধ্যে অন্যতম বিষয় রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তিকরণ। আগেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। ফের বিষয়টি তাঁর নজরে আনতে চান রাজবংশী বিধায়ক ও সাংসদরা। সম্প্রতি নগেন্দ্র রায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে বিভিন্ন কুমন্তব্য করায় রাজবংশীদের মধ্যে যে প্রভাব পড়েছে, সেটিও শা'কে জানানো হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।

> **উত্তরের রাজবংশী বিধায়ক ও সাংসদরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের জন্য সময় চাওয়ার বিষয়টি জানিয়েছিলেন। আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম। তিনি দিল্লিতে বৈঠকের আয়োজন করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।**
>
> **আনন্দময় বর্মন**
> *প্রতিমন্ত্রী*

এছাড়া উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, এইমস, আইআইটি, ক্যানসার হাসপাতাল তৈরির আশ্বাস দিয়েছিল বিজেপি। সেগুলির দ্রুত বাস্তবায়নে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি জানাতে পারেন রাজবংশী বিধায়ক ও সাংসদরা। তপশিলি জাতির শংসাপত্র যাচাই সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে কয়েকজন বিধায়ক জানিয়েছেন।

তবে হাইকোর্ট জাতিগত এই শংসাপত্র যাচাই স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু দরকার বিনিয়োগ। শা'র সাহায্য নিয়ে বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করার চেষ্টা করবেন তাঁরা।

উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার প্রতিবাদে সবচেয়ে বেশি সরব হয়েছিলেন রাজবংশী সাংসদ, বিধায়করাই। কেউ কেউ আবার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কিংবা উত্তরবঙ্গ আলাদা রাজ্যের দাবি করেছিলেন। যদিও দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাপে ওই দাবি থেকে সরে আসতে হয় গেরুয়া শিবিরের নেতাদের। পালাবদলের পর নেতারা সেই বিষয়টি আবারও শা'র কাছে সুকৌশলে তুলে ধরতে চাইছেন কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে।

শাহি সভায় অনন্য নজির তৃষার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : বিশ্বকাপ ফুটবলের মঞ্চে নিজেদের দল হারুক বা জিতুক, খেলা শেষে গ্যালারির আবর্জনা নিজের হাতে পরিষ্কার করে তবেই স্টেডিয়াম ছাড়েন জাপানের ফুটবলপ্রেমীরা। প্রতিটি বিশ্বকাপেই তাঁদের এই অনন্য পরিচ্ছন্নতার 'কালচার' বিশ্বের কুর্নিশ আদায় করে। জাপান থেকে পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরে বসে বছর আটেক আগে টিভিতে সেই দৃশ্য দেখেছিল এক ছোট্ট মেয়ে। সেদিনই জাপানের মানুষের সেই সংস্কৃতি মনের অন্দরে সযত্নে গেঁথে নিয়েছিল সে। শুক্রবার শিলিগুড়ির বুকে যেন সেই সংস্কৃতিরই এক অপূর্ব প্রতিফলন দেখা গেল। এমন ঘটনার নেপথ্যে রয়েছেন শিলিগুড়ি কলেজের প্রথম সিমেস্টারের অষ্টাদশী তৃষা চক্রবর্তী।

এদিন শিলিগুড়িতে আয়োজিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র আইন বিষয়ক এক প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে নির্দিষ্ট ব্লকে বসা পড়ুয়ারা একে একে মূল প্রদর্শনীর দিকে যেতে শুরু করে। ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের 'সি' ও 'ডি' ব্লক। পড়ুয়াদের মধ্যে তখন প্রদর্শনী দেখার উৎসাহ প্রবল। আর ঠিক সেই ফাঁকা হয়ে যাওয়া ব্লকের এলোমেলো চেয়ারের মাঝে নজর আটকে গেল এক দৃশ্যে, যার সাক্ষী সচরাচর কেউ থাকে না। দেখা গেল, এক তরুণী একা হাতে চেয়ারের চারপাশে পড়ে থাকা জলের বোতল ও এঁটো গ্লাস কুড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলছেন। ডাস্টবিনে ফেলার পরক্ষণেই আবার ছুটে যাচ্ছেন অন্য প্রান্তে পড়ে থাকা আবর্জনা তুলতে।

একা এতটা জায়গা পরিষ্কার করতে দেখে প্রশ্ন করা হলে, বোতল কুড়োনোর ফাঁকেই তৃষা বলে ওঠেন, 'ব্লকের একপাশটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এখনও আরও একপাশ বাকি।' একা কেন এই কাজ? তরুণীর গলায় তখন একরাশ হতাশা, 'এটাই তো সবচেয়ে বড় আক্ষেপ। সবাই একসঙ্গে কাজটা করলে কতই না ভালো হত।' তৃষার বাড়ি ধূপগুড়িতে। বাবা মারা গিয়েছেন। মা অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ করে অনেক কষ্টে সংসারের হাল ধরেছেন। সেই সামান্য সম্বলকে পাথেয় করেই শিলিগুড়ি কলেজে ভর্তি হয়েছেন তৃষা। লক্ষ্য স্বাবলম্বী হওয়া। বর্তমানে কলেজের হস্টেলে থেকেই তাঁর পড়াশোনা চলছে।

পুরস্কৃত করবেন পর্যটনমন্ত্রী

আট বছর আগে দেখা জাপানের ফুটবলপ্রেমীদের সেই সংস্কৃতি তাঁর মনে গভীরভাবে জায়গা করে আছে। তৃষা বলছিলেন, 'কাজ শেষে নিজেদের ব্যবহার করা জায়গাটা নিজের হাতে পরিষ্কার করে যাওয়া আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। খুব খারাপ লাগে যখন দেখি, এখনও সমাজে সবার মধ্যে এই ব্যাপারটা পুরোপুরি ঢোকেনি। সচেতন নন সবাই।' তবে হাল ছাড়তে নারাজ এই অষ্টাদশী।

তাঁর এই উদ্যোগ ও পরিচ্ছন্নতার বার্তা নজর এড়ায়নি রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের। মন্ত্রী বলেন, 'আমি কলকাতা থেকে ফিরে এই অসামান্য মানসিকতার জন্য ওই পড়ুয়াকে পুরস্কৃত করব। আমি আন্তরিকভাবে চাইব, ওই পড়ুয়ার মতো এই সুন্দর চিন্তাধারা নতুন প্রজন্মের প্রতিটি ছেলেমেয়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক। তবেই আমরা আগামীদিনে পরিষ্কার পরিবেশের দিকে এগিয়ে যেতে পারব।'

সভাস্থল পরিষ্কারে ব্যস্ত তৃষা চক্রবর্তী। শুক্রবার শিলিগুড়িতে।

গিতালদহে পুলিশ ফাঁড়ি গুঁড়িয়ে তাণ্ডব

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২১ অগাস্ট : যখন পাচার ও অনুপ্রবেশ রোখার মতো একাধিক স্পর্শকাতর নিরাপত্তা ইস্যুতে খোদ মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে প্রশাসনিক আলোচনায় ব্যস্ত, ঠিক তখনই পুলিশ ফাঁড়িতে ঢুকে প্রকাশ্যে তাণ্ডব চালাল একদল দুষ্কৃতী। পুরোনো একটি খুনের মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে দিনহাটার গিতালদহ পুলিশ ফাঁড়িতে ঢুকে রীতিমতো ধ্বংসলীলা চালানো হয়। ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি মারধর করা হয় কর্তব্যরত পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের।

দুষ্কৃতীদের অতর্কিত হামলায় সিভিক ভলান্টিয়ার সহ চারজন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুরোনো একাধিক পাচারের মামলা রয়েছে। স্থানীয় রাজনীতিতে অত্যন্ত পরিচিত মুখ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের 'জিরো টলারেন্স' নীতির মুখে এহেন প্রকাশ্য আস্ফালনে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত জারিধরলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা সামাদ আলি ওরফে পাগলার গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সামাদ এক সময় কোচবিহারের বর্তমান তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় টিকিট না পেয়ে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন এবং বিজেপির প্রতীকে জারিধরলা এলাকা থেকে ভোটে লড়াই করেন। ওই পঞ্চায়েত নির্বাচন চলাকালীন তৃণমূল কর্মী বাবু রহমান খুনের ঘটনায় সামাদ ও নাজমুল হকের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। শুক্রবার সেই পুরোনো খুনের মামলার প্রেক্ষিতেই কাসেমঘাট সীমান্ত এলাকা থেকে সাদা পোশাকের পুলিশ অভিযান চালিয়ে সামাদকে গ্রেপ্তার করে।

এলাকায় পাচারচক্রের সঙ্গেও তাঁর যোগসাজশ রয়েছে বলে অভিযোগ। কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রিকি আগরওয়াল বলেন, 'কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।'

ঘটনার পর ধরপাকড় পুলিশের।

এদিকে, সামাদের গ্রেপ্তারের খবর চাউর হতেই জারিধরলা ও দরিবস এলাকার একাংশ বাসিন্দা ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং গিতালদহ পুলিশ ফাঁড়ির সামনে জড়ো হয়ে তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন। স্থানীয়দের দাবি, এই বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন স্থানীয় কয়েকজন বিজেপি নেতা। তবে অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছেন বিজেপি নেতা মোফাজ্জল হোসেন।

তাঁর স্পষ্ট দাবি, 'বিষয়টি নিয়ে আমার কিছু জানা নেই। যা বলার দিনহাটা থানার আধিকারিকরাই বলবেন।' যদিও প্রত্যক্ষদর্শী এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'গ্রামবাসী নিয়ে ফাঁড়ির সামনে এসে বিজেপি নেতারাই প্রথম বিক্ষোভ শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করতেই নেতারা ধীরে ধীরে চম্পট দেন।'

মুহূর্তের মধ্যে বিক্ষোভ হিংসাত্মক রূপ নেয়। বিক্ষোভকারীদের ভিড় থেকে একদল দুষ্কৃতী ফাঁড়ির গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে। চেয়ার, টেবিল ভেঙে নথিপত্র নষ্ট করে দেয়। পুলিশকর্মীদের ওপর নির্বিচারে চড়াও হয় হামলাকারীরা। খবর পেয়েই বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান দিনহাটার এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ এবং দিনহাটা থানার আইসি বুধাদিত্য রায়। পুলিশ কড়া হাতে লাঠি উঁচিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে গিতালদহ ফাঁড়ি থেকে গিতালদহ বাজার পর্যন্ত ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালিয়ে মহিলা, পুরুষ মিলিয়ে মোট ১১ জন হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

একদা কোচবিহারের সাংসদের ছায়াসঙ্গী এবং বর্তমানে সক্রিয় বিজেপি কর্মীকে খুনের মামলায় ধরাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত ফাঁড়িতে এহেন হামলায় প্রশাসনের অন্দরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দিনহাটা থানার তরফে জানানো হয়েছে, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস ও কর্তব্যরত পুলিশের ওপর হামলার দায়ে জড়িত কাউকেই রেয়াত করা হবে না, গোটা ঘটনার কড়া তদন্ত শুরু হয়েছে।

নাটকের প্রশংসা শা'র

তিনের পাতার পর

নাটকের একটি দৃশ্যে ট্রায়াল কোর্টে অভিযুক্তের পক্ষে-বিপক্ষে থাকা শিলিগুড়ি কলেজের পড়ুয়া মধুরিমা চক্রবর্তী ও পূর্বালী ভৌমিক স্ক্রিপ্ট মোতাবেক যুক্তির লড়াই শেষে একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। পরে বিশ্রাম নিতে নিতে পূর্বালী মধুরিমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'লোয়ার কোর্টে বিচার বিপক্ষে গেলেও মধুরিমা আসামির হয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। আমিও ছাড়িনি। শেষে কিন্তু আমিই জিতলাম।'

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে থাকা সারি সারি চেয়ারে একঝাঁক নূতনের দেখা মিলেছে দুপুর ১টার পর থেকেই। কেউ স্কুল পড়ুয়া, কেউবা কলেজে পড়েন। পুলিশের পাঠানো বাসে চেপে ওরা এসেছিল শিলিগুড়ির কাওয়াখালি ময়দানে। অনেকেই বাবা-মায়ের কাছ থেকে আবদার করে মোবাইল সঙ্গে এনেছিল মুহূর্তকে ক্যামেরাবন্দি করবে বলে। অপেক্ষা দীর্ঘ হলেও উন্মাদনায় ভাটা পড়েনি। নতুন বন্ধুত্ব পাতানো থেকে আড্ডা, সেলফি-গ্রুফি উঠল দেদার।

পড়ুয়াদের যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয়, সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিল প্রশাসন। অনুষ্ঠানে বসার জায়গা বেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। শুধুমাত্র পড়ুয়াদের জন্য বরাদ্দ ছিল একাংশ। নিরাপত্তার স্বার্থে পড়ুয়া ছাড়া আর কাউকেই সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কাওয়াখালিতে পৌঁছানোর পর তাঁদের বাসেই টিফিন দেওয়া হয়। প্যাটিস, জুস, মিষ্টি আর কেক পেয়ে ভীষণ খুশি দেখাচ্ছিল খুদেদের। এরপর একে একে মেটাল ডিটেক্টর গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকানো হয়। কুলার, পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল। তবুও তীব্র গরমে মাঠে বসে দরদর করে ঘেমেছে অনেকে। এরমধ্যেই এক পড়ুয়া অসুস্থ বোধ করে। চিকিৎসকের দল তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রাথমিক শুশ্রূষার পাশাপাশি ওআরএস খাওয়ানো হয় তাকে। বাস থেকে নেমে ভিডিও শ্যুট শুরু করে দিয়েছিল জগদীশচন্দ্র বিদ্যাপীঠের পড়ুয়া উৎসব শীল। বলে উঠল, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে পাব শোনার পর থেকেই খুব আনন্দ হচ্ছিল।' উত্তরবঙ্গ ল' কলেজের পঞ্চম সিমেস্টারের পড়ুয়া শুভেন্দু দাস, আশিখ মোমিনরা বলছিলেন, 'নতুন আইন নিয়ে জানতে চাই জন্য এসেছি। আবার পরে আসব।'

আঠারোখাই বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বাদশের ছাত্রী ঈশিকা সিংহ অনুষ্ঠান শেষে বেরোনোর সময় জানাল, যতটুকু বুঝেছে, মহিলাদের সুরক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। সহজে বিচার মিলবে, হয়রানি কমবে বলে আশাবাদী সে। তবে, বাস্তবে এর সঠিক প্রয়োগ চাইছে ঈশিকা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে পড়ুয়ারা দলবেঁধে প্রদর্শনীকক্ষে যান। স্মার্ট কুইজে অংশ নেন। দশটি প্রশ্নের মধ্যে আটটি উত্তর সঠিক দিয়ে কাপ পেয়ে মুখে চওড়া হাসি নিয়ে শিলিগুড়ি কলেজের ছাত্র বিরাজ সেনের কথা, 'আজকের দিন স্মরণীয় হয়ে থাকল।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র বক্তব্য তখন সবেমাত্র শেষ। প্রদর্শনীকক্ষে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল স্কুল পড়ুয়া ইন্দ্রাণী রায়, বিনীতা দাসরা। এমন সময় অচেনা ডাকে তারা কিছুটা চমকে গেল।

-মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য শুনে কী বুঝলে?

প্রশ্নকর্তা পর্যটনমন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। ইন্দ্রাণীরা ততক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মন্ত্রীর কথা মন দিয়ে শোনার জন্য।

শংকর বলে চললেন, 'নতুন আইনে তোমরা মেসেজের মাধ্যমেই পুলিশে অভিযোগ জানাতে পারবে। কোথাও কোনওরকম অন্যায় দেখলে প্রশাসনকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে। এখন আর কোনও ভয় নেই। তোমরা বাড়ি গিয়ে বড়দের বুঝিয়ে দেবে।' পর্যটনমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে সেলফির আবদার জুড়ে দিল ইন্দ্রাণীরা।

পরে তিনি নাটকের সঙ্গে যুক্ত পড়ুয়াদের সঙ্গেও কথা বলেন। শংকরের কথায়, 'অনেকেই বলেন, নতুন প্রজন্ম রাজনীতি বিমুখ। এটা সঠিক নয়। নয়া প্রজন্ম যথেষ্ট রাজনীতি সচেতন। আমরা চাই, নতুন আইন সম্পর্কে শুধু নিজেরাই জানবে, এমন নয়। বন্ধু-পরিবার-প্রতিবেশীদের মধ্যেও সচেতনতা ছড়িয়ে দেবে।'

এদিন রাজ্য মন্ত্রীসভার একমাত্র সদস্য হিসেবে আইনি প্রদর্শনীর উদ্বোধনী মঞ্চে নিশীথ প্রামাণিক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ছিলেন সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ও রাজু বিস্ট। বাকি মন্ত্রী, বিধায়ক ও সাংসদরা ছিলেন মঞ্চের নীচের আসনে।

বালি, মাটি পাচারে ধৃত ৩

ফাঁসিদেওয়া, ২১ অগাস্ট : অবৈধ বালি ও মাটি পাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় পুলিশ। শুক্রবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর ও বিধাননগরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বালি ও মাটিবোঝাই তিনটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি তিন চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ মুরালীগঞ্জ নাকা পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে একটি ট্র্যাক্টরকে আটক করে। মহানন্দা নদী থেকে বালি উত্তোলনের কোনও বৈধ রয়্যালটি বা নথি দেখাতে না পারায় চালক মহম্মদ মিরাজকে গ্রেপ্তার করা হয়। ট্র্যাক্টরটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ চেঙ্গা নদী সংলগ্ন ফকিরটিপ এলাকা থেকে একটি বালিবোঝাই ডাম্পার আটক করে। গ্রেপ্তার করা হয় চালক বিকাশ বর্মনকে। তিনি মাটিগাড়ার বাসিন্দা। রাতে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ হাওদাভিটা এলাকা থেকে মাটিবোঝাই একটি পণ্যবাহী গাড়ি আটক করে। মাটিগাড়ার বাসিন্দা চালক রঞ্জিত বর্মন তিরকেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। নদী থেকে অবৈধ পাচার রুখতে এলাকায় নজরদারি চালানো হচ্ছে।

উড়ান।। শিলিগুড়ির অরবিন্দপল্লিতে ছবিটি তুলেছেন সুবীর বর্মন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বাইক থেকে পড়ে মৃত্যু

ফাঁসিদেওয়া, ২১ অগাস্ট : বিধাননগর মতিয়া সেতু সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক তরুণের মৃত্যু হল শুক্রবার। মৃতের নাম কমল দাস (৩৩)। তিনি বিধাননগর মিলনপল্লির বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন কমল। সেইসময়ই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

মতিয়া সেতুর কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়েন তিনি। গুরুতর চোট পান তরুণ। সেই অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানের কর্মরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন তরুণের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তারপর শনিবার দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

'বর্ডার টু ইনল্যান্ড' পরিকল্পনায় গ্রিন সিগন্যাল

প্রথম পাতার পর

এখন এসএসবি জানে নেপাল ও ভুটান সীমান্তের খবর, বিএসএফ জানে বাংলাদেশ সীমান্তের খবর, পুলিশ জানে এলাকার অপরাধ ও স্থানীয় গতিবিধি, সেনার কাছে রয়েছে কৌশলগত এলাকার সামরিক তথ্য। সেনাকর্তারা বলছেন এই তথ্যগুলি যদি আলাদা থাকে তাহলে আসল ছবিটি ধরা পড়তে দেরি হয়। তাই একটি যৌথ 'থ্রেট ম্যাপ' তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কোন এলাকায় অনুপ্রবেশের ঝুঁকি, কোথায় মাদক বা অস্ত্রের রুট, কোথায় সন্দেহজনক যোগাযোগ, কোথায় বিদেশি নাগরিকের অস্বাভাবিক গতিবিধি, কোথায় গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো দরকার সব এক জায়গায় এনে পর্যালোচনা করা হবে। তার ভিত্তিতেই বাকি পরিকল্পনা হবে।

পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপে সীমান্তের 'গ্যাপ' বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। কাঁটাতার যেখানে নেই বা ভৌগোলিক কারণে পাহারা দেওয়া কঠিন, সেখানে একশো শতাংশ প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। উন্নত আলো, ক্যামেরা, সেন্সর, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রোনভিত্তিক নজরদারিকে একই ব্যবস্থায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

তৃতীয় ধাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'স্লিপার সেল অডিট'। কোনও এলাকায় হঠাৎ অপরিচিত লোকের বসবাস, বারবার সীমান্ত পারাপার, অস্বাভাবিক আর্থিক লেনদেন, ভুয়ো পরিচয়পত্র, বিদেশি নম্বরে নিয়মিত যোগাযোগ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যের ছবি বা তথ্য সংগ্রহের মতো একাধিক সূত্র একসঙ্গে মিলিয়ে তা দ্রুত গোয়েন্দা সংস্থার নজরে আনার ব্যবস্থা করাই স্লিপার সেল অডিটের মূল টার্গেট হবে বলেই জানা গিয়েছে।

এসএসবি-র এক আধিকারিকের কথা, 'স্লিপার সেল নিয়ে আশঙ্কা নতুন নয়। বাংলাদেশভিত্তিক আনসারুল্লাহ বাংলা টিম বা আল-কায়দা ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্ট ঘনিষ্ঠ একাধিক স্লিপার নেটওয়ার্কের তদন্তে শিলিগুড়ি করিডরকে টার্গেট করার পরিকল্পনার কথা সামনে এসেছে। ফলে শুধু কোনও জঙ্গি সংগঠন ঢুকছে কি না তা প্রশ্ন নয়, স্থানীয় স্তরে তাদের সহযোগী তৈরি হচ্ছে কি না, সেটিও অনেক বড় বিষয়।'

রানিডাঙ্গার এসএসবি'র কার্যালয়ে বৃক্ষরোপণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর।

পরিকল্পনার চতুর্থ পর্যায়কে বলা হচ্ছে, 'কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স গ্রিড'। এই পর্যায়ে আইএসআই-এর মতো বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার নেটওয়ার্ক ভাঙতে সীমান্তে ধরা পড়া একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই থেমে না থেকে তার যোগাযোগের শিকড় খোঁজার ব্যবস্থা জোরদার করার কথা বলা হয়েছে। কে টাকা পাঠাচ্ছে, কে সিম কার্ড বা ফোনের ব্যবস্থা করছে, কার সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে, সীমান্তের কোন রুট ব্যবহার হচ্ছে, এই তথ্য একসঙ্গে বিশ্লেষণ করা জরুরি বলেই মনে করছেন গোয়েন্দারা।

পরিকল্পনার পঞ্চম ধাপে বিদেশি নাগরিকের জন্য ঝুঁকিভিত্তিক নজরদারির কথা বলা হয়েছে। ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকায় সম্প্রতি এক মার্কিন নাগরিককে আটক করে এসএসবি। তাঁর কাছ থেকে মার্কিন ডলার উদ্ধার হয়েছিল বলে রিপোর্ট। তাঁকে গুপ্তচর বলা হয়নি। কিন্তু সীমান্তের সংবেদনশীল এলাকায় কোনও বিদেশি নাগরিকের অস্বাভাবিক গতিবিধি কেন ঘটছে, তা দ্রুত যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই ধাপে সেটাই খতিয়ে দেখা হবে।

সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনায় এক সন্দেহভাজন পাকিস্তানি নাগরিককে আইএসআই-যোগের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সেনা ও রেলের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের অভিযোগ রয়েছে। সেই উদাহরণ দিয়ে পরিকল্পনার ষষ্ঠ অংশ হিসাবে 'ক্রিটিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোটেকশন'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গোয়েন্দাদের ব্যাখ্যা, চিকেনস নেকের নিরাপত্তা মানে শুধু সীমান্ত নয়। রেললাইন, সড়ক, সেতু, বিমানবন্দর, জ্বালানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, সামরিক ঘাঁটি এবং উত্তর-পূর্বে রসদ পাঠানোর পথ- সবকিছুর নিরাপত্তা। সেইজন্যই আলাদা ব্যবস্থা দরকার।

সূত্র অনুসারে পরিকল্পনার সপ্তম পর্যায়কে বলা হয়েছে 'ফাস্ট রেসপন্স'। কোনও সীমান্ত এলাকায় অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হলে এসএসবি বা বিএসএফ একা কাজ করবে না। প্রয়োজন অনুযায়ী রাজ্য পুলিশ, সিআরপিএফ এবং সেনার সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ ও বাহিনী মোতায়েনের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকবে। অর্থাৎ ঘটনা ঘটার পরে কে আসবে, তা ঠিক করার বদলে আগেই ঠিক থাকবে কে কত সময়ে কোথায় পৌঁছাবে। আর এই গোটা ব্যবস্থার কেন্দ্র হবে শিলিগুড়ি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই সীমান্ত নিরাপত্তাকে শুধু সীমান্তে অপরাধ ঠেকানোর কাজ হিসেবে না দেখে অনুপ্রবেশ, মাদক, জাল নোট, অস্ত্র পাচার এবং গোয়েন্দা তথ্যের মধ্যে যোগসূত্র রেখে সমন্বিত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। চিকেনস নেকের জন্য সেই নীতিই এবার আরও নির্দিষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে বলে নিরাপত্তা এজেন্সি সূত্রের খবর।

শুক্রবার রাতের আলোচনায় এক সেনাকর্তা বলেন, 'চিকেনস নেক ঠিক করবে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের সংযোগ কতটা নিরাপদ। কারণ এই সরু ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে আঘাত সবসময় বন্দুক হাতে আসবে তার গ্যারান্টি নেই। জাল পরিচয়পত্র হাতে সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে 'চর' হয়ে যারা ঘুরছে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ এবং তাদের ছক ভেস্তে দিতে বর্ডার টু ইনল্যান্ড পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি।'

আক্রান্তকে দেখলেন শ্রীরূপা

ইসলামপুর, ২১ অগাস্ট : গোয়ালপোখরের অ্যাসিড হামলায় জখম তরুণীর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে শুক্রবার ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে যান ইংলিশবাজারের প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। তিনি অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করার দাবিতে পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করেন। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি এবং আরও কর্মী নিয়োগের বিষয় নিয়ে তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন বলে জানান। পুলিশ জানিয়েছে, আক্রান্তদের তরফে শুক্রবার রাত পর্যন্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। যদিও দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

গোবিন্দপুরে নতুন প্রধান

ইসলামপুর, ২১ অগাস্ট : অনাস্থা ভোটে পদ খোয়ালেন ইসলামপুর ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান খাতিজা খাতুন। শুক্রবার ওই পঞ্চায়েতে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে প্রধান নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে নতুন প্রধান নির্বাচিত হন করিমা বেগম। উল্লেখ্য, ২৩ আসনবিশিষ্ট গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন সদস্য দলত্যাগ করায় মোট ২২ জন সদস্যকে নিয়ে ভোটাভুটি হয়। করিমার পক্ষে ১২ জন সদস্য ভোট দেন। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে গোবিন্দপুর অঞ্চলে তৃণমূলে কাজিয়ার জেরে দলের প্রতীক না মেলায় প্রার্থীরা নির্দল হিসেবে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। করিমার বক্তব্য, 'নির্দল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি। নির্দল হিসেবেই পঞ্চায়েত পরিচালনা করব।'

সাফল্য প্রচারে বিজেপি

চোপড়া, ২১ অগাস্ট : সরকারের ১০০ দিনের সাফল্য তুলে ধরতে গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক কর্মসূচি শুরু করল বিজেপি। শুক্রবার চোপড়া বিধানসভা এলাকার লক্ষ্মীপুর সহ দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই কর্মসূচি পালন করে দলের স্থানীয় নেতৃত্ব। সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ ও সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরা হয়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চোপড়া বিধানসভা এলাকার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩-৪টি করে কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। মানুষের কাছে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও সাফল্যের বার্তা পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ বলে দলের তরফে জানানো হয়েছে।

হার চুরি

ইসলামপুর, ২১ অগাস্ট : সোনা পরিষ্কার করার নাম করে এক বৃদ্ধার গলার হার নিয়ে চম্পট দিল দুই দুষ্কৃতী। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে ইসলামপুর শহরের রামকৃষ্ণপল্লিতে। বাড়িতে একাই ছিলেন বৃদ্ধা। তাঁর ছেলে বাইরে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, দুই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি বাড়িতে এসে সোনা ও রুপোর গয়না পরিষ্কার করে দেওয়ার কথা বলে বৃদ্ধার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে। এরপর কৌশলে তাঁর গলার সোনার হার নিয়ে চম্পট দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্মারকলিপি

ইসলামপুর, ২১ অগাস্ট : ইসলামপুর কলেজের একাধিক পরিকাঠামোগত সমস্যা সহ কলেজে বহিরাগতদের দাপট রুখতে মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি দিল পড়ুয়াদের একাংশ। অভিযোগ, কলেজের শৌচাগারের অবস্থা বেহাল। পর্যাপ্ত কমনরুম নেই। নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। যার প্রভাব পঠনপাঠনে পড়ছে। প্রশাসনের আধিকারিকরা দাবিগুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

গণেশের মূর্তি তৈরির ব্যস্ততা। আলিপুরদুয়ার শহরে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

লক্ষ্য পুর ও পঞ্চায়েত নির্বাচন

তৃণমূলের ঘর ভেঙে কংগ্রেসে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে কংগ্রেস উত্তরবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙন ধরাতে শুরু করল। শুক্রবার শিলিগুড়ির মিত্র সম্মিলনী হলে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার শতাধিক নেতা-কর্মী তৃণমূল এবং ঘাসফুলের শ্রমিক সংগঠন ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। তাঁদের অধিকাংশই তৃণমূলের বিভিন্ন পদে ছিলেন।

প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, ঝাড়াই-বাছাই করেই তৃণমূলের নেতাদের দলে নেওয়া হয়েছে। যদিও যোগদানকারীদের মধ্যে এমন কয়েকজন রয়েছেন, যাঁদের বিরুদ্ধে তোলা আদায় ও কাটমানি নেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের যুব সভাপতি তথা ময়নাগুড়ি বিধানসভার পরাজিত প্রার্থী রামমোহন রায় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন আমাদের কাছে পাখির চোখ। স্থানীয় ইস্যুকে ধরে আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করব। যাঁরা যোগদান করছেন তাঁদের সবকিছু দেখে তবেই দলে নেওয়া হচ্ছে। ১০০ দিন বিজেপি সরকার পার করে দিলেও কিছুই করতে পারেনি। আমাদের দলের দরজা খোলা রয়েছে।'

মালবাজার পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা তৃণমূলের প্রাক্তন মাল টাউন সভাপতি পুলিন গোলদার এদিন কংগ্রেসে যোগ দেন। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনার, সহ সভাপতি ওমদাস লোহার, যুগ্ম সম্পাদক রঘু মিঞ্জ, সন্তোষ গুরুং এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি তোবারক আলিও দলবদল করেন। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি অগাস্টাস কেরকেট্টা, পূরণ লোহার ও হারাধন দাসের মতো শ্রমিক নেতারাও যোগ দেন। নকুলের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'ঘরে ফিরে এলাম। এবারে কংগ্রেসের চা শ্রমিক সংগঠন এনইউপিডব্লিউ-কে আরও শক্তিশালী করতে সম্মিলিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

মালবাজারের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা ওরাওঁ সহ ৯ জন পঞ্চায়েত সদস্যও তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। আলিপুরদুয়ারের চা বলয়ে অল কামতাপুর স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি কৌশিক বর্মন সহ ১৫ জন সদস্য কংগ্রেসে যোগ দেন। প্রদেশ সভাপতি ও প্রদেশ কংগ্রেসের ইনচার্জ প্রকাশ যোশি তাঁদের হাতে পতাকা তুলে দেন। নতুনদের কীভাবে কাজ করতে হবে প্রকাশ জানান। তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধিকে প্রধানমন্ত্রী করার লক্ষ্যে আমাদের লড়াই করতে হবে। বিজেপি যে হিংসাত্মক রাজনীতি করছে তা আটকাতে একমাত্র কংগ্রেসই পারে।'

দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

নিগ্রহের অভিযোগে অবরোধ পড়ুয়াদের

ফাঁসিদেওয়া, ২১ অগাস্ট : স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পার্টটাইম টিচারকে সরানো, শারীরিক নিগ্রহ ও অন্যায্য ফি আদায়ের অভিযোগ তুলে শুক্রবার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করল বিধাননগরের মুরালিগঞ্জ হাইস্কুলের পড়ুয়ারা। অবরোধের জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরে স্কুলের ভিতরেও বিক্ষোভ দেখায় পড়ুয়ারা।

মূল ক্ষোভ পার্টটাইম শিক্ষক সুরজিৎ মণ্ডলকে সরানো এবং কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ ঘিরে। নবম শ্রেণির দেবরাজ সিংয়ের অভিযোগ, 'আমাদের বাপ্পিদা অর্থাৎ স্কুলের পার্টটাইম টিচার সুরজিৎ মণ্ডলের নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি নাকি অসুস্থ ছাত্রকে ৪০০ বার কান ধরে ওঠবস করিয়েছেন! এটা সম্পূর্ণ ভুল। বরং, আমরা যখন এর প্রতিবাদ করি, তখন স্কুলের স্যর ও অন্যরা আমাদের টাই টেনে, কলার ধরে নৃশংসভাবে মেরেছেন। ছাত্রীদের গায়েও হাত তোলা হয়েছে।' নবম শ্রেণির দেবলীনা দাসের অভিযোগ, 'সিসিটিভি ফুটেজ না দেখেই অন্যায়ভাবে স্যরকে এক মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। আমরা প্রতিবাদ করতে গেলে প্রধান শিক্ষক এবং বেশ কয়েকজন স্যর আমাদের দাবি না মেনে ছাত্রীদের গায়েও হাত তোলেন।' তার আরও অভিযোগ, 'কম্পিউটার ক্লাসের নাম করে এবং ভর্তির সময় ৮৫০ টাকা থেকে শুরু করে ২২০০ টাকা পর্যন্ত অন্যায্য ডোনেশন নেওয়া হচ্ছে।'

সুরজিৎ মণ্ডল বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। স্কুলে সিসিটিভি আছে, তা দেখলেই বোঝা যাবে। অসুস্থ কাউকে ওঠবস করানো হয়নি। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অন্য শিক্ষকরা দুর্ব্যবহার করায় তারা রাস্তা অবরোধ করে।' প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম বলেন, 'সুরজিৎ এক ছাত্রকে দীর্ঘক্ষণ কান ধরে ওঠবস করানোয় সে অসুস্থ হয়েছিল।' ৮৫০ টাকা ভর্তি ও কম্পিউটার ফি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'বিদ্যালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, পর্যাপ্ত সুইপার রাখা এবং একাধিক পার্টটাইম শিক্ষক নিয়োগের জন্য পরিচালন সমিতি ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করেই এই অতিরিক্ত পরিষেবা ফি নেওয়া হয়। মারধরের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

প্রধান শিক্ষক জানান, সুরজিৎ পার্টটাইম (গেস্ট) শিক্ষক। পরপর দুটি অভিযোগ আসায় তাঁকে আপাতত পড়ানো বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে এবং বিষয়টি রাজ্য শিক্ষা দপ্তরে জানানো হয়েছে। তাঁর দাবি, আগেও এক ছাত্রের কানে আঘাতের ঘটনায় সুরজিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল।

মহকুমা পরিষদে কোন্দল প্রকাশ্যে

ঘাসফুলে 'না' পাঁচ জয়ী সদস্যের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে বিদ্রোহ চরম আকার নিয়েছে। দলের প্রতীকে জয়ী হয়ে জনপ্রতিনিধি হলেও, একরাশ ক্ষোভ ও হতাশা থেকে আর তৃণমূল না করার কথা স্পষ্ট করেছেন মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সহ পাঁচ সদস্য। প্রাক্তন সভাধিপতির স্বৈরাচার, দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়া এবং বোর্ডে গুরুত্ব না পাওয়ার অভিযোগ তুলে তাঁরা জানিয়েছেন, প্রয়োজনে রাজনীতি ছেড়ে দেবেন বা অন্য মঞ্চ বাছবেন, কিন্তু তৃণমূল করবেন না।

বিদ্রোহী পাঁচ জনপ্রতিনিধির মধ্যে রয়েছেন মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, তিন কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, নলিনীরঞ্জন রায়, কুমুদিনী বড়াইক এবং সদস্য জ্যোতি তিরকে। রোমা রেশমি জানিয়েছেন, তৃণমূলের সঙ্গে তিনি আর নিজের নাম যুক্ত রাখতে চান না। সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবেই তিনি বাকি মেয়াদটুকু কাটাতে চান। তাঁর কথায়, 'আর যাই করি, তৃণমূল করব না। প্রয়োজনে রাজনীতি করব না, তাও ভালো।' একই সুর শোনা গিয়েছে কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহনের কথাতেও।

তিনি বললেন, 'জেলা নেতৃত্বকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি যে আর তৃণমূল করব না। দলের সবাই চোর নয়, কিন্তু নেতারাই দলটাকে চোর সাজিয়েছে। হারলেই প্রকাশ্যে চোর শুনতে হচ্ছে, কেউ পরোয়া করছে না।'

প্রবীণ নেত্রী তথা সদস্য জ্যোতির অভিযোগ, বিগত দিনে দলের পুরোনো নেতৃত্বকে বোর্ডে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল। তাই তিনি পরিষদে যাওয়াই কার্যত কমিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, 'তৃণমূল সংগঠনটাকে শেষ করে দিয়েছে। কোথাও মুখ খুলতে দিত না। সাধারণ মানুষের কাজ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় নেতাদের গুরুত্বহীন করে রাখা হয়েছিল। আমি রাজনীতি করব, পথে নামব, সংগঠন সাজাব, কিন্তু তৃণমূল আর করব না।'

- আর তৃণমূল করতে চান না ঘাসফুল প্রতীকে জয়ী পাঁচ সদস্য
- সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবেই তিনি বাকি মেয়াদটুকু কাটাতে চান
- অরুণ ঘোষের বিরুদ্ধেও একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পাঁচ সদস্যই

আর যাই করি, তৃণমূল করব না। প্রয়োজনে রাজনীতি করব না, তাও ভালো।

রোমা রেশমি এক্কা
সহকারী সভাধিপতি,
শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

এই পাঁচ জনপ্রতিনিধির সম্মিলিত অভিযোগ, মহকুমা পরিষদে কোনও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছিল না। সদ্য পদত্যাগী সভাধিপতি অরুণ ঘোষ এবং তাঁর এক ঘনিষ্ঠ কর্মাধ্যক্ষই সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতেন। অন্য সদস্যদের মতামতের কোনও গুরুত্ব দেওয়া হত না বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে। তাঁদের কথায়, একটু জোরালো দাবি জানালে বা এলাকার উন্নয়নের জন্য ন্যূনতম বরাদ্দ চাইলে জুটত কটাক্ষ এবং পদ খোয়ানোর হুঁশিয়ারি। উচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগের পথ না থাকায় তাঁরা কার্যত নিরুপায় ছিলেন। প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার চোখের সামনে দেখলেও আতঙ্কের পরিবেশে এতদিন কেউ মুখ খোলেননি বলে দাবি করেছেন সকলে।

প্রাক্তন সভাধিপতি অরুণ ইস্তফা দেওয়ার পর থেকে তাঁর আর দেখা মিলছে না। তবে সভাধিপতির পদত্যাগের পর বীতশ্রদ্ধ এই পাঁচ সদস্য সপ্তাহে নিয়ম করে দু'দিন অফিসে আসছেন। নীচুতলার কর্মী ও সাধারণ মানুষের সমর্থনই এখন তাঁদের শেষ ভরসা বলে জানিয়েছেন সকলে। অন্যদিকে, দলের জনপ্রতিনিধিদের এই বিদ্রোহ ও অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রাক্তন সভাধিপতি অরুণের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'এখন আর কিছু বলব না। সকলের ব্যক্তি স্বাধীনতা রয়েছে।'

পাহাড় নিয়ে আজ বৈঠক

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : পাহাড় নিয়ে শনিবার শিলিগুড়িতে বৈঠকে বসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সুকনা সংলগ্ন নিউ চামটা চা বাগানের রিসর্টে সকাল ১১টায় এই বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। বৈঠকে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, জিএনএলএফ, সিপিআরএম ডাক পেয়েছে বলে খবর। মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং বলেন, 'বেলা ১১টায় বৈঠক রয়েছে। রোশন গিরিকে সঙ্গে নিয়ে সকালেই নিউ চামটার রিসর্টে পৌঁছে যাব।' জিএনএলএফের সভাপতি মন ঘিসিং, প্রাক্তন বিধায়ক নীরজ জিম্বাও বৈঠকে যোগ দেবেন। অন্যদিকে, সিপিআরএমের সভাপতি জেবি রাই বৈঠকে থাকতে পারেন বলে দলের তরফে জানানো হয়েছে। সূত্রের খবর, বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, দার্জিলিংয়ের সাংসদ এবং পাহাড়ের তিন বিধায়ক উপস্থিত থাকতে পারেন। তবে অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা, অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট সহ অন্য বিরোধী দলগুলি বৈঠকে ডাক পায়নি বলে খবর।

বিক্ষোভ

চোপড়া, ২১ অগাস্ট : প্রধানমন্ত্রীর ছবি সংবলিত সরকারি প্রকল্পের ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগে শুক্রবার হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। অভিযোগ, পঞ্চায়েতের হলঘরে ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের ফ্লেক্স বৃহস্পতিবার দুপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের সভা চলাকালীন ছিঁড়ে ফেলা হয়। অভিযোগ অস্বীকার করে গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান জাকির হুসেন বলেন, 'ভিত্তিহীন অভিযোগ। মিটিংয়ের সময় ফ্লেক্সটি সরিয়ে রাখা হয়।'

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

DAY-NRLM মালদা জেলা অফিস

ব্যাংক রিসোর্স পার্সন (Bank Resource Persons) এবং ডিস্ট্রিক্ট রিসোর্স পার্সন (District Resource Persons) নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান

জেলা মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, DMMU, Malda অধীনে ২ (দুই) জন ব্যাংক রিসোর্স পার্সন ও ৩ (তিন) জন ডিস্ট্রিক্ট রিসোর্স পার্সন নিয়োগের জন্য যোগ্য আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদন যোগ্যতা শর্তাবলি বাছাই প্রক্রিয়া ও অন্যান্য বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে জেলা ওয়েবসাইট https://malda.gov.in/notice_category/ recruitment পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। আবেদনপত্র গ্রহণের তারিখ From 24.08.2026 to 08.09.2026 within 11.00AM to 5.00 PM of প্রতি কার্যদিবসে Malda DRDC Office-এ ড্রপ বক্সে এবং পোস্ট এর মাধ্যমে।

Sd/-
Additional District Mission Director, DMMU,
&
Project Director, DRDC, Malda

NOTICE

This is to inform to all concerned who are the title holders of land shown in the table below of Dabgram Mouza, Jalpaiguri, held under hiring for Army at Sevoke Road (Near All India Radio Tower) and rental of hiring & de-hiring of land could not be paid & initiated due to non-submission of legally valid ownership documents/ link sale deeds etc to the office of DEO, Siliguri Circle, Siliguri. This office repeatedly writing to Govt offices for providing link sale deeds/ Records of Rights/ Current ownership, LR plot numbers corresponding to Old CS plots etc but despite best possible efforts made by this office the link sale deeds and title documents are not received thus govt. is unable to release rentals/ land.

Sl No.	C.S. Plot No. held under Hiring	Area in Acres	Title Holder as per Records hold with office.
1	177	1.66	Shri Jaglal Roy
2	183(p)	0.85	Smt. Nirmala Agarwal
3	183(p)	0.85	Shri Kabunath Roy
4	47	1.52	Shri Dahram Narayan Roy
5	266	0.75	Shri Kishan Lal Kajaria
6	173	1.08	
7	174(p)	0.40	
8	300(p)	0.64	
9	265	1.04	
10	278(p)	0.55	Shri N K Agarwal
11	45(p)	0.16	
12	278(p)	0.55	Shri K K Agarwal
13	45(p)	0.16	
14	176(p)	0.40	Shri S K Agarwal
15	176(p)	0.40	Shri P K Agarwal
16	172(p)	1.14	Capt Ram Avtar Narayan
17	178(p)	0.54	Shri Pepelal Singh
18	299(p)	0.32	Smt Nirmala Agarwal
19	299(p)	1.47	Shri Khagen Chandra Roy
20	176(p)		
21	86(p)		
22	111(p)	0.20	Not Known
		14.68	

By this notice all concerned are informed and requested to submit the title documents of land along with link/ chain deeds to enable the office to process payment of rentals/ de-hiring since it is due within 15 days of publication of this notice.

Proof of receipt of rentals in the past by the tittle holders may also be submitted to this office for reconciliation of records. This is without prejudice to rights and title over the land and in the interest of Govt. of India. Ministry of Defence.

File No. BN/182/HRG/Vol-VIII/140
Dated: 21.08.2026.

(Kunal Rohilla, IDES)
Defence Estates Office
Siliguri Circle

পার্কিংয়ে থমকাচ্ছে টয়ট্রেন

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : পাহাড় ও সমতলে রেল ট্র্যাক দখল করে পার্কিংয়ের জেরে বারবার থমকাচ্ছে টয়ট্রেনের চাকা। মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনাও ঘটছে। এই সমস্যায় পুরোপুরি রাশ টানতে এবার ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল)-কে চিঠি পাঠাল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) কর্তৃপক্ষ। দুর্ঘটনার সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনতে এবং স্থায়ী সমাধানের খোঁজে খুব শীঘ্রই দার্জিলিংয়ে এনএইচআইডিসিএল এবং জেলা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে যৌথ বৈঠকেরও আহ্বান জানানো হয়েছে চিঠিতে।

চলতি সপ্তাহের প্রথমদিকে দার্জিলিংয়ের ঘুম সংলগ্ন এলাকায় ট্র্যাক দখল করে দাঁড়িয়ে থাকা একটি চার চাকা গাড়ির সঙ্গে টয়ট্রেনের ধাক্কা লাগে। খেলনা গাড়ির তেমন ক্ষতি না হলেও বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন কর্তারা। কারণ, বেশিরভাগ এলাকায় ট্র্যাক দখল করে পার্কিংয়ের জেরে আকছার দুর্ঘটনা ঘটছে। কখনও খেলনা গাড়ির ইঞ্জিনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হচ্ছে, আবার কখনও ধাক্কায় কামরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এদিকে, ঘুমে হওয়া দুর্ঘটনার পরই এনিয়ে তৎপর হয় ডিএইচআর।

বৈঠকে বসবে ডিএইচআর

ডিএইচআরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আগে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটত। পরে ট্যাক্সি ইউনিয়নের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করে চালকদের সচেতন করায় পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পাহাড়ে আসা পর্যটকদের ব্যক্তিগত গাড়ি। চালকরা পাহাড়ি রাস্তার নিয়মনীতি সম্পর্কে খুব একটা সচেতন না হওয়ার জেরেই বিপত্তি ঘটছে এবং টয়ট্রেনের যাত্রা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে কমবেশি ৬টি দুর্ঘটনা ঘটলেও, চলতি অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত ৩টি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

দুর্ঘটনার জেরে টয়ট্রেনের কামরা বা ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হলে কর্তৃপক্ষের চিন্তা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। কারণ, মেরামতের জন্য আলাদা করে কোনও অর্থবরাদ্দ থাকে না। তাই দুর্ঘটনা এড়ানোই এখন ডিএইচআরের কাছে মূল চ্যালেঞ্জ। ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, 'বর্তমানে দুর্ঘটনায় অনেকটাই লাগাম টানা সম্ভব হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে যাতে একটিও দুর্ঘটনা না ঘটে, তার প্রস্তুতি নিতেই এনএইচআইডিসিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করা হবে। আশা করছি, বৈঠক থেকেই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানসূত্র পাওয়া যাবে।'

গুজরাটে বাবা-মা, ঘর ছাড়ল দুই খুদে

নাগরাকাটা, ২১ অগাস্ট : পুজোর আর বেশি দেরি নেই। মা কৈলাস থেকে মর্ত্যে আসছেন। ওদের একজনের মা অবশ্য গুজরাটে। সেখানে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। কবে বাড়ি ফিরবেন তার ঠিক নেই। আরেকজনের বাবাও সেখানে। তিনিও পরিযায়ী শ্রমিক। দুই পরিবারের দুই সন্তানের বয়স ১৩ আর ১০। বেশ কিছুদিন ধরে বাবা-মাকে কাছে পাওয়ার অভাবটা সমানে মাথাচাড়া দিচ্ছিল। সন্ধ্যা হলেই মন খারাপ। রাতে ঘুমোনোর সময় চোখে জল। থাকতে না পেরে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে দুজনে গত ৪ অগাস্ট একসঙ্গে অজানার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। ওদের একজন ট্রেনে চেপে বানারহাট থেকে বিহারের ছাপড়া পর্যন্ত পৌঁছেও যায়। সেখানে এক সহৃদয় ব্যক্তি তাকে একা ঘুরতে দেখে পুলিশের হাতে তুলে দেন। বর্তমানে সে সেখানকার একটি হোমে দিন কাটাচ্ছে। তবে ১০ বছরের খুদেটির কী হল তা এখনও স্পষ্ট নয়। তার কোনও খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না। পরিবার চরম আতঙ্কে। বানারহাটের দেবপাড়া চা বাগানের ঘটনা। উদ্ধার হওয়া খুদেকে হোম থেকে ফিরিয়ে আনা এবং নিখোঁজ শিশুটির সন্ধানে তল্লাশি প্রক্রিয়া জারি রয়েছে বলে বানারহাট থানার পুলিশ জানিয়েছে।

গত ৪ অগাস্ট বিকেলে দুজনকে একসঙ্গে বাড়ির বাইরে শেষবার দেখা গিয়েছিল। এরপর সম্ভাব্য সব জায়গায় তন্নতন্ন করে খুঁজেও বাড়ির লোকেরা তাদের কোনও হদিস পাননি। নিরুপায় হয়ে ৭ অগাস্ট তাঁরা বানারহাট থানায় মিসিং ডায়েরি করেন। বছর ১৩-র ছেলেটি বানারহাট হাইস্কুলের ছাত্র। ছেলের কোনও খোঁজ মিলছে না বলে খবর পাওয়ার পর ছেলেটির মা ১৯ অগাস্ট বাগানে ফেরেন। ছাপড়ার হোম থেকে সেদিনই তাঁর মোবাইলে ফোন আসে। এক নিমেষেই সমস্ত দুশ্চিন্তার কিছুটা অবসান। মা চিন্তামুক্ত, 'ভাগ্যিস ও আমার ফোন নম্বরটা মুখস্থ রেখেছিল। তাই হোমের তরফে ওরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। এখন ওর ঘরে ফেরার সময় গুনছি।' স্বামী দিনমজুর। সংসারের আরও একটু ভালোর জন্য মহিলাকে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে অন্যত্র কাজ করতে হয়। তবে এবারে যা ঘটল তাতে ছেলেকে এখানে রেখে তিনি আর গুজরাটে ফিরে যাবেন কি না তা নিয়ে ওই মহিলা প্রচণ্ড টানাপোড়েনে পড়ে গিয়েছেন।

১০ বছরের ছেলেটির বাবার ভাগ্য অবশ্য ওই মহিলার তুলনায় অতটা ভালো নয়। বেশকিছুদিন আগেই স্ত্রী পরিবার ছেড়ে চলে যান। রুটিরুজির সন্ধানে মানুষটিকে বছরখানের আগে গুজরাটের দিকে পা বাড়াতে হয়। ছেলের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না শুনে তিনি প্রচণ্ড উদ্বেগে পড়েছেন। স্কুলে ছেলের নাম রয়েছে। কিন্তু সেই খুদে স্কুলে যাওয়া বেশ কিছুদিন হল ছেড়ে দিয়েছিল। বাড়ির দাওয়ায় উদাস হয়ে বসে থাকা খুদের জেঠিমার আক্ষেপ, 'আমরাই ওর দেখাশোনা করতাম। ও যে এভাবে গুজরাটে বাবাকে দেখতে বাড়ি থেকে বের হবে, ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। যার খোঁজ মিলেছে, সে জানিয়েছে আমাদের ছেলেটি সেদিন ওই ট্রেনে চড়েনি। কোথায় যে গেল, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'ডুয়ার্স জাগরণ' দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে দেবপাড়া চা বাগানে কাজ করছে। সংগঠনের কর্ণধার ভিক্টর বসু বলেন, 'সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত শিশুদের সুরক্ষার জন্য গ্রাম সংসদ, পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তর থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত যে সরকারি মেকানিজম রয়েছে, সেগুলিকে আরও কার্যকর করা উচিত। মিশন বাৎসল্য প্রকল্পের মাধ্যমে যে স্কলারশিপ চালু ছিল, তা এপ্রিল থেকে বন্ধ হয়ে আছে। ওই প্রকল্পের আওতায় অসহায় পরিবারগুলো মাসে চার হাজার টাকা করে পেত। দেবপাড়ার ঘটনায় এটা প্রমাণিত যে ডুয়ার্সের বন্ধ ও রুগ্ন চা বাগানের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের চিহ্নিত করে তাদের সুরক্ষায় সরকারি উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি।'

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৯৫ সংখ্যা, শনিবার, ৪ ভাদ্র ১৪৩৩

অশান্তপুর

শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে বাংলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চমানের পঠনপাঠন, গবেষণার পরিবেশ এবং মুক্তচিন্তা চর্চার জন্য বিশেষ পরিচিতি বহন করে যাদবপুর। একটি জিবি (জেনারেল বডি) মিটিংকে কেন্দ্র করে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এবং আরএসএসের নিয়ন্ত্রণাধীন এবিভিপি সমর্থকদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

পরদিনও দিনভর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর এবং রাজপথ দুই পক্ষের বিক্ষোভে অবরুদ্ধ এবং উত্তাল রইল। যা দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য, গৌরব ও সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই নয়। যাদবপুরের ইতিহাস কেবল ছাত্র আন্দোলনের নয়, মুক্ত ও স্বাধীন চেতনা চর্চারও বটে। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল, রাজনৈতিক মতপার্থক্যে এখন আর যুক্তিনির্ভর বিতর্ক নেই।

বরং পরিণত হয়েছে পেশিশক্তি প্রদর্শন ও হিংসাত্মক সংঘর্ষে। এক পক্ষ অপর পক্ষকে আক্রমণ করার জন্য কেবল রাজপথকে বেছে নেয়নি, ক্যাম্পাসের পঠনপাঠনের পরিবেশকেও বিঘ্নিত করেছে। শিক্ষাঙ্গন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কুরুক্ষেত্রে পরিণত হলে, তার মাশুল গুনতে হয় সাধারণ শিক্ষার্থীদের, যাদের প্রাথমিক লক্ষ্য জ্ঞানার্জন ও গবেষণা।

বিক্ষোভের সময় বিশ্বখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুর সৃষ্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকের একাংশ ভাঙার ঘটনাটি সবচেয়ে মর্মান্তিক। যে প্রতীক নিছক নকশা নয়, শতাব্দীপ্রাচীন ইতিহাস, ভারতীয় শিল্পকলা, সংস্কৃতি, শিক্ষার মূল্যবোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্যের ধারক। নন্দলালের মতো দিকপাল শিল্পীর তৈরি প্রতীকটির ক্ষতি মানে শুধু অবকাঠামোগত ক্ষতি নয়, বরং সার্বিকভাবে যাদবপুরের ভাবমূর্তি ও ঐতিহ্যে গভীর ও চিরস্থায়ী আঘাত। রাজনৈতিক লক্ষ্যের আড়ালে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যকে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেওয়াকে কোনও যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা যায় না। নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) এবং কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন ধরে মুক্তচিন্তার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। যে চর্চাকে কোণঠাসা বা নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা নতুন নয়।

দিমাগি নকশাল, টুকরে টুকরে গ্যাং কিংবা দেশবিরোধীদের ঘাঁটি-র মতো উগ্র তকমা এঁটে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির বড় অংশের পড়ুয়াদের বারবার আক্রমণ করা হয়। নানা প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক চাপের মুখে জেএনইউ-এর পরিবেশকে সংকুচিত করার চেষ্টা হলেও প্রতিবাদের স্বর পুরোপুরি স্তব্ধ করা যায়নি। যাদবপুরকেও কোণঠাসা করার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। তবে সমস্ত প্রতিকূলতা ও বাহ্যিক আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক প্রতিরোধ সেই আক্রমণকে বহুবার ফিকে করে দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক শিথিলতা এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের অভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। ক্যাম্পাসের ভেতর অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সামলাতে যে ধরনের নিরাপত্তা ও সুদৃঢ় প্রশাসনিক নেতৃত্বের প্রয়োজন, তা প্রায় চোখেই পড়ে না। পাশাপাশি ছাত্র রাজনীতি ক্ষমতার উগ্র লড়াইয়ের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ালে, তার সুস্থ চরিত্রটা ধ্বংস হয়ে যায়। এই জটিল পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দায়িত্বশীল ও প্রয়োজনে কঠোর হতে হবে এবং ক্যাম্পাসের ভেতরে মুক্তমত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার পাশাপাশি যে কোনও ধরনের হিংসা, মারামারি ও ভাঙচুরের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি এবং এবিভিপি- উভয় পক্ষকেই ভাবতে হবে, পেশিশক্তি বা ধ্বংসাত্মক হিংসার মাধ্যমে কোনও মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বিরোধিতা হতে হবে যুক্তির মাধ্যমে। লাঠি, ইট-পাটকেল বা ঐতিহ্যকে গুঁড়িয়ে দিয়ে নয়। নন্দলালের তৈরি প্রতীক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর ঐতিহাসিক স্মারক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদের সুরক্ষায় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থীদের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে তার হারানো গৌরব বজায় রাখতে হলে হিংসা ও অরাজকতার পথ থেকে সরে আসতে হবে। রক্তপাত, রাজপথ অবরুদ্ধ বা ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের অবমাননায় কোনও মতাদর্শ জয়ী হতে পারে না। ক্ষমতার লড়াইকে শিক্ষাঙ্গনের বাইরে রেখে, মুক্তচিন্তার গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এখন যাদবপুরের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

অমৃতধারা

ভাগ্যং ফলিত সর্বত্রং। ভাগ্যানুসারে জীবের গতাগতি হয় বলিয়াই ত্রিলোকের সুখ-দুঃখ দ্বারা ত্রিদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তার জন্য হর্ষ মর্ষ না করিয়া ভোগ ত্যাগের জন্য ধৈর্যের বরণ করিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করিতে হয়। অতএব সর্ব অবস্থায় সত্যের অধীনে থাকিতে চেষ্টা করিবেন।
সিন্নি দিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করে। সিন্নিকে ভাগ করা বলে। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না এই যে দ্বন্দ্ব বিভাগ, অভিমানের অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার ভাগ ত্যাগ করিলে সিন্নি দিয়া সত্যের পূজা হয়। তাহার সাক্ষী সতী হরগৌরী, অবিচ্ছেদ সত্যবানকে উদ্ধার, কালদণ্ডের হাত হইতে অভিযোগ সত্যবানকে প্রাপ্ত হইয়া পিতৃকুল (ধর্ম), পতিকুল (কর্ম, সেবা), পুত্রকুল (পবিত্র, শুচি) উদ্ধার করিয়াছিলেন। জগতে যাহা কিছু ব্যবহার করি সকলি গতাসু, অস্থায়ী, সুখদুঃখপ্রদ।

-শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

চুপসভার অস্থায়ী নেতার ব্রতকথা

বিধানসভায় অস্থায়ী বিরোধী দলনেতা যদি থাকেন, তা হলে তো অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী থাকতেই পারেন! ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আজ রসিকতার পাত্র।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

নিউটন, আইনস্টাইন, সত্যেন বা জগদীশ বসু- সবাইকেই চমকে দেবে ঘটনাটা। এ তো অতি পরিচিত আমূল ফর্মুলা পালটে যাওয়ার দশা!

বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনেক যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা তো পড়েছি আমরা। বাংলার রাজনীতিতেও ইদানীং ঠিক তেমনই এক রোমাঞ্চকর আবিষ্কার ঘটল। এক অভূতপূর্ব পদের জন্ম হল এই বঙ্গে। পদটির নাম অস্থায়ী বিরোধী দলনেতা।

এই মহান পদের একমাত্র দাবিদার আমাদের ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পদটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দলনেতার গুরুত্বও মুখ্যমন্ত্রীর মতোই।

অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী বলে সংবিধানে কিছু নেই। কেউ কখনও দীর্ঘদিন অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন না। ওই পালাবদলের মাঝের সময়টুকু ছাড়া। ঋতব্রতকে দীর্ঘদিন এই পদে দেখে প্রশ্ন ঘোরে, কেন কেউ অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী হন না! হতেই পারেন!

অস্থায়ী বিরোধী দলনেতা আছে যখন, তখন অস্থায়ী বিরোধী দল তো আছেই। থাকতে বাধ্য। বাংলায় সেই অস্থায়ী বিরোধী দলের নেতারা একবার অস্থায়ী আসল বিরোধী দলে থাকেন, একবার অস্থায়ী নকল বিরোধী দলে। কে যে আপন, কে যে পর, কে যে আসল, কে যে নকল, কেউ জানে না।

চশমার স্টাইল পালটে বয়স কমানোর চেষ্টায় থাকা ঋতব্রত একবার কাউকে আসল বলেন, কাউকে নকল বলেন। একবার কাউকে স্থায়ী বলেন, একবার তাঁকেই অস্থায়ী। এই আসল-নকল, স্থায়ী-অস্থায়ীর খেলা আমরা উজবুক জনতা বুঝতে নারি।

ক'দিন আগেও অস্থায়ী বিরোধী দলনেতা কথাটা মাথাতেই আসেনি। এরকম আবার হয় নাকি? হয় না মানে? ঋতব্রত সগর্বে প্রমাণ করলেন, এটা একেবারে জলভাত। তিনি নিজেই এই পদটি সৃষ্টি করলেন। নিজেই আবার সগৌরবে সেখানে বসে পড়লেন।

আমরা বাঙালিরা অবশ্য অস্থায়ী শব্দে খুব অপরিচিত নই আর। অনেকের পথ চলাতেই আনন্দ, আমাদের অস্থায়ীতেই আনন্দ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানাতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। মনে নেই, কত বিশ্ববিদ্যালয়ে কত অস্থায়ী উপাচার্য দেখেছি তখন? সরকার তখন উপাচার্য বাছতেই দিশাহারা। তার মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ সক্রিয় হয়ে উঠতেন রাজ্যপাল।

অস্থায়ী উপাচার্য ছিলেন, অস্থায়ী হোমগার্ড ছিলেন। অস্থায়ী নার্স, অস্থায়ী চিকিৎসক। কত কী আমরা দেখেছি মমতা যুগে!

শুভেন্দু অধিকারীর সরকার আমাদের অভ্যস্ত করে দিল অস্থায়ী মন্ত্রীসভায়। কতদিন যে পুরো মন্ত্রীসভা পেলাম না, পাঁচজনকে নিয়ে চালাতে হল রাজ্য, তা সবাই জানেন। এমন ঘটনা ভারতে কোনওদিন হয়নি। দিল্লির গার্ডরা সবুজ সংকেত দিলেন, তারপর বঙ্গ এক্সপ্রেস ছাড়ল। অস্থায়ী মন্ত্রীসভা স্থায়ী হল। তাও আবার কিছুদিনের মধ্যে বোঝা গেল, উত্তরবঙ্গের নিশীথ প্রামাণিক অস্থায়ী ক্রীড়ামন্ত্রী ছিলেন।

আমরা, বাঙালিরাই অস্থায়ী বিরোধী দলনেতা পাওয়ার উপযুক্ত দাবিদার।

ভারতীয় রাজনীতিতে আয়ারাম গয়ারামদের আমাদের অস্থায়ী বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত অবলীলায় দশ গোল দিলেন। তিনি দল ছাড়ার কষ্টটুকুও করলেন না। কিন্তু আবার অন্য দলেও চলে গেলেন। তিনি বলেন তৃণমূল, কিন্তু তিনি কাজ করেন বিজেপির হয়ে। প্রকাশ্যেই। কোই হ্যায় এমন মাই কা লাল! এই তো রামপুরহাটে রহস্যমৃত্যু হল প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেখানে সবাই বিজেপি-যোগ দেখছেন, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখছেন। ঋতব্রত সেখানেও গিয়ে মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তুলে দিলেন। যেন মমতা-অভিষেকই দায়ী।

তৃণমূলের টিকিটে জিতে তিনি এখন নিয়মিত তৃণমূলকেই আক্রমণ করছেন। এ এক বিরল রাজনৈতিক খেলা। এমন জাদুকরি দক্ষতা সচরাচর দেখা যায় না। মমতার সৌজন্যে তিনি অনেক পদ পেয়েছিলেন। অভিষেকের দৌলতেও তিনি নানা অন্যায় সুবিধা পেয়েছিলেন। ক্ষমতার অলিন্দে ঔদ্ধত্যের সার্টিফিকেটও পেয়ে যান অভিষেকের শিক্ষায়। সেই ঋতব্রত এখন চশমা নামিয়ে বড় বড় কথা বলছেন।

শুধু যাদবপুরে এবিভিপি-র তাণ্ডব নিয়ে বাবু চুপ। ইন্দাসে ককরোচ পার্টির কর্মীর বাবা খুন নিয়ে চুপ। নেতাজিকে অপমান, তাঁর মূর্তি ভাঙা নিয়ে চুপ। লেনিনের মূর্তি ভাঙার হুমকিতে চুপ। যাদবপুরের বিধায়কের অন্য এলাকায় গিয়ে দিদিগিরিতে চুপ। জিনিসপত্র, গ্যাসের দাম বাড়ছে— তিনি এখন চুপ। ঋতব্রত এখন চুপমন্ত্রে বিশ্বাসী। সেই যে জনপ্রিয় গান ছিল না— চুপ চুপ চুপ লক্ষ্মীটি। দু'বারই মুখ খোলেন তিনি। একবার যখন খাবার খান, আর একবার যখন মমতা-অভিষেকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।

ঋতব্রত প্রতিষ্ঠিত সংঘের শিষ্য-শিষ্যাদেরও ওই দু'বার মুখ খোলার নিয়ম। সেখানে অরূপ-রতন আছেন, ববি খোঁ যায় আছেন, প্রসূন-প্রসূনে অবিশ্বাসের চিহ্ন আছেন, কাকলি-কুজনে আছেন, শতাব্দীর রচনা আছেন। আপনি বলবেন, আরে, আরে, লোকসভা-বিধানসভা গুলিয়ে দিচ্ছেন কেন! দুটো তো আলাদা পার্টি! আমি বলব, আর আসল-নকল! এঁরা সবাই এখন একটা সভারই সদস্য। চুপসভা।

সেদিক দিয়ে দেখলে বাংলায় এখন ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার চলছে। কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকারের সঙ্গে চুপসভার বিরোধীরাও শুভেন্দুর মুঠোয়। সাফল্য অনিবার্য।

চুপসভার অস্থায়ী বিরোধী দলনেতা হওয়ার পিছনে এক করুণ রূপকথা লুকিয়ে আছে। সেই রূপকথার কেন্দ্রে আছেন বিদেশ বসু। গতবারের বিধায়ক ছিলেন তিনি। বিদেশ বসু ছিলেন অতীব ভদ্র একজন মানুষ। তিনি আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটবেলার ফুটবল হিরো।

মানুষের কাছে তাঁর একটা পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি ছিল। সেই হিরোকে আচমকা রাজনীতির মাঠ থেকে তুলে নেওয়া হল। তাঁকে নিজের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। মমতা অত্যন্ত বিশ্বাস করে উলুবেড়িয়া কেন্দ্রটি ঋতব্রতকে দিয়েছিলেন। নেত্রীর বিশ্বাস ভেঙে তিনি নিজেই আত্মঘাতী গোল করা শুরু করলেন।

ইন্টারনেটে অনেক খুঁজলাম, সারা বিশ্বে এমন অস্থায়ী নেতার উদাহরণ আছে কোথাও। অনেক খুঁজে একটাই নাম পেলাম। জোসেফ গোয়েবলস। হিটলার-সখা ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল জার্মানির চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। একদিনের জন্য। তারপর সপরিবার আত্মঘাতী।

আইপ্যাকের বিরুদ্ধে রাজনীতিতে অনেক সময় তৃণমূলের খবর পাচারের অভিযোগ ওঠে। ভোটের আগে একদিনের জন্য আইপ্যাকের বড় কর্তাকে জেলে পাঠিয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু ঋতব্রত যেন সেই আইপ্যাককেও হাসতে হাসতে ছাপিয়ে গিয়েছেন। দলের অন্দরমহলের খবর কীভাবে নিখুঁত নিশানায় পৌঁছে দিতে হয়, তা তিনি খুব ভালো জানেন। তিনি যেন একাই এক আস্ত গোয়েন্দা সংস্থা। তাঁর এই জাদুকরি প্রতিভার কাছে তাবড় পেশাদাররাও হার মানবে। কোন খবর কখন বাজারে ছাড়তে হবে, তার নিখুঁত ছক তাঁর মাথায় সবসময় তৈরি।

বাংলার মানুষ যখন দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধে হিমসিম খাচ্ছেন, তখন তিনি বড় বড় নীতির কথা শোনাচ্ছেন। বাঙালির কী করা উচিত, তা তিনি পরম মমতায় শিখিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর মন্তব্য শুনলে মনে হয়, বিশ্বে তাঁর মতো জ্ঞানী আর দ্বিতীয় কেউ নেই। সবাই যেন বোকা। শুধু তিনি একাই বুদ্ধিমান।

তাঁর রোজকার রুটিন বেশ চমকপ্রদ। সকালে তিনি শাসকদলের সুবিধাগুলো চেটেপুটে খান। দুপুরে তাঁর মনে হয়, এবার একটু বিরোধী হওয়া দরকার। বিকেলে তিনি অস্থায়ী বিরোধী দলনেতার মুকুটটি পরম যত্নে পরে নেন। তারপর শুরু হয় তাঁর অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা। শাসকের বিরুদ্ধে মোটেই নয়, তাঁর নিজের দলের বিরুদ্ধেই তাঁর এই জেহাদ।

এটাই ঋতব্রতর ব্রতকথা, সাপ্তাহিক পাঁচালি। যে দুজনের দয়ায় তিনি আজ এই জায়গায়, তাঁদেরই তিনি রোজ নিয়ম করে তুলোধোনা করছেন। তাঁর এই ডিগবাজি দেখে সার্কাসের ট্রাপিজের খেলোয়াড়রাও হয়তো লজ্জায় মুখ লুকোবেন। এমন সাবলীলভাবে রং বদলানোর ক্ষমতা একমাত্র গিরগিটিরই থাকে। কিন্তু ঋতব্রত সেই প্রবাদপ্রতিম সরীসৃপকেও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। মানুষের সঙ্গে এমন চমৎকার রসিকতা আর কেউ কখনও করেননি। তাঁর এই অসামান্য কৌতুকবোধের প্রশংসা করতেই হয়।

আসল বিরোধীদের তো তিনি বেকার করে দিয়েছেন। তাঁরা এখন ভাবছেন, তাঁদের আর আলাদা করে কী করার আছে। অস্থায়ী বিরোধী দলনেতা একাই একশো। শাসকের গুণগানই হল আজকের সার্থক বিরোধিতা। জেল থেকে বাঁচাও যায়, আর্থিক লাভও হয়। ডিমের কুসুম থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব নিয়ে নেয় শাসক।

কৃতজ্ঞতা বলে একটা শব্দ বাংলা অভিধানে আছে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত অভিধান থেকে সেই শব্দটি বহু আগেই মুছে গিয়েছে। বাংলার রাজনীতিতে তিনি এখন একাই একশো। নীতি, আদর্শ— এসব তো সেকেলে কথাবার্তা। নতুন যুগের নতুন মন্ত্র হল শুধুই সুবিধাবাদ। আর সেই সুবিধাবাদের সবচেয়ে সফল বিজ্ঞাপন হলেন ঋতব্রত। এমন এক অদ্ভুত বৈপরীত্য নিয়ে বেঁচে থাকা চাট্টিখানি কথা নয়।

তাঁর চুপসভা সার্কাসের শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ানের শিরোপা ঋতব্রত ইতিমধ্যেই জিতে নিয়েছেন। তাঁর এই প্রহসন বাঙালির কাছে এক অমূল্য বিনোদন হয়েই থাকবে আজীবন।

যাবতীয় রসিকতা ভুলে শেষ লাইনটি লিখি।

বাংলার রাজনীতির, বাঙালি রাজনীতিকদের চরম ক্ষতি করে দিয়ে ইতিহাসে থেকে যাবেন চুপসভার ঋতব্রত।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯১৫

কিংবদন্তি নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্র জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

১৯৫৫

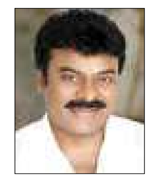

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অভিনেতা চিরঞ্জীবী।

আলোচিত

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নন্দলাল বসুর তৈরি ঐতিহাসিক লোগো বা শতদল প্রতীক ভেঙে ফেলা একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পিত চক্রান্ত। এবিভিপি বা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ সরাসরি বিজেপির ছাত্র সংগঠন নয়, বরং এটা একটি জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন। এবিভিপি-র মূল লক্ষ্য ও আদর্শের সঙ্গে এই ধরনের গর্হিত কাজ বা লোগো ভাঙচুরের মতো ঘটনা কখনও মিলতে পারে না। এই ঘটনার পেছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

-শমীক ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

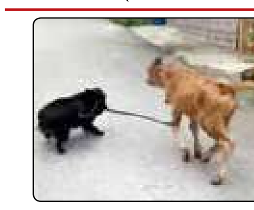

বাছুর-কুকুরের মিষ্টি প্রেমের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হচ্ছে। হিমাচলপ্রদেশের পাহাড়ি গ্রামে একটি বাছুর এবং এক কুকুর নিজেদের মধ্যে খেলায় মত্ত। বাছুরটির পিছনে দৌড়োচ্ছে কুকুরটি। দুটি প্রাণীর বন্ধুত্ব দেখে চোখ জুড়োচ্ছে সবার।

ভাইরাল/২

মিড-ডে মিলের খাবারে পোকা! আতঙ্কে খাবার ফেলে দিল বিহারের ৭৫টি স্কুলের পড়ুয়ারা। সরকারি এজেন্সির মাধ্যমে আরওয়ালের সরকারি স্কুলগুলির মিড-ডে মিলের খাবার দেওয়া হয়েছিল। থালায় খাবার ঢালতেই দেখা যায় পোকা গিজগিজ করছে।

জনমন জনমত

ন্যূনতম পরিকাঠামোযুক্ত স্কুলকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক

দীর্ঘ ৩০-৩৫ বছর ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সাফল্য ধরে রাখার পরেও, স্বীকৃতিহীন বেসরকারি স্কুলগুলির প্রতি শিক্ষা দপ্তরের এত ক্ষোভ কেন? সারা বাংলায় অসংখ্য বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের বেসরকারি স্কুল শিক্ষার মান সযত্নে টিকিয়ে রেখেছে। এইসব স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেদের তাগিদে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত করে তোলেন। এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, এসব স্কুলে পড়া দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়ারা অনায়াসে মাতৃভাষা পড়তে ও লিখতে পারে, সাধারণ অঙ্কও কষতে পারে। অথচ এ রাজ্যে এমন অনেক ছোট বেসরকারি স্কুল আছে, যাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামান্য বেতন দিতেই কালঘাম ছুটে যায়। সব স্কুল তো আর শিল্পপতিদের বিশাল বহুতল নয়! অনেকেই শুধুমাত্র মুনাফার জন্য নয়, বরং শিক্ষাদানের ব্রত নিয়ে নিজেদের জীবনযুদ্ধ চালিয়ে এই স্কুলগুলি চালান।

অথচ সরকারি নির্দেশ হল, স্বীকৃতিহীন স্কুল চালালে এক লক্ষ টাকা জরিমানা এবং প্রতিদিন আরও দশ হাজার টাকা আর্থিক দণ্ড দিতে হবে। বিগত সরকারও স্বীকৃতির কথা বলে স্কুলপিছু পাঁচ-সাত হাজার টাকার সরকারি চালান কাটিয়েছিল, কিন্তু আজও সেই স্বীকৃতি মেলেনি। এই স্কুলগুলিতে বহু উচ্চশিক্ষিত মানুষ কাজ করছেন, যা রাজ্যের বেকারত্বের বোঝাও অনেকাংশে কমাচ্ছে। সরকার চাইলেই ন্যূনতম পরিকাঠামো থাকা স্কুলগুলিকে সহজেই স্বীকৃতি দিতে পারে। তাই বর্তমান সরকার ও শিক্ষা দপ্তরের কাছে আমার অনুরোধ, যেসব স্কুলের অন্তত ন্যূনতম পরিকাঠামো রয়েছে, কোনও বিলম্ব না করে তাদের অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

জ্যোতির্ময় রায়
নিউ আলিপুরদুয়ার

অনলাইন শপিংয়ের দাপট

সামনেই পুজো। সকলেই চাইছেন নিজেকে নতুন করে সাজাতে। বিশেষ করে তরুণ-তরুণীরা অনবরত বিভিন্ন অনলাইন শপিংয়ের অ্যাপ ঘেঁটে চলেছেন নতুন ট্রেন্ডের খোঁজে। বেশিরভাগ মানুষই আজ অনলাইন শপিংয়ে স্বচ্ছন্দ। তাই রাস্তার মোড়ে ঝাঁ চকচকে দোকানে তেমন ভিড় নেই। শুধু শহর নয়, ই-শপিং আজ গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে। একদিকে ঘরে বসেই পছন্দের ব্র্যান্ডের পোশাক পেয়ে যাওয়ায় ক্রেতারা যেমন খুশি, তেমনই চরম অনিশ্চয়তায় দিন গুনছেন বড় বড় দোকানিরা। দোকানে ভর্তি কালেকশন থাকলেও খদ্দেরের তেমন দেখা নেই। সবমিলিয়ে অনলাইন শপিংয়ের রমরমায় ক্রমশ যেন সংকটের দিকে এগোচ্ছে দোকানগুলো, যা সত্যিই চিন্তার।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩০২৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৩০৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বিশ্ব রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭০০৭৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৮০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫৫৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭৯৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।
Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

স্বাধীনতার অদৃশ্য কারাগার

খোলা দরজার পৃথিবীতেও অ্যালগরিদম ও বাজারই কি নিয়ন্ত্রণ করছে মানুষের মন?

রুদ্র সান্যাল

স্বাধীনতা শব্দটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় অত্যন্ত নিবিড় এবং গভীর। একটি জাতির কাছে স্বাধীনতা মানে পরাধীনতার অবসান; একজন নাগরিকের কাছে স্বাধীনতা হল নিজের মতপ্রকাশ, পছন্দের পেশা নির্বাচন ও নিজস্ব জীবনধারা গড়ে তোলার আইনি সুযোগ। কিন্তু রাষ্ট্র যখন মুক্ত এবং সংবিধান নাগরিককে স্বাধীন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, তখন কি কোনও ব্যক্তিমানুষ সত্যিই নিজের ইচ্ছার পূর্ণ মালিক? প্রশ্নটি দার্শনিক মনে হতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতার কঠিন পরীক্ষাটি শুরু হয় শিকল ভাঙার পর। একসময় মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন হত কারাগার বা বন্দুকের নল। আধুনিক যুগে সেই নিয়ন্ত্রণ আসে সুবিধার প্যাকেজ, বিনোদন, বিজ্ঞাপন এবং তথ্যের কারসাজির হাত ধরে। ভীতিকর দিক হল, আমরা সেই প্রভাবকেই নিজেদের 'স্বাধীন পছন্দ' বলে ভুল করতে পারি।

প্রযুক্তিনির্ভর সভ্যতায় মনোযোগও নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। সকালে কোন খবরটি আগে দেখব, কাজের ফাঁকে কী পড়ব, দিনের শেষে কোন ভিডিওতে বুঁদ হয়ে থাকব, এই নির্বাচনগুলির অনেকটাই অ্যালগরিদমিক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের আচরণ, আগ্রহ ও পছন্দের তথ্য বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট বিষয় দেখায়। ফলে আমরা 'ইকো চেম্বার' বা তথ্য-বলয়ের মধ্যে আটকে পড়তে পারি, যেখানে বারবার মেলে এমন মতামতই চোখে পড়ে। তখন নিজের মতের বাইরের বিশ্বকে বৈরী মনে হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। স্বাধীন ও সমালোচনামূলক চিন্তার প্রধান শর্ত নিজের মতামতকে প্রশ্ন করার সাহস। যেখানে মানুষ কেবল পছন্দের কথাই শোনে, সেখানে মতামতটি ব্যক্তির হলেও চিন্তার পরিসর পুরোপুরি মুক্ত থাকে না।

-প্রতীকী

বাজার ব্যবস্থাও স্বাধীনতার ধারণাকে নতুন মোড় দিয়েছে। ক্রেতার সামনে আজ অগুনতি ব্র্যান্ড ও বিকল্প। কিন্তু বিকল্প বাড়লেই কি স্বাধীনতা বাড়ে? বিজ্ঞাপন কখনও পণ্যের গুণাগুণ জানানোর পাশাপাশি নিরাপত্তাহীনতা বা অভাববোধ তৈরি করে, তারপর সেই অভাব দূর করার উপায় হিসেবে পণ্য হাজির করে। নির্দিষ্ট গাড়ি, ফোন বা জীবনযাপনের ধরনকে সফলতা ও আধুনিকতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়। পণ্যের সঙ্গে তখন বিক্রি হয় সামাজিক পরিচয় ও স্বপ্ন। কার সন্তান কোথায় পড়ল, কে কী কিনল, কে কেমন জীবন কাটাচ্ছে, সেই তুলনা মানুষকে নিজের কাছেই অপর্যাপ্ত করে তুলতে পারে। অন্যের তৈরি মানদণ্ডে সফল হওয়ার এই ইঁদুরদৌড় স্বাধীনতার বদলে সামাজিক চাপ তৈরি করে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও স্বাধীনতার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভোট দেওয়ার অধিকার নাগরিক স্বাধীনতার অন্যতম ভিত্তি। কিন্তু শুধু ভোট দেওয়ার অধিকার থাকলেই কি স্বাধীন বিচারবুদ্ধি নিশ্চিত হয়? রাজনৈতিক সচেতনতার জন্য প্রয়োজন তথ্যের সত্যতা যাচাই করার ক্ষমতা, ভিন্নমত শোনার ধৈর্য এবং নিজের বিশ্বাস সংশোধনের মানসিকতা। নাগরিক যদি শুধু নিজের পছন্দেই বিশ্বাস রাখেন এবং ভিন্নমতকে শত্রু মনে করে বাতিল করেন, তবে আইনিভাবে তাঁর ভোট স্বাধীন হলেও বিচারবুদ্ধি সংকুচিত হতে পারে। আজ তথ্যের অতিপ্রবাহের যুগে সত্য, ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের পার্থক্য করা কঠিন। তাই স্বাধীন নাগরিকত্বের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন সমালোচনামূলক চিন্তা ও তথ্য যাচাইয়ের অভ্যাস।

তবে প্রযুক্তি বা আধুনিকতাকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো ভুল। প্রযুক্তি জ্ঞানের দুয়ার খুলেছে ও শিক্ষাকে সহজলভ্য করেছে। সমস্যাটি প্রযুক্তিতে নয়; সমস্যা তখনই তৈরি হয়, যখন আমরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অ্যালগরিদম, বাজার বা প্রচারের হাতে তুলে দিই। স্বাধীন মানুষ তিনি নন, যিনি যা খুশি তা করতে পারেন; বরং তিনি যিনি জানেন কেন একটি কাজ করছেন, কেন একটি বিষয়ে বিশ্বাস করছেন এবং কেন একটি পণ্য বেছে নিচ্ছেন। প্রশ্ন করতে হবে : আমি যা বিশ্বাস করছি, তা কি তথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে? আমি যা কিনছি, তা কি আমার প্রয়োজন? আমার ইচ্ছাগুলি কি সত্যিই আমার? ভয়ংকর বন্দিত্ব সেটিই, যেখানে দরজা খোলা থাকে, অথচ বন্দি জানেন না তাঁর মন প্রভাবিত। নিজের চিন্তার স্বকীয়তা রক্ষা করাই আজ স্বাধীনতার বড় পরীক্ষা।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৩০

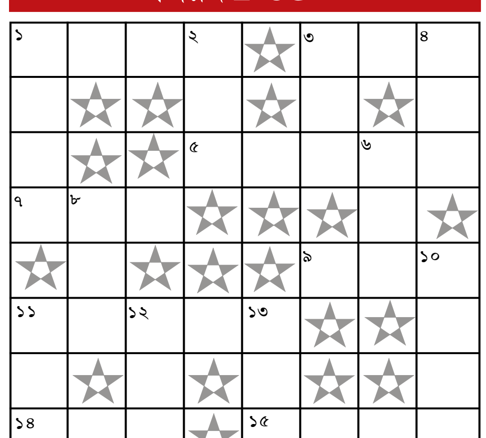

পাশাপাশি : ১। আপাতত স্থগিত, এখন হচ্ছে না ৩। দিনমজুরি করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে ৫। বিশৃঙ্খলা অবস্থা ৭। বাগে পাওয়া বা উপযুক্ত সময় ৯। উত্তর আমেরিকার দেশ খালের জন্য বিখ্যাত ১১। এই মোরগ বনে থাকে ১৪। যেখানে খাবার বিতরণ করা হয় ১৫। সমুদ্রের কাল্পনিক প্রাণী।

উপর-নীচ : ১। গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি ২। প্রিয় বিচ্ছেদের কষ্ট ৩। মাংসের পদ ৪। কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত ৬। গুজব বা অসত্য প্রচার ৮। সেদ্ধ চাল বা ভাত ১০। বহুজন সমাগমে সান্ধ্য গানের আসর ১১। একটি ফুল, মালা গাঁথা হয় ১২। সোনার টাকা ১৩। ভুলভ্রান্তি, প্রমাদ।

সমাধান ■ ৪৫২৯

পাশাপাশি : ১। চটকা ৩। মাছি ৫। পাই ৬। মামদো ৮। কাম্যক ১০। অঙ্কুশ ১২। পালকি ১৪। পরি ১৫। রিক্ত ১৬। নফর।

উপর-নীচ : ১। চঞ্চরিকা ২। কাপালিক ৪। ছিলিম ৭। দোনা ৯। টোপা ১০। অন্তরিন ১১। শরাধার ১৩। লটারি।

আবাসে নথিভুক্তি ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২১ অগাস্ট : রাজ্য সরকারের ‘আবাস প্লাস ২৪’ প্রকল্পের অধীনে পাকা বাড়ির আবেদন জানানোর শেষ দিন আগামী ৩১ আগস্ট। গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের যোগ্য পরিবারগুলি যাতে এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়, তার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য প্রশাসন। শুক্রবার পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানান, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবেদনকারীদের তিনটি জরুরি নথি— আধার কার্ড, ১০০ দিনের কাজের জব কার্ড এবং সচল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

গত আড়াই মাস ধরে রাজ্যজুড়ে সমীক্ষার কাজ পুরোদমে চলছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় ৩৮ লক্ষ পরিবারের নাম সফলভাবে নথিভুক্ত হয়েছে। পঞ্চায়েতমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, যদি এখনও পর্যন্ত কোনও যোগ্য পরিবার সমীক্ষার আওতায় না এসে থাকে, তবে তাঁরা যেন অবিলম্বে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিধায়ক, পঞ্চায়েত প্রধান ও অন্যান্য জন প্রতিনিধিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে এলাকার একটিও যোগ্য পরিবার এই তালিকার বাইরে না থাকে। সাধারণ মানুষ নিজের ই-মেলের মাধ্যমেও গ্রাম, পঞ্চায়েত, ব্লক ও মোবাইল নম্বর উল্লেখ করে সরাসরি প্রশাসনের কাছে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন।

সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে স্বচ্ছ ও আধুনিক করতে এবার ডিজিটাল মাধ্যমের বড় ভূমিকা রয়েছে। অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ব্যবহারকারীরা ‘আবাস প্লাস ২৪’ এবং ‘আধার ফেস আরডি’ অ্যাপের সাহায্যে সহজেই আবেদন সম্পন্ন করতে পারবেন। আবেদন সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হলে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত বা বিডিও অফিসে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সাধারণ মানুষের সহায়তায় চালু করা হয়েছে দুটি টোল-ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর— ৮২৮২০৮২৮২০ ও ১৮০০৮৮৯১৪৫১। পঞ্চায়েত দপ্তরের পোর্টাল থেকেও সরাসরি বিস্তারিত জানা যাবে।

হাইকোর্টের নির্দেশে স্বস্তি শিক্ষকদের

স্কুলের পর জনগণনা নয়

রিমি শীল

কলকাতা, ২১ অগাস্ট : ছুটির দিনে কিংবা স্কুলের নির্ধারিত সময়ের পর শিক্ষকদের দিয়ে আর জনগণনার (সেনসাস) কাজ করানো যাবে না। কাজের দিনগুলিতে শিক্ষকরা যখন এই সরকারি দায়িত্বে থাকবেন, সেই সময়টিকে সম্পূর্ণ ‘অন ডিউটি’ হিসেবে গণ্য করতে হবে। অর্থাৎ, জনগণনার কাজে যুক্ত থাকলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে একই সঙ্গে ক্লাসে গিয়ে পঠনপাঠন করাতে হবে না। শুক্রবার একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানিতে এই নির্দেশ দিয়ে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষকের বড়সড় স্বস্তি দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

স্কুলের সময়সূচির বাইরে এবং ছুটির দিনে জোর করে জনগণনার কাজে নিযুক্ত করার প্রতিবাদ জানিয়ে আদালতে মোট চারটি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছিল। শুনানি শেষে বিচারপতি কৃষ্ণ রাও সুনির্দিষ্ট চার দফা নির্দেশ জারি করে আদালতের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন। নির্দেশিকা অনুযায়ী, সেনসাস ডিরেক্টর বা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক কোনও শিক্ষককে জনগণনার কাজে ডাকতে চাইলে আগে থেকে কাজের নির্দিষ্ট তারিখ, সময় ও স্থান জানিয়ে চিঠি দিতে হবে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে। প্রধান শিক্ষক এরপর ওই নির্দিষ্ট শিক্ষককে ছাড়পত্র দেবেন এবং শিক্ষার্থীদের স্বার্থে তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে সাময়িকভাবে পঠনপাঠনের দায়িত্ব সঁপে দেবেন। একইসঙ্গে আদালত জানিয়েছে, জাতীয় স্বার্থে এই দায়িত্ব এড়ানো যাবে না। জনগণনা বা স্কুল কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিলে কোনও শিক্ষক এ কাজ অস্বীকার করতে পারবেন না।

গত ৩ আগস্ট রাজ্য শিক্ষা দপ্তর থেকে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তি নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। সেখানে ক্লাস শেষের পর বা ছুটির দিনে শিক্ষকদের কীভাবে কাজে লাগানো হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আইনি লড়াইয়ে নামেন শিক্ষক ও একাধিক শিক্ষক সংগঠন। গত ১৯ আগস্ট নতুন মেমো জারি করে রাজ্য আগের বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নিলেও বিতর্ক থামেনি। বহু শিক্ষক শিক্ষিকা প্রশ্ন তোলেন, দূরদূরান্তে চাকরি করে ছুটির দিনে সেনসাসের কাজ করা যেমন অসম্ভব, তেমনই এ কাজ না করলে আবার শোকজ নোটিশ পাঠানো হচ্ছে।

এ দিন শুনানিতে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ‘জনগণনা নিশ্চিতভাবেই একটি জাতীয় স্বার্থের কাজ। সরকারি কোষাগার থেকে বেতন পাওয়া কর্মচারীরা এই কাজ এড়াতে পারেন না। তবে সবকিছুর সঙ্গে পড়ুয়াদের শিক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করাও সমান জরুরি।’ আদালতের এই রায়ের পর স্পষ্ট হয়ে গেল, এখন থেকে শিক্ষকদের জনগণনায় পাঠাতে হলে প্রশাসনিক নোটিশের পাশাপাশি স্কুলে বিকল্প শিক্ষক রাখা বাধ্যতামূলক।

স্বস্থানে ফিরল সেই ভাঙা প্রতীক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। -পিটিআই

যাদবপুর কাণ্ডে কমিটি গঠন

কলকাতা ও মেদিনীপুর, ২১ অগাস্ট : শুক্রবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটে উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে ভাঙা প্রতীকটি মেরামত করে ফের সসম্মানে যথাস্থানে বসানো হয়েছে। ক্যাম্পাসে তাণ্ডব ও সম্পত্তি নষ্টের ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ দায়েরের পাশাপাশি সিসি ফুটেজও তুলে দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। রেজিস্ট্রার সেলিম বক্স মণ্ডল জানান, বহিরাগতদের হামলার তদন্তে প্রাক্তন ও বর্তমান উপাচার্যদের নিয়ে তিন সদস্যের কমিটি গঠন হচ্ছে।

ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার জুটার কর্মবিরতি এবং গোলপার্ক পর্যন্ত বিশাল নাগরিক মিছিল সংগঠিত হয়, বহু সাধারণ মানুষ তাতে পা মেলান। পালটা বিক্ষোভ দেখায় এবিভিপি’ও। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় এবিভিপির পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি বিধায়কের রাতভর তাণ্ডবের হুমকি নিয়ে দলের অন্দরেই ভিন্ন সুর প্রকট হয়েছে। কসবা বিধানসভার অধীন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জনপ্রতিনিধির অধিকারের যুক্তি দিয়ে বিধায়কের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ ফের সার্জিকাল স্ট্রাইকের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তবে দলের চরম অস্বস্তি বাড়িয়ে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত কড়া ভাষায় জানিয়েছেন, ছাত্র আন্দোলন শুধু ছাত্রদেরই করা উচিত। তিনি স্পষ্ট করেন যে, যাদবপুর থেকে সমস্ত দলের রাজনৈতিক নেতাদেরই দূরে থাকা একান্ত প্রয়োজন। ঐতিহ্যবাহী প্রতীক ভাঙারও তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি। যদিও শমীকের সাফাই, এবিভিপি কখনোই এমন গ্লানিকর কাজ করতে পারে না। এই ভাঙচুর আদতে বামেদেরই অত্যন্ত পূর্বপরিকল্পিত গভীর রাজনৈতিক চক্রান্ত।

অন্যদিকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষের এই আঁচ শুক্রবার আছড়ে পড়ল মেদিনীপুরে। দুপুরে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মেদিনীপুর কলেজ চত্বর।

বিধায়কের পাশে দল

দুই পক্ষের ধস্তাধস্তি ও ইটবৃষ্টিতে একাধিক ছাত্রনেতা আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। এসএফআইয়ের জেলা সম্পাদক রণিত বেরার অভিযোগ, যাদবপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ চলাকালীন আচমকা এবিভিপি-র বহিরাগতরা হামলা চালিয়ে শিক্ষক-কর্মীদেরও মারধর করে এবং হাসপাতালেও নিয়ে যেতে বাধা দেয়। পালটা এবিভিপি নেতা অরুণাভ দত্তর দাবি, মিছিল থেকে দেশবিরোধী স্লোগান দেওয়ায় প্রতিবাদ করতে গেলে এসএফআই কর্মীরাই আগে হামলা করে। খবর পেয়ে পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ডিএ নিয়ে রিপোর্ট চায় হাইকোর্ট

কলকাতা, ২১ অগাস্ট : সরকার পোষিত স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ) দেওয়া নিয়ে রাজ্য সরকারের সুনির্দিষ্ট অবস্থান জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার এ বিষয়ে রাজ্য সরকারকে লিখিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্যকে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে বলা হয়েছে।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতার সিংহভাগ বা প্রায় ৬৫ শতাংশ মেটানো হলেও সরকার পোষিত বিভিন্ন বিদ্যাপীঠের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা এখনও বঞ্চিত বলে অভিযোগ। তাঁরা আদৌ এই প্রাপ্য পাবেন কি না, তা নিয়ে প্রশাসনিক মহলে সংশয় তৈরি হয়। আইনি জট গড়ায় আদালতে। বঞ্চিত কর্মীদের পক্ষে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন আইনজীবী ফিরদৌস শামীম।

শিক্ষা সংগঠন এবিটিএ-র তরফে আইনজীবী ফিরদৌস শামীম ও গোপা বিশ্বাস এজলাসে সওয়াল করে জানান, ২০০৯ সালের রোপা বিধি এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে তা কার্যকর করা হয়নি। তাঁদের দাবি, চলতি বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট ইতিবাচক রায় দেওয়ার পরেও রাজ্য সরকার নিষ্ক্রিয়তা দেখাচ্ছে। বকেয়া মেটানোর ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের এই মনোভাবকে ‘বৈষম্যমূলক’ বলেন আবেদনকারীর আইনজীবীরা।

উভয় পক্ষের সওয়াল শোনার পর বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে নিজেদের ভূমিকা ও পদক্ষেপ পরিষ্কার করতে হবে। রাজ্যের জমা দেওয়া রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই মামলার পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে আদালত।

সেবাশ্রয়ে স্বস্তি অভিষেকের

কলকাতা, ২১ অগাস্ট : সেবাশ্রয় দুর্নীতি থেকে জমি সংক্রান্ত অনিয়মে আরও তিনটি মামলায় নতুন করে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ পেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১১ সেপ্টেম্বর বা পরবর্তী নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দিয়েছেন, ৪ ও ২৩ জুলাই বিষ্ণুপুর থানায় দুটি এবং ১১ জুলাই রবীন্দ্রনগর থানায় দায়ের হওয়া এফআইআরের ভিত্তিতে এখনই পদক্ষেপ করা যাবে না। ৭ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

সব মিলিয়ে আটটি মামলায় আপাতত স্বস্তি পেয়েছেন অভিষেক। কিন্তু ইতিমধ্যেই অভিষেকের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া বিভিন্ন এফআইআরের ভিত্তিতে অভিষেককে ‘ব্ল্যাঙ্কেট’ প্রোটেকশন যাতে না দেওয়া হয়, তা নিয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে লিখিত আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে হাইকোর্টে।

প্রশান্তর মামলায় সময় প্রার্থনা

কলকাতা, ২১ অগাস্ট : স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনে মূল অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মনের গ্রেপ্তারি সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলায় সময় প্রার্থনা করল আবেদনকারী সংগঠন। সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও আত্মসমর্পণ করেননি প্রাক্তন বিডিও। তাঁকে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায়ও আনতে পারেনি পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে সংগঠনটির দায়ের করা মামলায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, ফৌজদারি মামলায় তৃতীয় পক্ষ হিসেবে কেন আবেদন করছে এই সংগঠন। প্রশান্তর নাম চার্জশিটেও নেই বলে দাবি করেন তাঁর আইনজীবী। মামলাটির ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত জটিলতা এড়াতে নিম্ন আদালতে ‘নারাজি’ পিটিশন জমা দিচ্ছে আবেদনকারী সংগঠন।

সশরীরে হাজিরা

কলকাতা, ২১ অগাস্ট : হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে সশরীরে আদালতে হাজিরা দিলেন মালদার চাঁচলের মহকুমা শাসক। শ্রীপুর দুনম্বর গ্রামপঞ্চায়েতে দুর্নীতি ও সদস্যপদ খারিজ সংক্রান্ত আবেদনের শুনানিতে মহকুমা শাসকের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করেছিলেন বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী। বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির হয়ে নিজের অবস্থান ব্যক্ত করে হলফনামা জমা দিয়েছেন মহকুমা শাসক।

আইএসএফ ত্যাগ

কলকাতা, ২১ অগাস্ট : তৃণমূল তাঁকে অপমান করেছে, সেই ক্ষোভ থেকেই তিনি আইএসএফে যোগদান করছেন। বিধানসভা ভোটের আগে এমনটাই দাবি করলেও শুক্রবার সেই আইএসএফের প্রবল সমালোচনা করে আরও একবার দল ছাড়লেন আরাবুল ইসলাম। আরাবুলের দাবি, দলের ভিতর একনায়কতন্ত্র চলছে।

আইনি নোটিশ পাঠালেন টোডি

কলকাতা, ২১ অগাস্ট : লাক্স কোজি কারখানার জমি নিয়ে তৃণমূল ও কুণাল ঘোষের তোলা অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করলেন লাক্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান অশোক টোডি। একই সঙ্গে কুণালের বিরুদ্ধে মানহানির মামলার হুঁশিয়ারি দিলেন টোডি। সম্প্রতি ডানকুনিতে ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে কারখানার সম্প্রসারণে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূলের তোলা অভিযোগের পালটা জবাব দিতে এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন টোডি।

এদিন টোডিকে পাশে নিয়ে শিল্পসচিব বন্দনা যাদব বলেছেন, ‘সব অভিযোগ ভিত্তিহীন। ওখানে প্রতিটি কাজই নিয়ম মেনে হয়েছে। প্রায় ১১ একর জমিতে কারখানা হবে। পাশের ৩ একর জমি রয়েছে ওয়্যার হাউসের জন্য। ২০২৫-এর ডিসেম্বরের শেষে কিছু জমি কারখানার জন্য বাণিজ্যিক জমি হিসেবে চরিত্র বদল করা হয়েছে।’ শিল্পসচিবের এই দাবিকে সমর্থন জানান টোডিও।

অম্বল-বদহজমে লুকোনো বিপদ

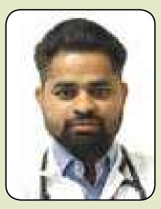

রোজ রোজ অ্যান্টাসিড খাচ্ছেন, তবু বুক জ্বালা বা পেটের অস্বস্তি কিছুতেই কমছে না? সাবধান — এটা নেহাত 'গ্যাসের সমস্যা' না-ও হতে পারে, লুকিয়ে থাকতে পারে আরও গুরুতর কোনও রোগ। বিস্তারিত জানালেন শিলিগুড়ির নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের কনসালট্যান্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট **ডাঃ তন্ময় মাঝি**

আজকাল অম্বল, বুক জ্বালা বা বদহজম যেন অনেকেরই নিত্যসঙ্গী। একটু বেশি খাওয়া, বাইরে তেল-মশলাযুক্ত খাবার খাওয়া কিংবা অনিয়মিত জীবনযাপনের পর পেটে অস্বস্তি হলেই আমরা বলি, 'গ্যাস হয়েছে'। তারপর ফার্মাসি থেকে অ্যান্টাসিড কিনে খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই। কিন্তু বারবার এমনটা করা কি সত্যিই নিরাপদ? উত্তর হল না।

প্রতিটি অম্বল বা বদহজম শুধু গ্যাসের জন্য হয় না। অনেক সময় এই সাধারণ উপসর্গের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে পাকস্থলীর আলসার, খাদ্যনালির প্রদাহ, হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি সংক্রমণ, এমনকি খাদ্যনালি বা পাকস্থলীর ক্যানসারের মতো গুরুতর রোগও। তাই দীর্ঘদিন ধরে একই সমস্যা চলতে থাকলে অবহেলা না করে তার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

জিইআরডি (GERD) আসলে কী?

আমরা যখন খাবার খাই, তখন তা মুখ থেকে খাদ্যনালির মাধ্যমে পাকস্থলীতে পৌঁছায়। খাদ্যনালি ও পাকস্থলীর সংযোগস্থলে একটি স্বাভাবিক ভালভ থাকে, যা খাবার নীচে নামার পর বন্ধ হয়ে যায়। এই ভালভ ঠিকমতো কাজ না করলে পাকস্থলীর অ্যাসিড বারবার খাদ্যনালিতে উঠে আসে। এটিই গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিস বা জিইআরডি।

লক্ষণ

সবচেয়ে পরিচিত লক্ষণ বুক জ্বালা। অনেকের টক ঢেঁকুর ওঠে, মুখে টক বা তেতো স্বাদ আসে, গলায় জ্বালা করে বা দীর্ঘদিন শুকনো কাশি থাকে। কেউ কেউ রাতের দিকে শোওয়ার পর সমস্যাটি বেশি অনুভব করেন। দীর্ঘদিন চিকিৎসা না হলে খাদ্যনালিতে প্রদাহ, ক্ষত, সংকোচন বা বিরল ক্ষেত্রে ক্যানসারের ঝুঁকিও বাড়তে পারে।

নীচের লক্ষণগুলির কোনওটি থাকলে দেরি করা উচিত নয়-

- গিলতে কষ্ট হওয়া বা খাবার আটকে যাওয়ার অনুভূতি
- অকারণে ওজন কমে যাওয়া
- বারবার বমি হওয়া
- বমির সঙ্গে রক্ত আসা
- কালো রঙের পায়খানা
- রক্তশূন্যতা
- ৪৫-৫০ বছর বয়সের পরে প্রথমবার এমন উপসর্গ শুরু হওয়া
- পরিবারের কারও পাকস্থলী বা খাদ্যনালির ক্যানসারের ইতিহাস থাকা

এসব লক্ষণকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে 'অ্যালার্ম সিম্পটম' বলা হয় এবং এগুলো কখনোই অবহেলা করা উচিত নয়।

বদহজম কি আলাদা রোগ?

বদহজম আসলে একটি উপসর্গ, কোনও নির্দিষ্ট রোগ নয়। খাবারের পর ওপরের পেটে ভার লাগা, অল্প খেলেই পেট ভরে যাওয়া, পেট ফাঁপা, অস্বস্তি, বমিভাব বা বারবার ঢেঁকুর ওঠা - এসবকে আমরা ডিসপেপসিয়া বলি।

অনেকের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় বড় কোনও রোগ ধরা পড়ে না। একে বলা হয় ফাংশনাল ডিসপেপসিয়া। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে বিষয়টি এত সহজ নয়। হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি সংক্রমণ, পাকস্থলীর আলসার, কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, পিত্তথলি বা অগ্ন্যাশয়ের রোগ এবং কিছু ক্ষেত্রে পাকস্থলীর ক্যানসারও একই ধরনের উপসর্গ তৈরি করতে পারে।

রোগভেদে চিকিৎসা আলাদা

অনেকেই মনে করেন, অ্যান্টাসিড খেলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। বাস্তবে তা নয়। যদি জিইআরডি থাকে, তাহলে জীবনযাত্রার পরিবর্তনের পাশাপাশি অ্যাসিড কমানোর ওষুধে অধিকাংশ রোগী ভালো থাকেন। হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি সংক্রমণ থাকলে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করতে হয়। আবার আলসার, পিত্তথলির রোগ বা অগ্ন্যাশয়ের সমস্যা থাকলে তার চিকিৎসাও সম্পূর্ণ আলাদা। তাই নিজের মতো করে মাসের পর মাস ওষুধ খাওয়ার বদলে রোগের সঠিক কারণ নির্ণয় করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কী কী পরীক্ষা প্রয়োজন

সব রোগীর ক্ষেত্রে এন্ডোস্কোপি করার দরকার হয় না। রোগীর বয়স, উপসর্গ এবং ঝুঁকির কারণ বিবেচনা করে চিকিৎসক সিদ্ধান্ত নেন। প্রয়োজনে করা হতে পারে এন্ডোস্কোপি, হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি পরীক্ষা, রক্ত পরীক্ষা, আল্ট্রাসনোগ্রাফি অথবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা।

কেন বাড়ছে এই সমস্যা

বর্তমান জীবনযাত্রাই অনেকাংশে এর জন্য দায়ী। অনিয়মিত খাবার, অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড, রাত জেগে কাজ, মানসিক চাপ এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাব - সব মিলিয়ে অম্বল ও বদহজমের প্রকোপ বাড়ছে। এছাড়া ধূমপান, মদ্যপান, স্থূলতা, অতিরিক্ত চা-কফি, ব্যথার ওষুধের দীর্ঘদিনের ব্যবহার এবং রাতের খাবার খেয়েই শুয়ে পড়ার অভ্যাসও এই সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

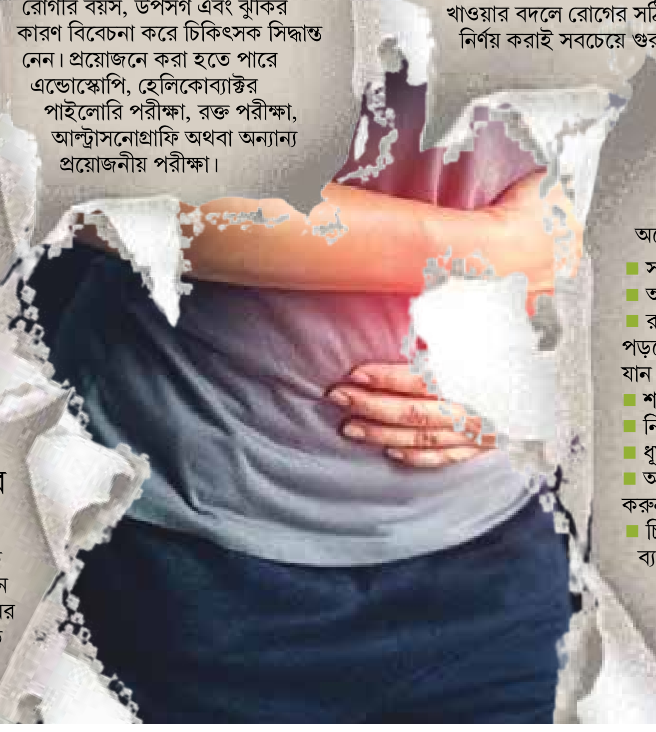

কখন বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখবেন?

মাঝে মাঝে অম্বল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যদি সপ্তাহে দুই বা তার বেশিদিন বুক জ্বালা হয়, কয়েক সপ্তাহ ধরে বদহজমের সমস্যা থাকে বা বারবার অ্যান্টাসিড খেতে হয়, তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

কীভাবে নিজেকে সুরক্ষিত রাখবেন?

কিছু সাধারণ অভ্যাস আপনার ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে দিতে পারে। যেমন-

- সময়মতো ও পরিমিত খাবার খান।
- অতিরিক্ত তেল, ঝাল ও ভাজাভুজি কম খান।
- রাতের খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়বেন না, অন্তত ২-৩ ঘণ্টা পরে ঘুমোতে যান।
- শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
- নিয়মিত হাঁটা বা ব্যায়াম করুন।
- ধূমপান ও মদ্যপান ত্যাগ করুন।
- অতিরিক্ত চা, কফি ও সফট ড্রিংক সীমিত করুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া দীর্ঘদিন ব্যথার ওষুধ খাবেন না।
- পর্যাপ্ত ঘুম এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করুন।

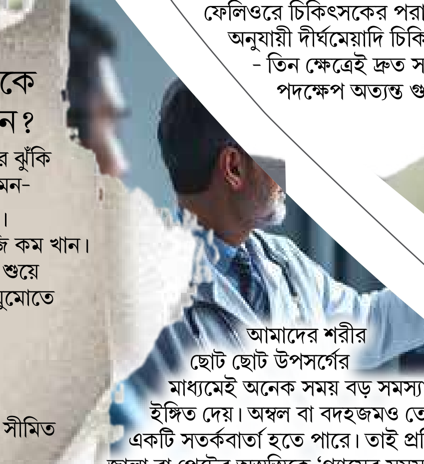

আমাদের শরীর ছোট ছোট উপসর্গের মাধ্যমেই অনেক সময় বড় সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। অম্বল বা বদহজমও তেমনই একটি সতর্কবার্তা হতে পারে। তাই প্রতিবার বুক জ্বালা বা পেটের অস্বস্তিকে 'গ্যাসের সমস্যা' বলে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং সঠিক চিকিৎসায় ভালো থাকে। তবে দীর্ঘদিন উপসর্গ চলতে থাকলে বা বিপদের লক্ষণ দেখা দিলে অবশ্যই দেরি না করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। কারণ, সময়মতো রোগ নির্ণয় হলে খাদ্যনালির ক্ষতি, আলসার, এমনকি অনেক ধরনের ক্যানসারও প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়ে এবং সফলভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব।

মনে রাখবেন, অ্যান্টাসিড সাময়িক আরাম দিতে পারে, কিন্তু রোগের কারণ দূর করতে পারে না। সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় এবং উপযুক্ত চিকিৎসাই দীর্ঘমেয়াদি সুস্থতার চাবিকাঠি।

তিন হৃদরোগ আলাদা বিপদ

সকালে হাঁটতে বেরিয়ে ৫৫ বছর বয়সি অরুণ মুখোপাধ্যায়ের হঠাৎ বুকে চাপ ধরল। সঙ্গে ঘাম, শ্বাসকষ্ট, ব্যথা ছড়িয়ে গেল হাতে। অন্যদিকে, ৪০ বছর বয়সি সৌরভ মজুমদার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই আচমকা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কোনও সাড়া নেই, স্বাভাবিক শ্বাসও নেই। এদিকে, ৬৫ বছর বয়সি মীনা সেনের বেশ কিছুদিন ধরেই অল্প হাঁটলেই হাঁফ ধরে, পা-গোড়ালি ফুলে থাকে, রাতে শুতে গেলেও শ্বাসকষ্ট হয়।

তিনজনেরই সমস্যা হৃদযন্ত্রে। কিন্তু তিনটি পরিস্থিতি এক নয়। হার্ট অ্যাটাক, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এবং হার্ট ফেলিওর - শব্দগুলি প্রায়ই একই অর্থে ব্যবহার করা হলেও চিকিৎসাবিজ্ঞানে এদের অর্থ ও পরিস্থিতি আলাদা। কার্ডিওভাসকুলার সার্জন ডাঃ কৌশল পান্ডে সম্প্রতি এই ভুল ধারণার কথাই তুলে ধরে বলেছেন, তিনটি অবস্থা আসলে একেবারেই আলাদা।

হার্ট অ্যাটাক : হার্টের পেশিতে রক্ত পৌঁছায় না

হার্টের পেশিতে রক্ত পৌঁছে দেয় করোনারি আর্টারি। কোনও কারণে সেখানে রক্তপ্রবাহ বাধা পেলে হার্টের একটি অংশ পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায় না। দ্রুত চিকিৎসা না হলে সেই অংশের হার্টের পেশির ক্ষতি হতে শুরু করে। এটাই হার্ট অ্যাটাক। অর্থাৎ এটি প্রধানত রক্তপ্রবাহ বা সার্কুলেশনের সমস্যা।

লক্ষণ

বুকে চাপ, ব্যথা বা ভারী লাগা, ব্যথা হাত, কাঁধ, ঘাড়, চোয়াল বা পিঠে ছড়িয়ে পড়া, শ্বাসকষ্ট, ঘাম, বমি বমি ভাব, অস্বাভাবিক দুর্বল বা ক্লান্ত লাগা।

তবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে লক্ষণ একরকম নাও হতে পারে। মহিলা, বয়স্ক ব্যক্তি এবং ডায়াবিটিসে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে তীব্র বুক ব্যথার বদলে তুলনামূলক মৃদু বা অন্য ধরনের উপসর্গও দেখা দিতে পারে।

কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট : হঠাৎ থেমে যায় পাম্পিং

কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক ছন্দ হঠাৎ বিগড়ে যায়। ফলে হৃদযন্ত্র ঠিকমতো শরীরে রক্ত পাম্প করতে পারে না। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি আচমকা অচেতন হয়ে পড়েন, স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নেন না বা শুধু হাঁসফাঁস করতে থাকেন।

লক্ষণ

আচমকা মাটিতে পড়ে যাওয়া, জ্ঞান হারানো বা কোনও সাড়া না দেওয়া, স্বাভাবিক শ্বাস না থাকা, হৃৎস্পন্দন না থাকা।

এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত জরুরি চিকিৎসা সাহায্য চাওয়া, প্রশিক্ষণ থাকলে সিপিআর শুরু করা এবং সম্ভব হলে ডিফিব্রিলেটর ব্যবহার করা জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ।

হার্ট ফেলিওর : হার্ট চলছে, কিন্তু যথেষ্ট রক্ত পাম্প করতে পারছে না

হার্ট ফেলিওর শুনে অনেকেই ভাবেন, হার্ট বুঝি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আদতে তা নয়। হার্ট ফেলিওর এমন এক অবস্থা, যখন হৃদযন্ত্র শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত কার্যকরভাবে পাম্প করতে পারে না।

ডাঃ পান্ডের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, হার্টের পেশির ক্ষতি হওয়া, ভালভের সমস্যা বা অন্য কোনও হৃদরোগের কারণে হার্টের পাম্প করার ক্ষমতা কমে যেতে পারে। ফলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে প্রয়োজনমতো রক্ত পৌঁছে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এভাবেই ধীরে ধীরে হার্ট ফেলিওরের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

লক্ষণ

অল্প পরিশ্রমেই শ্বাসকষ্ট, পা বা গোড়ালি ফুলে যাওয়া, দীর্ঘদিন ধরে ক্লান্তি, শুয়ে থাকলে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়া।

হার্ট ফেলিওর অনেকসময় ধীরে ধীরে হয়ে থাকে। তাই শ্বাসকষ্ট বা অতিরিক্ত ক্লান্তিকে অনেকে বয়স, শরীরচর্চার অভাব কিংবা গ্যাসের সমস্যা ভেবে এড়িয়ে যান।

তিনটির মধ্যে যোগসূত্র কোথায়

মুম্বই সেন্ট্রালের ওয়কহার্ট হাসপাতালের কনসালট্যান্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিয়োলজিস্ট ডাঃ পারিন সাংগোইয়ের মতে, এই তিনটি অবস্থা আলাদা হলেও তাদের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে।

গুরুতর হার্ট অ্যাটাক → হার্টের পেশির ক্ষতি → কিছু ক্ষেত্রে পাম্প করার ক্ষমতা কমে গিয়ে হার্ট ফেলিওর।

অবস্থা	মূল সমস্যা	কীভাবে বোঝা যায়
হার্ট অ্যাটাক	হার্টে রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত	বুকে চাপ/ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, ঘাম
কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট	হার্টের বৈদ্যুতিক কার্যকলাপে মারাত্মক গোলমাল	হঠাৎ অচেতন, স্বাভাবিক শ্বাস নেই
হার্ট ফেলিওর	হার্ট যথেষ্ট রক্ত পাম্প করতে পারছে না	ধীরে ধীরে শ্বাসকষ্ট, পা ফোলা, ক্লান্তি

আবার গুরুতর হার্ট অ্যাটাকের সময় হার্টের ছন্দে বিপজ্জনক গোলমাল তৈরি হয়ে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টও হতে পারে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্রত্যেক হার্ট অ্যাটাক কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে গড়ায় না।

তাই তিনটি শব্দকে আর এক করে দেখবেন না। হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে দ্রুত রক্তপ্রবাহ ফিরিয়ে আনা, কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে দ্রুত সিপিআর ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে ডিফিব্রিলেশন এবং হার্ট ফেলিওরে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা - তিন ক্ষেত্রেই দ্রুত সঠিক পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

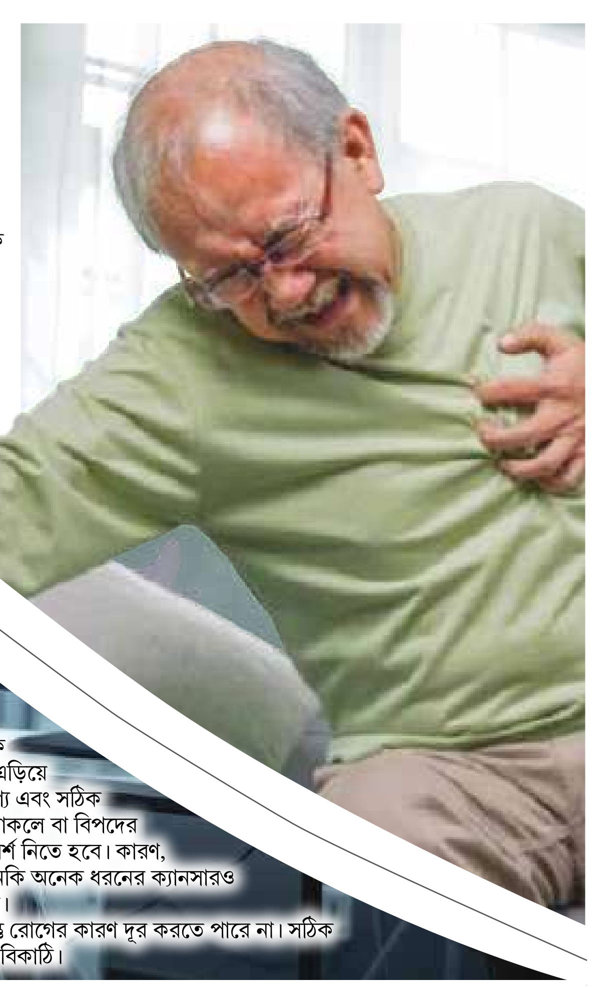

মনে রাখবেন

হার্ট অ্যাটাক
রক্তপ্রবাহের সমস্যা

কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট
হৃদযন্ত্রের ছন্দের সমস্যা

হার্ট ফেলিওর
রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা কমে যাওয়া

উত্তম স্মরণ

মহানায়ক উত্তমকুমার বাঙালির আবেগের এক অনন্ত অধ্যায়। সময়ের স্রোত বয়ে যায়, প্রজন্ম বদলে যায়, কিন্তু মহানায়ক উত্তমকুমারের জনপ্রিয়তা আজও অমলিন। বাঙালির স্বপ্ন, ভালোবাসা ও আবেগের প্রতীক। মহানায়ক আজও বেঁচে আছেন আপামর বাঙালির হৃদয়ে, স্মৃতিতে ও ভালোবাসায়। তাই তাঁর প্রয়াণ দিবসে মহানায়ক উত্তমকুমারের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্মরণে মালদা জেলা সাংস্কৃতিক পরিচালন কমিটি পরিকল্পনা ও আয়োজনে জেলা সংস্কৃতি সদনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সঞ্চালনায় ছিলেন তুহিনকুমার সরকার ও নবনীতা সরকার। সম্মাননা জানানো হয় নাট্যব্যক্তিত্ব সুদীপ্ত চৌধুরী, রথীন চাকী ও শশাঙ্ক শেখর পালকে।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

বইটই

কলম চলছে

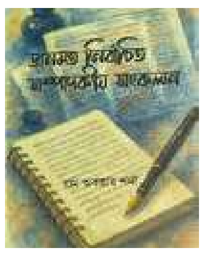

রাম অবতার শর্মা। উত্তরের চা শিল্পে জড়িত এক খুব পরিচিত নাম। চা বাগানে মন দিয়ে কাজের বাইরে লেখালেখিটাও খুবই ভালোবাসেন। বাংলা, হিন্দি, নেপালি এবং ইংরেজিতে চা নিয়ে বেশ কয়েকটি বই রয়েছে। বিভিন্ন জনজাতির ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে নিরলস চর্চায় মগ্ন। হাজার ব্যস্ততার মাঝেও জনমত পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। সম্পাদকের দায়িত্ব কম নয়। অন্যের লেখা সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব তো থাকেই, পত্রিকার তরফে পাঠকদের বার্তা দেওয়ার কাজটাও বড়। এই সূত্রে প্রচুর লেখালেখি করেছেন। সম্পাদকীয় হিসেবে তাঁর সেই সমস্ত লেখালেখি নিয়েই লেখকের **জনমত নির্বাচিত সম্পাদকীয় সংকলন**। চা তো বটেই, রাজনীতি থেকে দেশভাগ, বেকারত্ব থেকে শিল্পনীতি, লেখকের কলম সমস্ত ক্ষেত্রেই সাবলীল।

হাসির আড়ালে

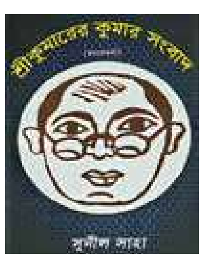

১৯৭২ সাল থেকে নানা পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করে চলেছেন সুনীলকুমার সাহা। সেই বছরই প্রথম হাত রম্যরচনায়। 'সাহিত্যপত্র নবলিপি'র প্রথম সংখ্যা সেই চেষ্টার সাক্ষী। শ্রীকুমার ছদ্মনামে লিখতেন। একই নামে অন্য বেশকিছু পত্রিকাতেও রম্যরচনা লিখেছেন। মন ভালো করা সেই সমস্ত লেখার কয়েকটিকে নিয়ে সুনীলের রম্যরচনা সংকলন **শ্রীকুমারের কুমার সংবাদ (রম্যরচনা)** সবমিলিয়ে ১৮টি লেখা এই সংকলনে ঠাঁই পেয়েছে। রোজকার জীবনের কষ্টগুলি থেকেও কত সহজে মন ভালো রাখার নির্যাস বের করে আনা সম্ভব তা সুনীলের এই লেখাগুলিতেই স্পষ্ট। জীবনে বহু লেখাই লিখেছেন। পাঠকদের জন্য এ ধরনের আরও লেখা লিখতে চান।

অণুগল্পের ডালি

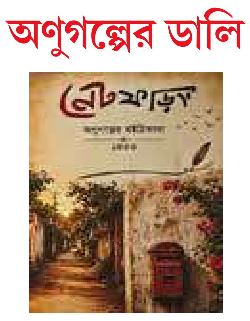

ছোট্ট ছোট্ট গল্প অনেকেরই প্রিয়। নেটফড়িং বিষয়টি খুব ভালো করেই জানে। তাই ২০২২ সালে তারা প্রকাশ করেছিল অণুগল্পের বইঠিকানার প্রথম বই। পাঠকরা দারুণভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়েই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে **অণুগল্পের বইঠিকানার দ্বিতীয় বই**। ১৮ পৃষ্ঠার ছোট্ট বইটিতে ঠাঁই পেয়েছে ১৬টি অণুগল্প। লিখেছেন অমিতাভ চক্রবর্তী, অরিত্র কর্মকার, শংকর হালদারের মতো অনেকে। বিক্রম শীলের সম্পাদনায় নেটফড়িং পাঠকদের চাহিদা কানায় কানায় পূর্ণ করতে বহুদিন ধরেই লড়ে চলেছে। অণুগল্প নিয়ে তাদের সাম্প্রতিকতম উদ্যোগেও সেই চেষ্টারই প্রতিফলন বইটির পাতায় পাতায়।

বন্ধুত্ব উদযাপন

শিলিগুড়ি থিয়েটার আকাদেমির ভিন্ন স্বাদের দুটি নতুন নাটক 'অসমাপ্ত বৃত্ত' এবং 'বন্ধু হে আমার'। দুটি নাটকের বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে 'বন্ধুত্ব'। এখানে বন্ধুত্বের দুটি বয়সকে নিয়েই নাট্যকার কুন্তল ঘোষ দুটি নাটক লিখেছেন। একটি জীবনের প্রথম পর্বের এবং অন্যটি জীবনের শেষ পর্বের সময়কে নিয়ে। তবে দ্বন্দ্ব ও পরিবেশনার নিরিখে দুটি নাটকই সম্পূর্ণ আলাদা মেরুর। এই নাট্য সংস্থার একান্ত আপনজন প্রয়াত নরেশ দাসের স্মরণে সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে এই দুই নাটকের প্রথম প্রযোজনা হল।

'বন্ধু হে আমার' নাটকটি অনেকাংশেই নিরীক্ষাধর্মী ও মনস্তাত্ত্বিক কাজ। নাট্যকার ও নির্দেশক কুন্তল ঘোষ এখানে একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের জাল বুনেছেন। একটি কাল্পনিক ঘটনার ওপর ভর করে মানুষের অন্তর্নিহিত একঘেয়েমি ও তা থেকে মুক্তির অভিনব প্রয়াসকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই নাটকের সবচেয়ে বড় সম্পদ টানটান অভিনয় ও মঞ্চে অভিনেতাদের গতিময়তা। নাট্যকার নিজে এবং সহ অভিনেতা সুব্রত চক্রবর্তীর দ্বৈত অভিনয় অনবদ্য। তাঁদের কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গি ও শারীরিক অভিনয় ছিল অত্যন্ত পরিশীলিত ও উচ্চমানের। এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক নাটকে আবহ সংগীতের একটি বিশাল ভূমিকা থাকে। বন্ধুত্বের এই গভীর আখ্যানে আবহ সংগীতের আবেদন আরও নস্টালজিক করার সুযোগ রয়েছে।

টানটান।। *শিলিগুড়ি থিয়েটার অ্যাকাডেমি প্রযোজিত 'অসমাপ্ত বৃত্ত' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

'অসমাপ্ত বৃত্ত' মূলত বন্ধুত্বের এক ব্যতিক্রমী ও চরম পরিণতিমুখী আখ্যান। নাটকের প্রারম্ভে যবনিকার সামনে দুই বন্ধুর ফেলে আসা অতীত ও দীর্ঘ ৩০ বছর পর পুনর্মিলনের যে প্রত্যাশা তৈরি হয়, তা পর্দা ওঠার পর এক রূঢ় বাস্তবতায় এসে ধাক্কা খায়। একজন ছদ্মবেশী সিআইডি অফিসার এবং অন্যজন আন্তর্জাতিক মাফিয়া— বন্ধুত্বের এই তীব্র বৈপরীত্য এবং ন্যায়প্রতিষ্ঠার তাগিদে বন্ধুকে গ্রেপ্তারের ছক— সব মিলিয়ে একটি চমৎকার থ্রিলারধর্মী আবহ তৈরি করে। শেষলগ্নে মাফিয়া বন্ধুর আত্মহনন নাটকের ট্র্যাজিক দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছে।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে অনিমেষের চরিত্রে দেবাঞ্জন বেশ সাবলীল। সুনীলের চরিত্রে রাহুল আর একটু স্বচ্ছন্দ হলে আরও প্রাণবন্ত হবেন। ইনস্পেকটর বোস চরিত্রে অরূপতন এবং ঊষার চরিত্রে অর্পিতা যথেষ্ট পরিণত অভিনয় করেছেন। নাটকের সংলাপ দর্শকদের মনে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে। দুই বন্ধুর ফেলে আসা শৈশবের স্মৃতিগুলো কেবল সংলাপে আবদ্ধ না রেখে আরও আকর্ষণীয় করার সুযোগ রয়েছে। নাটকে সকালবেলার পার্কের দৃশ্যের আলো আরও বাস্তবানুগ হওয়া প্রয়োজন। সার্বিকভাবে বলতে গেলে, শিলিগুড়ি থিয়েটার অ্যাকাডেমির এই জোড়া প্রযোজনা বিষয় ভাবনার দিক থেকে অত্যন্ত সময়োপযোগী। মনোগ্রাহী দুটি নাটক উপহার দেওয়ার জন্য শিলিগুড়ির নাট্যমঞ্চের অল রাউন্ডার কুন্তল ঘোষের নিষ্ঠাকে অবশ্যই কুর্নিশ করতে হবে।

–ছন্দা দে মাহাতো

বীরাঙ্গনা স্মরণ

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বহু নারীর অবদান আজও আড়ালে রয়ে গিয়েছে। ইতিহাসের স্তরে চাপা পড়ে থাকা সেইসব বীরাঙ্গনার জীবনকথাকেই নতুনভাবে তুলে ধরল মালদার বিপিনবিহারী ঘোষ টাউন হলে আয়োজিত নান্দনিক সৃজনের বার্ষিক শ্রুতি সমারোহ ২০২৬। গবেষণামূলক শ্রুতিনাটক 'অথ বীরাঙ্গনা কথা'র মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর আত্মত্যাগ, সাহস ও সংগ্রামের ইতিহাসকে দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করা হয়।

সংস্থার কর্ণধার রত্না দাসের পরিচালনায় মঞ্চস্থ এই শ্রুতিনাটকে অংশ নেন ১৬ জন শিল্পী। তাঁদের সাবলীল বাচনভঙ্গি ও অভিনয় শ্রোতা ও দর্শকদের মুগ্ধ করে। ভেলুনাচিয়ারের চরিত্রে দীপান্বিতা দাস, কুয়িলির চরিত্রে অতসী বাগচী, আজিজুন বাইয়ের চরিত্রে রুনা লায়লা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের চরিত্রে জুমেলী সরকার এবং নীরা আর্যার চরিত্রে স্বয়ং রত্না দাস উল্লেখযোগ্য অভিনয় উপহার দেন। সরস্বতী রাজমণির চরিত্রে ইন্দ্রাণী সরকার এবং মীরার চরিত্রে শিশুশিল্পী আলিজা রহমানও প্রশংসিত হন।

সহযোগী শিল্পী হিসেবে অংশ নেন প্রবাল লালা, কল্যাণ সরকার, সুরজিৎ রায়, সত্যজিৎ সাহা, তুহিনকুমার সরকার ও বিশালকুমার যাদব। সংগীতে আশিস বর্মন, দীপান্বিতা চৌধুরী ও মনীষা সাহার পরিবেশনা এবং হ্যানসনিক ও সিন্থেসাইজারে কৌশিক রায় ও পার্থ দে-র যুগলবন্দি নাটকের আবেগকে আরও সমৃদ্ধ করে। সপ্তাশ্ব দাসের শব্দ প্রক্ষেপণ ও পার্থ দে-র আবহ অনুষ্ঠানকে পূর্ণতা দেয়।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কবির একক ও সমবেত কবিতা পরিবেশন করে একঝাঁক কচিকাঁচা। পাশাপাশি সুরথ দত্ত রায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায় ও বিদ্যুৎ কর্মকারকে প্রদান করা হয় 'নান্দনিক সৃজন সম্মান ২০২৬'। সংঘমিত্রা পালের সঞ্চালনায়, প্রধান উপদেষ্টা অপূর্বকুমার দাস ও অভিভাবকদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সার্বিক সাফল্য লাভ করে।

–সৌকর্য সোম

স্বপ্নের উড়ান

কোচবিহারের নাট্যচর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করল স্বপ্ন উড়ান নাট্যদলের সাম্প্রতিক আয়োজন। রবীন্দ্র ভবনের মঞ্চে গত ৯ অগাস্ট নাট্যকার সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের 'এখানে থেমো না' নাটকের ষষ্ঠতম প্রদর্শন দর্শকদের উপহার দিল এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। নির্দেশক স্বপ্নদ্বীপ সেনগুপ্ত নাটকটির বিভিন্ন দৃশ্যকে পদ্যছন্দের বিন্যাসে সাজিয়ে একটি স্বতন্ত্র নাট্যভাষা নির্মাণের চেষ্টা করেছেন।

এক সাধারণ নারীর অসাধারণ হয়ে ওঠার কাহিনী, প্রেম, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি এবং জিঘাংসার বহুমাত্রিক প্রকাশ নাটকটিকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। মঞ্চজুড়ে চরিত্রের নানা রূপান্তর দর্শকদের ভাবনার জগতে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। সমুদ্রনীল, চন্দ্রাণী ঘোষাল এবং মানসনন্দন চক্রবর্তীর অভিনয় নাটকের শক্তিকে আরও উজ্জ্বল করেছে। পাশাপাশি শুভজিৎ দত্তগুপ্তের পরীক্ষামূলক আলোর ব্যবহার এবং আবহের সংযত ও কৌশলী প্রয়োগ প্রযোজনাটিকে প্রশংসনীয় উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

স্বপ্ন উড়ান আয়োজিত এই নাট্য উৎসবের সূচনা হয়েছিল ৮ অগাস্ট। প্রথম দিন আমন্ত্রিত দল সুহৃদ বহরমপুর হরপ্রসাদ দাসের নির্দেশনায় এবং প্রান্তিক দত্তের সম্পাদনায় জটিলেশ্বর রচিত 'দিশারী' মঞ্চস্থ করে। একই দিনে আয়োজক দলের পুরোনো প্রযোজনা আতিকুর রহমান সুজন সম্পাদিত ও নির্দেশিত 'চন্দ্রাবতীর পালা'ও দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত হয়। উল্লেখযোগ্য এই নাট্য উৎসবের আর্থিক সহযোগিতায় ছিল পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমি।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

বই প্রকাশ

কিছুদিন আগে ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের তিনদিবসীয় অখিল ভারতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন বেঙ্গালুরুর গুরুজি শ্রীশ্রী রবিশঙ্করজির আর্ট অফ লিভিং-এর সভাগৃহে প্রকাশিত হল উত্তরবঙ্গ প্রান্ত দ্বারা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি 'নমামি ভারত' নামক গ্রন্থটি। বইটি প্রকাশ করেন ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের অখিল ভারতীয় সভাপতি সচ্চিদানন্দ যোশি, সম্পাদক ভরত শরণ সিংহ, বিশিষ্ট ভারত-বিদ্যা বিশারদ রামচন্দ্র ভট্ট, ভারতীয় জ্ঞান সম্পদার তাত্ত্বিক, গবেষক-লেখক নারায়ণ প্রসাদ। মঞ্চে ছিলেন বইটির সম্পাদক ডঃ অমরচন্দ্র কর্মকার সহ উত্তরবঙ্গ প্রান্ত টোলির কাজলকুমার কুণ্ডু, ডঃ দেবব্রত মিশ্র, দীপক নেওপানি, ভীম কৈরালা এবং দীপকরজত দাস।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

মুগ্ধতার নৃত্যভাষা

দীনবন্ধু মঞ্চে ওড়িশি নৃত্যের এক অভূতপূর্বক প্রদর্শন দেখল শিলিগুড়ি। ওড়িশি নৃত্যের মৌলিক ভঙ্গিমা ত্রিভঙ্গি ও চৌক, মুদ্রা-হস্তক, তাল-লয়, অভিনয়ের ব্যাকরণ মেনে এবং ঘরানার শৈলীগত স্বাক্ষর রেখেও কীভাবে একজন শিল্পী স্বাধীন ও সৃষ্টিশীল হয়ে উঠতে পারেন তা চোখের সামনে দেখিয়ে গেলেন বিদূষী ডঃ সুজাতা মহাপাত্র। অনুষ্ঠান ছিল ডঃ দৃপ্তা মুখার্জি চক্রবর্তীর শাস্ত্রীয় চর্চাকেন্দ্র অনুরণন–এর। আর এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে এসেছিলেন সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত ওড়িশি নৃত্যের কিংবদন্তি শিল্পী কেলুচরণ মহাপাত্রের অন্যতম প্রধান শিষ্য ও উত্তরসূরি তথা পুত্রবধূ সুজাতা। পদ্মবিভূষণ গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে অনুকিরণ শীর্ষকে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তাঁর নিবেদন ছিল বিষ্ণু বন্দনা মঙ্গলাচরণ শান্তাকারম, হংসধ্বনি পল্লবী এবং রামায়ণের সীতাহরণ। লক্ষণ গণ্ডি কেটে দিয়েছেন। এই গণ্ডির বাইরে বেরোতে নিষেধ করে গিয়েছেন। সীতা নিষেধ না মেনে সাধু সেজে আসা রাবণকে ভিক্ষা দিতে বেরুলেন। রাবণ নিজমূর্তি ধারণ করে সীতাকে হরণ করে রথে বসিয়ে লঙ্কায় নিয়ে গেলেন। চোখ চেয়ে দেখার মতো সে এক অনন্য নৃত্যভাষা। এ শহরে ৬০ থেকে ৬৫টি নাচের স্কুল রয়েছে। দু'-চারটি নিবিড় অনুশীলনের চর্চাকেন্দ্র বাদ দিয়ে এ শহরে নাচ যে কী ভয়ংকর তেজে চলে তা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেলেই বোঝা যায়। আর সে কারণেই বহুদিন পর দৃপ্তার এই আয়োজনকে এ শহর বহুদিন আলাদা করে মনে রাখবে।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় নৃত্যচর্চা কেন্দ্রের ওড়িশি নৃত্যশিল্পীদের মহাকবি কালিদাস রচিত বিখ্যাত সংস্কৃত স্তোত্র মাণিক্য বীণাম উপলালয়ন্তীংমদালসাং দিয়ে। এটি মাতঙ্গী সরস্বতীর স্তোত্র। নজর কেড়েছে কত্থক নৃত্যশিল্পীদের ললিতলবঙ্গলতা ও ওড়িশি নৃত্যশিল্পীদের দশাবতার। ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলিতকোমলমলয়সমীরে... হল কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম' কাব্যের একটি পদ। এটি ওড়িশি নৃত্যশিল্পীদের একটি পছন্দের পদ। এই পরিবেশনায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজ গোপিকাদের মধুর ও রোমাঞ্চকর লীলা দেখা যায়। ঈপ্সিতা চক্রবর্তীর ভরতনাট্যম পরিবেশনাও দর্শকদের মনে বিশেষ জায়গা করে নেয়।

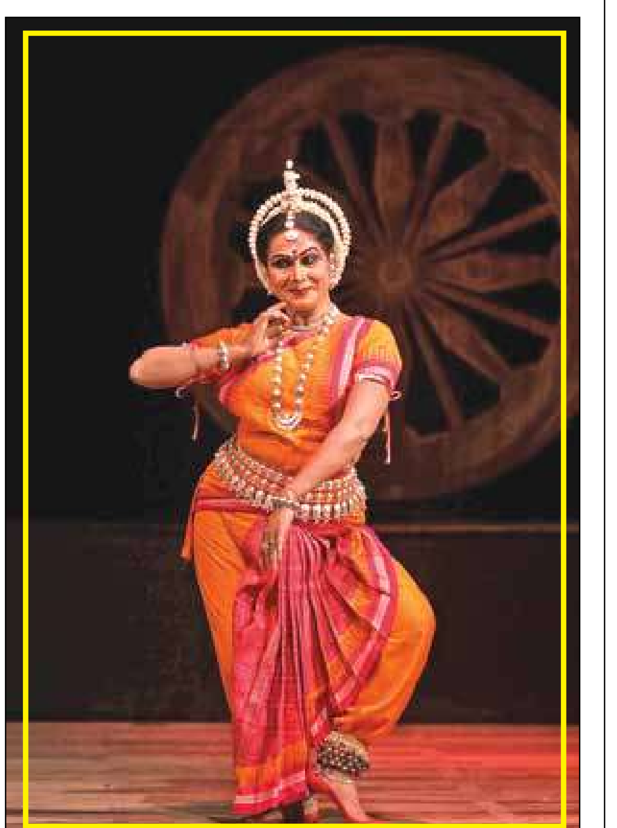

শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে নৃত্য পরিবেশনায় ডঃ সুজাতা মহাপাত্র।

এই অনুষ্ঠানে অনুরণনের কর্ণধার দৃপ্তার নিবেদন ছিল জয়দেবের গীতগোবিন্দমের পদ চন্দনচর্চিত-নীলকলেবর-পীতবসন-বনমালী। বসন্তকালে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ চন্দনচর্চিত নীল শরীরে পীতবস্ত্র এবং বনমালা পরিধান করে গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করছেন। তাঁর কানের রত্নখচিত কুণ্ডল নাচের ছন্দে দুলতে দুলতে গণ্ডদেশকে অলঙ্কৃত করছে। আর তাঁর মুখে বিরাজ করছে এক অপূর্ব মৃদু হাসি। এই প্রেমময় ভাষ্যকে অনবদ্য শরীরী ভাষায় মঞ্চে ফুটিয়ে তোলেন দৃপ্তা। দেখে বোঝা যায় নাচ তাঁর রক্তে আছে, আর সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে অন্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নৃত্যগুরু সংগীতা চাকি, সহেলি বসু ঠাকুর, পল্লব বসু, আশিস চক্রবর্তী, ইতিকণা চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠান সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন স্বনামখ্যাত বাচিকশিল্পী অমিতাভ ঘোষ ও সুমিতা দত্ত।

– ছন্দা দে মাহাতো

মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

কোচবিহার জার্নালিস্টস ক্লাবের উদ্যোগে কিছুদিন আগে কোচবিহারের রেডক্রস সোসাইটি ভবনে দ্বাদশ দ্বিবার্ষিকী সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত হল এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সন্তোষকুমার দে সরকার, গোকুল সরকার, সুবীরকুমার দাস, অশোককুমার ঠাকুর-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন নুরজাহান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৌসুমি গুহ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সঞ্জয় সোম, রজনীকান্ত বর্মন, মিতালি চট্টোপাধ্যায়, সজল চন্দ, প্রাণেশ পাল, শিশির নিয়োগী, শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, শুভেন্দুকুমার সরকার, সুনীল সাহা ও তরুণকুমার দাস সহ অনেকে। অনুষ্ঠানে সংগীতশিল্পী সাহেরা খাতুন এবং সাহিত্যসাধক অমল চক্রবর্তী, দীপঙ্কর ঘোষ, কবি সুশীল রায় কর্মকার ও সমীর পালকে স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। ২২ জন কবির অংশগ্রহণে স্বরচিত কবিতা পাঠ ছিল অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ। কবি ও সাহিত্যিকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সঞ্চালনায় ছিলেন নৃপেন ভট্টাচার্য।

–সমীর পাল

স্বর্ণালি আয়োজন

শিলিগুড়ির ইচ্ছে বাড়িতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল এক বহুভাষিক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। 'সানঝা সফর'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শহরের বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ একত্রিত হয়েছিলেন। বিশেষভাবে চোখে পড়ে তরুণ প্রজন্মের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। সদ্য কলেজে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়ুয়াদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে অন্য মাত্রা দেয়।

ওপেন মাইক, কবিতা, শায়েরি, জীবনের অভিজ্ঞতা এবং মনের কথার অকপট আদানপ্রদানে সন্ধ্যাটি হয়ে ওঠে ব্যতিক্রমী। 'সানঝা সফর', যার বাংলা অর্থ একসঙ্গে জীবনের যাত্রা, সেই ভাবনাকেই যেন নতুনভাবে তুলে ধরেছিল এই আয়োজন।

হিন্দি কবিতা পাঠে অংশ নেন পার্বতী দেওয়াং, গীতা দেওয়াং, হেমা দেওয়াং, দেবিকা রাই, ভাস্কর শর্মা, সংগীতা পাল প্রমুখ। বাংলা কবিতা পাঠ করেন শুভ্রদীপ রায়, সৌরভ মজুমদার, অরিন্দম ঘোষ ও শিপ্রা পাল। সানঝা সফরের সদস্যদের সুচারু সঞ্চালনায় ভিন্ন ধারার এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও বর্ণিল।

–সম্পা পাল

বন্যার দুঃস্মৃতি

প্রায় ৫৮ বছর আগে তিস্তার ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত হয়েছিল জলপাইগুড়ি শহর ও শহরতলী। সেই স্মৃতিকে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছিলেন প্রয়াত কথাসাহিত্যিক অরুণ নিয়োগী। ১৯৬৮ সালের সেই ভয়াল বন্যার পটভূমিতে রচিত তাঁর উপন্যাস 'রাক্ষসী তিস্তা'র দ্বিতীয় সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হল জলপাইগুড়ি স্টুডেন্টস হেলথ হোমে। মালদার একটি বই প্রকাশনা সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লেখক উমেশ শর্মা, কবি অমিতকুমার দে ও গৌতম গুহরায়, প্রাবন্ধিক সুশান্ত চৌধুরী, লেখকের বোন শেফালী সরকার এবং ছেলে দিব্যজ্যোতি নিয়োগী। সাহিত্য ও স্মৃতির মেলবন্ধনে অনুষ্ঠানটি অন্যরকম হয়ে ওঠে।

–পূর্ণেন্দু সরকার

সুরের আলোয়।। *মালদা টাউন হলে সুর তাল ছন্দ-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা ও ধ্রুপদি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। উদ্বোধনে ছিলেন নিতাইচন্দ্র দাস, ডাঃ ডি সরকার, মলয়রঞ্জন সাহা। অতিথি শিল্পী শেলী দাস ও সুপ্রিয়া মণ্ডলের উপস্থিতিতে সংস্থার প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, তবলা ও গিটার পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে।–সৌকর্য সোম*

বর্ণিল সুরসন্ধ্যা

আকাশবাণী শিলিগুড়ির জন্মদিন এবং বন্দে মাতরম-এর ১৫০ বছরকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটির অভিজ্ঞতা সাধারণ দর্শকদের কাছে নিছক একটি অনুষ্ঠান দেখার অভিজ্ঞতা নয়, বরং ছিল এক অনির্বাচনীয় আবেগের স্পর্শ। অনুষ্ঠানের সূচনাতেই সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত 'বন্দে মাতরম' গীতি— মুহূর্তেই যেন প্রেক্ষাগৃহের আবহ বদলে দিয়েছিল। একসঙ্গে উচ্চারিত সম্মিলিত সুরে দেশপ্রেম, ইতিহাস ও মাটির টান মিলেমিশে এক গভীর শিহরণ জাগাল মনে। মনে হচ্ছিল, অসংখ্য কণ্ঠের সেই সম্মিলিত উচ্চারণে যেন অতীত ও বর্তমান একই সূত্রে বাঁধা পড়েছে।

এরপর একে একে একক ও সমবেত নৃত্য, কবিতা ও অন্যান্য মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা— প্রতিটি পর্বেই ছিল শিল্পের পরিশীলিত ছোঁয়া। বিশেষত সমবেত তবলার ঝংকার যেন মুহূর্তের জন্য সকলকে এক সুরের বন্ধনে বেঁধে দিল। তাল-লয়ের সেই অনুরণনে দর্শকাসনেও অনুভূত হচ্ছিল এক অদ্ভুত উচ্ছ্বাস। আর অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্বে 'দেবী চৌধুরানী'-র নাট্যরূপায়ণ ছিল যেন সমগ্র আয়োজনের মুকুটমণি। ইতিহাস, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য ও নাট্যের এমন সুন্দর সমন্বয়ে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল সত্যিই অনবদ্য। কিছু কিছু সন্ধ্যা কেবল শেষ হয়ে যায় না; তার আবেশ, তার শিল্প-সৌন্দর্য দীর্ঘদিন মনের গভীরে অনুরণিত হতে থাকে।

– নন্দিতা মজুমদার ভট্টাচার্য

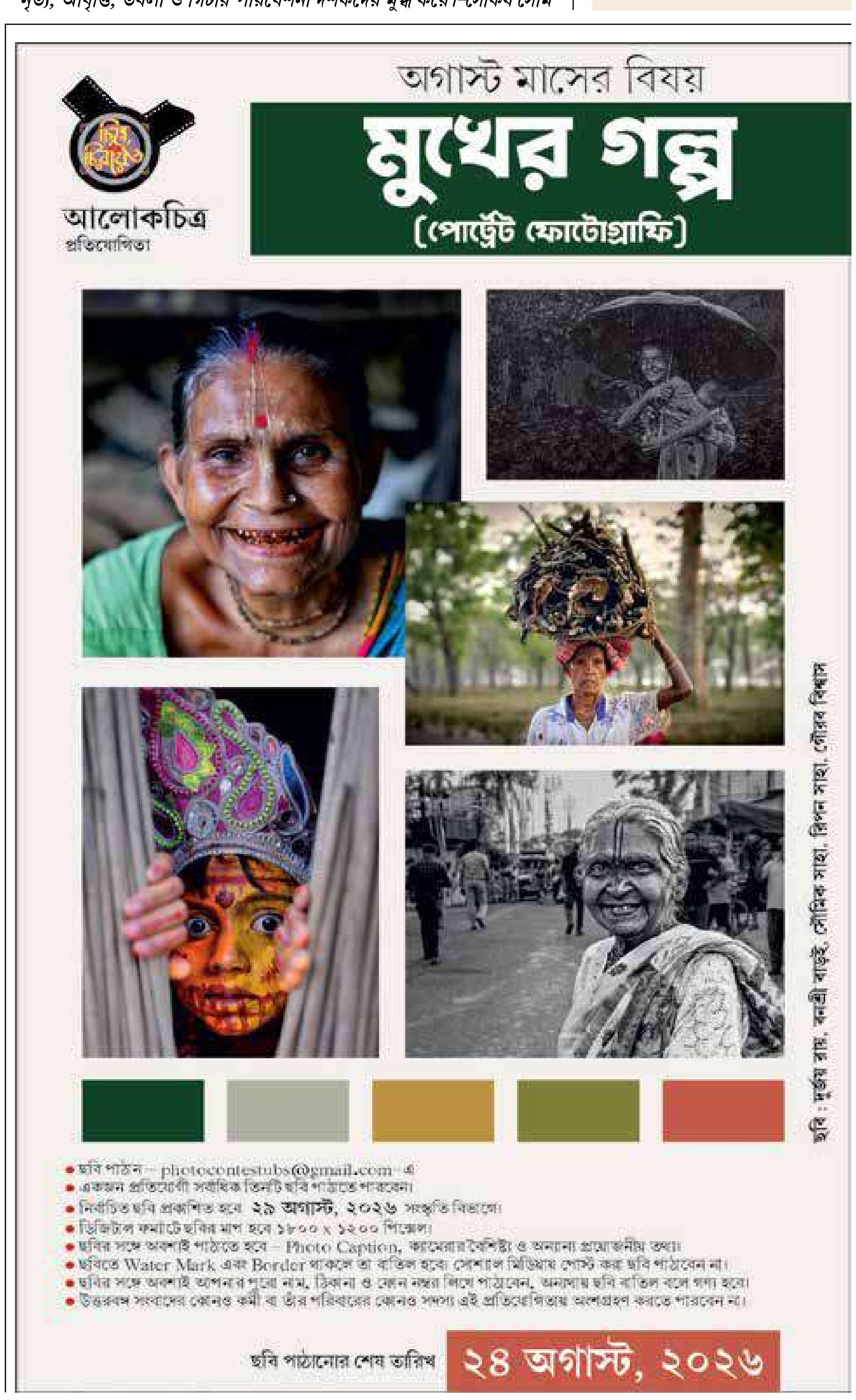

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয় বা নিজের দেখা অনুষ্ঠানের উপর অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনে লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

টয়ট্রেনের কামরায় বসে এআই কোডিং

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : প্রযুক্তি শিক্ষার দরজা খুলছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)-এর। এই উদ্যোগেই এখন টয়ট্রেনে বসে ডিজিটাল শিক্ষার পাঠ নিতে পারবে পড়ুয়ারা। শতাব্দীপ্রাচীন হেরিটেজের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটতে চলেছে পাহাড়ের প্রকৃতির মাঝে। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে কার্সিয়াং থেকে দার্জিলিংগামী টয়ট্রেনের কামরায় বসে ডিজিটাল শিক্ষার পাঠ নেবে পড়ুয়ারা। হেরিটেজ স্টেশনগুলির শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'স্টেশন মহোৎসব'-এর অঙ্গ হিসেবে দেশের এই প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই কোডিং ট্রেন রাইডের আয়োজন করা হয়েছে।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের তরফে জানানো হয়েছে, পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রাস্তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতেই ডিজিটাল শিক্ষার সুযোগ মিলবে, যা ছাত্রছাত্রীদের প্রযুক্তি শিক্ষায় আরও বেশি আগ্রহী করে তুলবে। একটি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় এই লাইভ কোডিং ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছে। শুধু জয়রাইড ও কোডিং শিক্ষাই নয়, আগামী ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর দার্জিলিং স্টেশনে জমজমাট সাংস্কৃতিক উৎসবেরও আয়োজন করা হয়েছে।

পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে এবং আসন্ন দুর্গোৎসবের মরশুমে পাহাড়ে পর্যটকদের ঢল নামার কথা মাথায় রেখেই ডিএইচআর এই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। হেরিটেজ স্টেশনের একশো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ এই দিনে ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোডিং শেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দার্জিলিং স্টেশনেই এই মহোৎসবে ডিএইচআর থিমযুক্ত আর্ট, ফোটোগ্রাফি ও আলোচনামূলক কর্মশালার পাশাপাশি লাইভ মিউজিক, নৃত্য পরিবেশন এবং স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে।

বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা এই অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং পর্যটকরাও এর আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। পাশাপাশি, পাহাড়ের ঐতিহ্য তুলে ধরতে সেখানে ঐতিহ্যবাহী নানা খাবার ও হস্তশিল্পের প্রদর্শনীও রাখা হবে। ডিএইচআর-এর কর্তৃপক্ষের তরফে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আগামী 'ঘুম উইন্টার ফেস্টিভাল'-এ এই ডিজিটাল যাত্রার কর্মসূচি আরও বড় পরিসরে আয়োজন করা হবে, যেখানে আরও বেশি সংখ্যক স্কুলের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

তথ্য সরবরাহের অন্যতম কিংপিন ফজলে রব্বি

এসটিএফ-এর হেপাজতে

অরুণ ঝা ও প্রসেনজিৎ সাহা

ইসলামপুর ও দিনহাটা, ২১ অগাস্ট : জাল নোটের কারবার এবং পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-কে তথ্য সরবরাহের অন্যতম কিংপিন হিসেবে নাম উঠে এসেছে ইসলামপুরের পাটাগড়া থেকে ধৃত ফজলে রব্বির। ইসলামপুর ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি জাকির হুসেনের ভাই ফজলেকে গ্রেপ্তার করে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দিনহাটায় নিয়ে যায়। শুক্রবার তাকে দিনহাটা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তার ৭ দিনের এসটিএফ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ধৃতকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে, এদিন ফজলের স্ত্রী নুর নেহার বেগম বলেন, 'আমার স্বামী ঠিকাদারি করেন। তিনি নির্দোষ। ওঁর দাদা বড় নেতা বলে ফাঁসানোর চক্রান্ত চলছে।' নাম প্রকাশ না করার শর্তে ফজলের এক নিকটাত্মীয় বলেন, 'বছর তিনেক আগে বাংলাদেশের এক ব্যক্তির সঙ্গে ফজলের ফোনে কথা হয়েছিল। তাকে হাতিয়ার করেই ফজলেকে গ্রেপ্তার করেছে এসটিএফ। কিন্তু, অনেকেই তো ফোনে কথা বলেন।'

ফজলের পাক-যোগ নিয়ে শনিবার পাটাগড়া বাজারে পৌঁছে গুনগুন ফিসফিস কানে এসেছে। স্পর্শকাতর বিষয় হওয়ায় সহজে কেউ মুখ খুলতে চাননি। যদিও ভাটপুকুর এলাকায় ফজলের প্রতিবেশীরা রীতিমতো হতবাক। তার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আড়ালে ডেকে বলেন, 'ওঁর স্ত্রীর আত্মীয়রা বাংলাদেশে থাকেন। ফলে ফোনে যোগাযোগ হত হয়তো। কিন্তু ফজলে পাক গুপ্তচর- এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।'

তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, ২০২২ সাল থেকে ফজলে এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত। চক্রের আর্থিক লেনদেন, জাল নোট ছড়ানোর কারবার ফজলেই মনিটর করত। এখানেই শেষ নয়। জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত তথ্য পাকিস্তান পাচার করার অন্যতম মাস্টারমাইন্ড ছিল ফজলে। স্বভাবতই পাক-যোগের মডিউলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত ফজলে। তদন্তকারীরা প্রাথমিকভাবে এমনটাই দাবি করেছেন।

গত ১৬ অগাস্ট গভীর রাতে ফজলেকে ধরতে এসটিএফের টিম ইসলামপুরে হানা দেয়। যদিও, সেদিন তাকে জালে তুলতে পারেনি এসটিএফ। এরপর, বৃহস্পতিবার ফজলের লোকেশন ট্র্যাক করে পাটাগড়া থেকে পাকড়াও করা হয় তাকে। ইসলামপুর থানায় আট ঘণ্টা ম্যারাথন জেরার পর ফজলেকে গ্রেপ্তার করে ট্রানজিট রিমান্ডে দিনহাটা নিয়ে যায় এসটিএফ।

এদিকে স্থানীয়দের দাবি, দাপুটে তৃণমূল নেতা জাকিরের ভাই হওয়ায় ফজলের চালচলন ছিল বিলাসবহুল। বাংলাদেশ সীমান্তে পৈতৃক ভিটেতে ফজলে যেমন দাপিয়ে চলত, তেমনই ইসলামপুর শহরেও প্রভাব ছিল তার। পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গজুড়ে ফজলের গতিবিধি ছিল অবাধ। এছাড়া, ঠিকাদারির সুবাদে আগে থেকেই কোচবিহার জেলায় যাতায়াত ছিল ফজলের। তবে, সাপের বিষ পাচার কাণ্ডে একবার নাম জড়ানোর পর কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয় ফজলের গতিবিধি।

অন্যদিকে তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, আইএসআই-কে তথ্য পাচারের পাশাপাশি নেটওয়ার্কে সক্রিয় অন্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত অভিযুক্ত ফজলে। পাঞ্জিপাড়া থেকে ধৃত শফিকুল ইসলামের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পাক মদতপুষ্ট চক্রটি তথ্য পাচার করছিল। তদন্তে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে, উত্তরবঙ্গের অন্য জেলায় 'স্লিপার সেল'-এ সদস্য নিয়োগে ফজলের হাত ছিল কি না।

এর আগে ধরা পড়া রশিদুল, মিঠু, নাসিরুদ্দিন, শফিকুলের মতো ফজলেও সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দা। ফলে উত্তরবঙ্গ সীমান্তে যে আইএসআই জাঁকিয়ে বসেছে তা নিয়ে একরকম নিশ্চিত তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই নড়েচড়ে বসেছে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অন্য সংস্থাগুলি। তবে, প্রথমে যে ৭ জনের নাম উঠে আসছিল তাদের ছ'জনকে এসটিএফ গ্রেপ্তার করেছে। বাকি একজনের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

তিস্তার বন্যা রুখতে কেন্দ্র-দুই রাজ্যের সমন্বয়

জলপাইগুড়ি, ২১ অগাস্ট : তিস্তার অগভীরতা, গতিপথ পরিবর্তন, জলস্ফীতি, নদীভাঙন ও আসন্ন বন্যা পরিস্থিতি বিষয়ে খুঁটিনাটি তথ্য দুই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সংস্থার মধ্যে থেকে বুঝে নিল জলশক্তিমন্ত্রক। শুক্রবার কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রকের ফ্লাড ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিমের প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আপাতত তিস্তা নদীর বন্যা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের তথ্য দুই রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে আদান-প্রদান হবে। খোলা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও।

বর্ষার মরশুমে তিস্তা অববাহিকায় সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপরতা শুরু করেছে কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসন। ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা অববাহিকার সংশ্লিষ্ট এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় গত ১৬ জুলাই কেন্দ্রীয় জল কমিশনের তরফে এই ফ্লাড ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম (এফসিএমটি) গঠন করা হয়েছিল। শুক্রবার সেই দলের প্রথম ভার্চুয়াল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কলকাতার কেন্দ্রীয় জল কমিশনের তিস্তা ও ভাগীরথী-দামোদর বেসিন অর্গানাইজেশনের মুখ্য বাস্তুকার। গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসন, জলসম্পদ, সেচ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিকদের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় জল কমিশন (সিডব্লিউসি), এনএইচপিসি এবং তিস্তা অববাহিকার বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের আধিকারিকরা ছিলেন।

বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল তিস্তা অববাহিকার জলাধারগুলির বর্তমান পরিস্থিতি। জলাধারে এখন ঠিক কতটা জল রয়েছে, জল সংরক্ষণের পরিমাণ কত, কতটা জল প্রবেশ করছে এবং কতটা ছাড়া হচ্ছে— এই সমস্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে সময়মতো আদান-প্রদান হচ্ছে কি না, তা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা হয়। জলাধারের গেট পরিচালনা এবং জল ছাড়ার তথ্যের পাশাপাশি নির্ধারিত 'রুল কার্ভ' কতটা মেনে চলা হচ্ছে, তা নিয়েও আলোচনা হয়। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জানান, তিস্তা অববাহিকায় বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্র ও দুই রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কথায়, 'সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সমন্বিতভাবে কাজ করার ওপর জোর দেওয়া হবে।'

শুভেন্দু আমার বন্ধু

প্রথম পাতার পর

'শুভেন্দুজির প্রশংসা করতে চাই। উনি আসার পর সীমা সুরক্ষা নিয়ে আমাদের যখনই কোনও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়েছে, ফোন করলেই অনুমতি মিলেছে। চিঠি তো পরে যায়।'

শা'র বক্তব্য অনুযায়ী, সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্র যে ১১২৯ একর জমি চাইছিল, নতুন সরকার গঠনের ৪৫ দিনের মধ্যেই তা দেওয়া হয়েছে। আরও ২৯ একর জমির প্রয়োজন রয়েছে বলে এদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়। শা'র দাবি, সেই জমির দাম দিলে পরের দিনই জমি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন শুভেন্দু। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে এই ঘটনাগুলিই হয়ে উঠেছে নতুন সরকারের 'কাজের গতি'র প্রমাণ। কিন্তু তার মধ্যেই আলাদা তাৎপর্য বহন করেছে 'বন্ধু' শব্দটি। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের উদাহরণ দিতে গিয়ে শা শুধু মুখ্যমন্ত্রীর কাজের প্রশংসা করেননি, নিজের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাও সামনে এনেছেন। অর্থাৎ, নবান্নের সঙ্গে নয়, শুভেন্দুর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের ছবিই এদিন তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি।

শুভেন্দুকে পাশে বসিয়ে শা'র এই প্রশংসার উলটো পিঠেই ছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা। মমতার সরকারের বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটরাজ, তোলাবাজি, কাটমানি এবং আইনশৃঙ্খলার অভিযোগও তোলেন তিনি। আরজি কর, সন্দেশখালি সহ একাধিক ঘটনার উল্লেখ করে তাঁর দাবি, আগের সরকার কোনও ক্ষেত্রেই যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি। তাঁর কথায়, 'মমতার অপশাসন আর নেই।' সিএএ প্রসঙ্গেও মমতাকে আক্রমণ করে শা বলেন, 'তাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও আইন কার্যকর হয়েছে এবং মমতা এখন প্রাক্তন'।

এদিনের দুই অনুষ্ঠানে শুভেন্দুর উপস্থিতিকেও আলাদা করে সামনে আনেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রানিডাঙ্গায় এসএসবি-র অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তিনি এই ধরনের অনুষ্ঠানে আসতেন না। তাঁর বক্তব্য, এসএসবি বা বিএসএফ কোনও রাজনৈতিক দলের বাহিনী নয়; দেশের সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর সঙ্গে রাজ্য সরকারের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা উচিত।

সব মিলিয়ে ১০০ দিনের সরকারের মঞ্চে শা'র বক্তব্যে শুভেন্দুর জন্য প্রশংসা ছিল, মমতার জন্য আক্রমণ। কিন্তু তার মধ্যেও সবচেয়ে জোরালো রাজনৈতিক বার্তা হয়ে রইল একটি বাক্যই- 'শুভেন্দুজি আমার বন্ধু।' মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই প্রকাশ্য স্বীকৃতি যে নিছক সৌজন্য নয়, বরং দিল্লির সঙ্গে শুভেন্দুর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সমীকরণেরই প্রকাশ, দিনভর সেই চর্চাই চলল রাজ্যজুড়ে।

মমতার হাতে-পায়ে

প্রথম পাতার পর

এদিন এসএসবি'র উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের কর্মসূচি এবং কাওয়াখালিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার আইনি প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীও শিলিগুড়ি করিডর নিয়ে যথেষ্ট সচেতন। এই অঞ্চলের সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নিয়মিত কাজ করছেন।' শা'র কথায়, 'এত নিরাপত্তার পরও একটা বিষয়ে খামতি ছিল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার এবার সেই খামতি মেটাল।' তাঁর দাবি, ২০১৪ সাল থেকে সীমান্ত নিরাপত্তা পরিকাঠামোর জন্য জমি চাওয়া হলেও তা পাওয়া যায়নি। এমনকি, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বারবার আবেদন করেও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। শা বলেছেন, 'মমতার হাতে-পায়ে ধরে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। জমি মেলেনি।'

সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া, নিরাপত্তা পরিকাঠামো এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় জমির বিষয়টিকে অনুপ্রবেশ রোখার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করেছেন শা। তাঁর দাবি, 'সীমান্ত সুরক্ষিত না হলে পশ্চিমবঙ্গও সুরক্ষিত থাকবে না। আর পশ্চিমবঙ্গ সুরক্ষিত না থাকলে দেশের নিরাপত্তাও প্রশ্নের মুখে পড়বে।'

নিরাপত্তার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের পরিকাঠামো উন্নয়নের কথাও বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির উন্নয়নে 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম'-এর আওতায় ৬,৮৩৯ কোটি টাকার প্রকল্পের কথা জানান তিনি। এসএসবি'র নতুন প্রশাসনিক ও আবাসিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসের পাশাপাশি দিল্লি-শিলিগুড়ি হাইস্পিড রেল করিডরের কথাও সামনে আনেন শা। তাঁর দাবি, আগামী দু'-তিন বছরের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দিল্লি থেকে কয়েক ঘণ্টায় শিলিগুড়ি পৌঁছানো সম্ভব হবে।

তবে শুক্রবারের মঞ্চে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা ছিল নিরাপত্তা নিয়েই। চিকেনস নেককে আরও শক্ত করে ঘিরে ফেলা এবং সীমান্তে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপই এখন লক্ষ্য শা'র মন্ত্রকের।

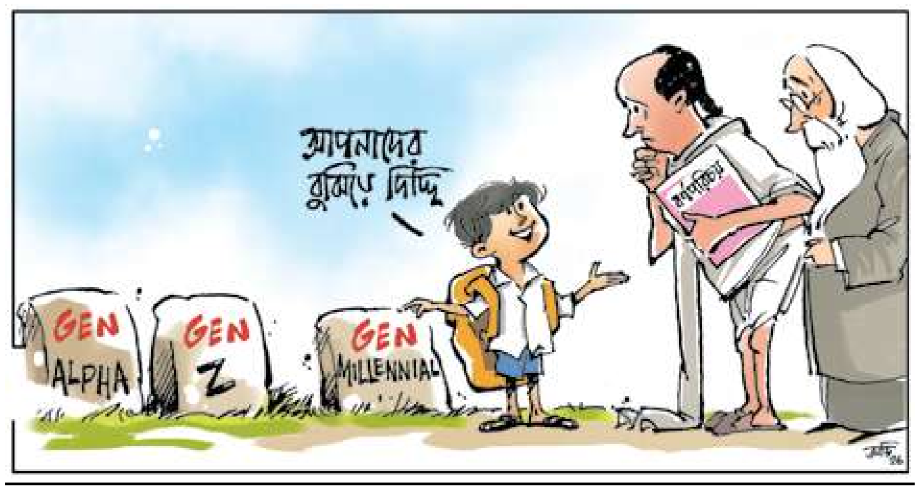

পুরাণের ছায়া

তিনের পাতার পর

ফলে নকশাল ঘাসে আগুন ধরে যায়। সেই ছাইয়ের মধ্য থেকে জন্ম নেয় এক শিশু। পরে কৃত্তিকা নক্ষত্রমণ্ডল তাকে লালন করে। সেই শিশু কার্তিকেয়। দক্ষিণ ভারতের পরম্পরায় যার সঙ্গে 'সরবণ' বা জলাভূমির নলজাতীয় উদ্ভিদের যোগ পাওয়া যায়। পট্টনায়কের ব্যাখ্যায়, সেই 'নকশাল' থেকে যার জন্ম তিনিই 'নকশালী' বা শিবের পুত্র।

বিস্তারিত ব্যাখ্যায় পট্টনায়ক বলেছেন, নকশাল ঘাস জন্মানো নদীতীরে যে শিবের উপাসনা করা হয় তিনি 'নকশালেশ্বর' হিসাবেই পরিচিত। সেই অর্থে তিনি দিমাগি নকশালদের শিবভক্ত হিসাবেই বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, জন্মের পর কার্তিকেয় কাঁধে বাঁশের ঝোলানো দণ্ডে জলভরা পাত্র বহন করে কৈলাসে গিয়েছিলেন এবং পাত্রগুলি মাটিতে স্পর্শ হতে দেননি। সেটিই ছিল প্রথম কাঁওয়ার। নকশালীরা এখনও এই প্রথা মেনে চলেন। পট্টনায়কের এই ব্যাখ্যায় হইচই শুরু হয়েছে সর্বত্র। এককালের সশস্ত্র বিপ্লবের আঁতুড় কীভাবে দেব-দেবীর জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গে জড়িয়ে গেল, তার অনুসন্ধান অত্যন্ত জরুরি বলেও মনে করছেন শিক্ষাবিদদের অনেকেই। নকশালবাড়ি থেকে সোজা কৈলাস! রাজনীতির রুক্ষ জমিতে জন্মানো পৌরাণিক কাশফুল নিয়ে কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে জোরকদমেই।

নকশালবাড়ির 'নকশাল' কি তবে শুধু রাজনৈতিক শব্দ নয়? শিক্ষাবিদ এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দিলীপ সরকারের কথা, ''কোচবিহারের রাজাদের ভ্রমণ কাহিনী এবং ব্রিটিশ নথিতে 'নাকসেরবাড়ি' শব্দটি বারে বারে পাওয়া গিয়েছে। কোথাও নকশালবাড়ির উল্লেখ নেই। হতে পারে স্থানীয়দের উচ্চারণের পরিবর্তনে নাকসেরবাড়ি পরবর্তীতে নকশালবাড়ি হয়ে গিয়েছে। আর ব্রিটিশদের আগমনের আগে ওই এলাকা সেই অর্থে কোনও সভ্যতার অংশবিশেষ ছিল না। সেক্ষেত্রে নকশালবাড়িকে ঘিরে যে পৌরাণিক ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের জায়গা রয়েছে।'' নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতা চারু মজুমদারের ছেলে অভিজিৎ মজুমদার অবশ্য পট্টনায়কের ব্যাখ্যাকে একেবারেই অবজ্ঞা করতে রাজি নন। তাঁর বক্তব্য, 'দেবদত্ত যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমি তা পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলার পক্ষে নই। কোথাও বিষয়গুলির মধ্যে একটা সংযোগ থাকলেও থাকতে পারে। দিমাগি নকশাল কথাটির মধ্য দিয়ে মেধাবী মানুষদের টার্গেট করা হচ্ছে। দেবদত্ত তারই একটি মেধাবী ব্যাখ্যা দিয়েছেন বলেই মনে হচ্ছে।'

গবেষকদের অনেকেই বলেছেন, এই বিতর্কে ইতিহাসের সঙ্গে পুরাণকে আলাদা করে দেখা জরুরি। নকশাল নামের উৎপত্তি যে নলখাগড়া জাতীয় ঘাস থেকেই- এমন প্রামাণ্য ভাষাতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক প্রমাণ এখনও সামনে আসেনি। গবেষক অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা, 'নকশালবাড়ি ১৯৬৭ সালে আন্দোলনের সময় তৈরি হয়নি। জায়গাটির নাম তার বহু আগের।' 'নকশাল' শুনলে কেউ সশস্ত্র মাওবাদী বোঝেন, কেউ বিপ্লবী বামপন্থী, কেউ রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি, আবার কেউ শুধুই প্রতিবাদী মানুষকে কটাক্ষ করার রাজনৈতিক তকমা বোঝেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে 'দিমাগি নকশাল' শব্দটি উঠে আসার পর সমাজমাধ্যমে শুরু হয়েছে ব্যঙ্গ, প্রতিবাদ, পালটা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা— এমনকি 'দিমাগি নকশাল পার্টি' নামেও সামাজিক মাধ্যমে ব্যঙ্গাত্মক আন্দোলনও ছড়িয়ে পড়েছে। তৈরি হচ্ছে গান, কার্টুন, নানা ধরনের মিম। উত্তরবঙ্গের মাটির সঙ্গে যুক্ত শব্দটিকে নিয়ে অযথাই কাটাছেঁড়া হচ্ছে বলে মনে করছেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং ভাষা গবেষক দীপককুমার রায়। তাঁর কথা, 'নকশাল শব্দটি এসেছে নকশালবাড়ি থেকেই। এরসঙ্গে পুরাণের কোনও সম্পর্কই নেই। এমনকি বাংলা, রাজবংশী বা উত্তরের কোনও ভাষাতে বা শব্দভাণ্ডারে নকশাল শব্দটির আলাদা করে কোনও অর্থবহ ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না। নকশালেশ্বর নামের কোনও দেবতার অস্তিত্বও উত্তরবাংলায় নেই। মনে হচ্ছে নতুন কোনও রাজনৈতিক অভিসন্ধি থেকেই নকশাল নিয়ে নতুন ব্যাখ্যা সামনে আনা হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গের লোকভাষা বা লোকসাহিত্যের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেও দেবদত্তর পুরাণের ব্যাখ্যাটির গ্রহণযোগ্য কোনও সূত্র এখনও মেলেনি। গবেষকদের একাংশ অবশ্য বলছেন, বাংলার পাশাপাশি রাজবংশী-কামতাপুরি, অসমিয়া ও স্থানীয় উদ্ভিদ-লোকনামের অভিধান, পুরোনো ভূমি-নথি, মৌজা-নাম, লোকগান, ব্রতকথা, নদীসংলগ্ন উদ্ভিদের নাম, সবকিছু খুঁজে দেখা দরকার। তাঁদের যুক্তি, উত্তরবঙ্গে একটি উদ্ভিদের নাম এক গ্রামে যা, পাশের গ্রামে তা অন্য নাম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আর সেখানেই লুকিয়ে থাকতে পারে আসল গল্প।

হয়তো 'নকশাল' সত্যিই কোনও বিস্মৃত ঘাসের লোকনাম। হয়তো নয়। হয়তো নকশালবাড়ির নামের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই নেই। আবার এমনও হতে পারে, কোনও প্রাচীন লোকনাম বহুদিনের ব্যবহারে বদলে গিয়ে আজকের উচ্চারণে পৌঁছেছে। প্রমাণ ছাড়া কোনওটিই বলা যাবে না।

উত্তরবঙ্গের মাটিতে জন্ম নেওয়া একটি রাজনৈতিক শব্দ, ১৯৬৭ থেকে এখন পর্যন্ত কলকাতা থেকে দিল্লি পর্যন্ত ক্ষমতাশালীদের ভয়ের অভিধানে পাকাপোক্ত স্থান করে নিয়েছে। 'নকশাল' শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে যে মেধা-মন্থন শুরু হয়েছে, সেভাবেই যদি এই এলাকার উন্নয়ন নিয়ে চর্চা হত তাহলে ছবিটা হয়তো অন্যরকম হত।

সুরক্ষায় নজর ডিজির

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : চিকেনস নেক বা শিলিগুড়ি করিডরের সুরক্ষায় যখন বিশেষ নজর দিয়েছে কেন্দ্র, তখন এখানকার রেলপথ এবং স্টেশনগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন আরপিএফ ডিজি সোনালি মিশ্রা। শুক্রবার নিউ জলপাইগুড়ি জংশন, রাঙ্গাপানি, নিজবাড়ি সহ কয়েকটি স্টেশন পরিদর্শন করেন তিনি। পাশাপাশি, স্থানীয় আরপিএফ কর্মী এবং আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে সুরক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। জানা গিয়েছে, প্রতিটি স্টেশনে নিরাপত্তাজনিত সমস্যাগুলি জানার পাশাপাশি তা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। নিয়মিত নজরদারি বৃদ্ধির কথাও বলেছেন তিনি। এদিন বিভিন্ন স্টেশন পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে আরপিএফ আধিকারিকদের পাশাপাশি ছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কর্তারা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা শিলিগুড়ি থাকাকালীন আরপিএফ ডিজির পরিদর্শন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বুনোর আতঙ্ক

ক্রান্তি, ২১ অগাস্ট : ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের সুবর্ণপুর চা বাগানের ৩ নম্বর সেকশনে শুক্রবার তাঁর ছাগলের মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দা দেব রায়। স্থানীয়দের অনুমান চিতাবাঘের হামলায় ছাগলটির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় বাগানে আতঙ্ক।

অপেক্ষায় দিন

তিনের পাতার পর

বিধায়কদের সঙ্গে দেখা হলে আমাদের অবস্থার কথা খুলে বলতে পারতাম। কিন্তু তাঁরা তো এখনও এলেন না। কবে তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে, কবে কথা বলতে পারব, সেটাই এখন আমাদের ভাবাচ্ছে।

আমাদের বৈধতা দিক রেল, এমনটাই চাইছেন চয়নপাড়ার এক হকার। বললেন, 'আমি চা-কফি বিক্রি করি। ১০-২০ টাকায় মানুষ সেসব খেতে পারে। অর্ডার দিয়ে খেতে হলে অন্তত ৫০ টাকা তো খরচ হয়। স্টেশনের দোকানগুলোতেও তো দাম বেশি। আমরা সস্তায় মানুষকে খাবার তুলে দিচ্ছি। বিধায়করা এলে বলব, আমাদের জন্য অন্তত আপনারা ভাবুন। না হলে এই কয়েকশো হকার তাদের পরিবার নিয়ে অথই জলে পড়বে। আমাদের অনুরোধ আপনারা আসুন, আমাদের সঙ্গে কথা বলুন। আমরা আপনাদের অপেক্ষাতেই রয়েছি।'

সাউথ কলোনি এলাকার এক হকারও শোনাচ্ছিলেন তাঁদের সমস্যার কথা। এতদিন ধরে সমস্যা চলায় ধার করে সংসার চালাতে হচ্ছে। তিনি বলছিলেন, আমরা বিধায়কদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম তবে দেখা করে উঠতে পারিনি। পরে আবার আমাদের ইউনিয়নের তরফে মন্ত্রী শংকর ঘোষের সঙ্গে গিয়ে দেখা করা হয়েছে। তবে এখনও কেউ আসেননি। প্রতিদিন ভাবি, হয়তো আগামীকাল তাঁরা আসবেন।

বিধায়কদের অপেক্ষায় ইউনিয়ন রুমের পাশে গাছতলায় দাঁড়িয়ে এক হকার বললেন, 'বিধায়করা হয়তো ব্যস্ত থাকেন তাই এখনও সময় করে উঠতে পারেননি। তবে আমরা খুব সমস্যায় রয়েছি। আমরা তো বারবার দেখা করার চেষ্টা করছি। ওঁরা আমাদের কথাটা ভাবুন একবার। ওঁরাও নিশ্চয়ই চাইবেন না, প্রায় ৪০০ হকার তাদের পরিবার নিয়ে বিপদে পড়ুক। আমাদের অনেক কথা বলার রয়েছে।'

নিউ জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রবাদী হকার্স ইউনিয়নের ইনচার্জ কার্তিক দাস বলছিলেন, 'হকাররা ভীষণ সমস্যায় রয়েছে। বিধায়করা আশ্বাস দিয়েছেন দেখা করার, সবাই সেই অপেক্ষাতেই আছি।'

শংকর অবশ্য বলছেন, 'আমার কাছে যাঁরা কথা বলতে এসেছিলেন তাঁদের সমস্যার কথা শুনে আমি ডিআরএম-এর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি জানিয়েছেন আইআরসিটিসি-র নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে যেখানে হকার রেজিস্ট্রেশন হয়ে থাকে। ডিআরএম-এর সঙ্গে কথা বলে বিধিসম্মতভাবে তাঁরা সেই কাজ করতে পারেন। এই বিষয়ে তাঁদের যে প্রতিনিধিরা দেখা করতে এসেছিলেন, তাঁদের সবটা জানানো হয়েছে। তবুও ওঁদের কিছু বলার থাকলে আমার অফিসে আসতেই পারেন।' শিখা বলেন, 'বিকল্প কিছু নিশ্চয়ই ভাবা হবে, প্রয়োজনে দেখা করব।'

রেলের উচ্ছেদ নিয়ে বর্তমানে ব্যাপক সরব বামেরা। সিপিএম জেলা কমিটির সদস্য এবং ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার বলেন, 'বিধায়করা কেনই বা দেখা করবেন হকারদের সঙ্গে, এই সরকারই তো এমনটা করাচ্ছে। তবে হকার উচ্ছেদ করা যাবে না, দরকারে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

তোর কাছে ক্ষমা না চাইলে পাপ হবে রাষ্ট্রের

তিনের পাতার পর

নিট কেলেঙ্কারি, প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে জেন জেড-এর আন্দোলনের পিছনে তো আসলে সেই দুর্ভাবনাই। যন্তরমন্তরে এসে কিশোররাও বলত, 'আর এক বছর পর আমাদেরও নিট। তারপর...? এমন যদি চলে, আমাদের কী হবে!'

এই 'আমাদের কী হবে' উদ্বেগটাই তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তরুণ প্রজন্মকে। তৃষাকে তাড়াতে তাড়াতে শ্মশানের চুল্লিতে ঢুকিয়ে দিল। ওঁর বাবা স্পষ্টই বলেছেন, 'সরকারি চাকরির ভবিষ্যৎ নিয়ে মেয়েটা মানসিক অবসাদে ছিল।' সেই অবসাদ এমনই যে, তৃষা বাবার বয়স হচ্ছে বলে তোর দুর্ভাবনায় মৃত্যুকে বরণ করার আগে মন তোকে ভাবতে দিল না, তুই না থাকলে তোর বাবা-মা, বোনের কী হবে! রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা করতি তুই। রবীন্দ্রগানের শক্তিও সেই অবসাদ ঘোচাতে পারল না রে মা!

শুধু কি তৃষা, দেশজুড়ে অবসাদ ঘরে ঘরে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রহসন হয়ে যায় বছরে দু'কোটি চাকরি দেওয়ার সরকারি প্রতিশ্রুতি। ১২ বছর আগে ক্ষমতায় এসে প্রতিশ্রুতিটি দিয়েছিল নরেন্দ্র মোদির সরকার। ঢাকঢোল পিটিয়ে অনেক রোজগারমেলা হয়েছে। মন্ত্রীরা কয়েকজনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছেন। তারপরেও কেন তৃষাকে মরতে হচ্ছে, জবাব দেবে না রাষ্ট্র? তৃণমূল জমানায় কর্মসংস্থান পরের কথা, চাকরি চুরি হয়েছে সরকারি আশ্রয়-প্রশ্রয়ে।

ছেলেমেয়েরা স্কুলে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীর চাকরির আশায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরেছে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও। আর প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘরে কোটি কোটি টাকা নগদের পাহাড় জমেছিল। পুরসভায় কর্মী নিয়োগ হয়েছে লবডঙ্কা। অথচ পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতিতে প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর ভাঁড়ারে টাকা গুনে শেষ করা যায় না। প্রাক্তন দলীয় বিধায়ক সব্যসাচী দত্তের হেপাজতে এত টাকা আসে কোত্থেকে, একবারও জবাব দেননি তৃণমূল নেত্রী।

শুধু কি নিট পরীক্ষার্থী কিংবা স্নাতক, স্নাতকোত্তর প্রজন্মের উদ্বেগ? মোটেই না। তাহলে কি আর প্রতি জেলা থেকে লক্ষ লক্ষ বেকার পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিনরাজ্যে নানা নিরাপত্তাহীনতা সত্ত্বেও রোজগারের মরিয়া চেষ্টায় ব্যস্ত থাকতেন? প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের ফিরে আসতে বলতেন। ফিরে এলে ভাতা দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতির ডমরু বাজিয়েছিলেন। কিন্তু নামমাত্র ভাতার ভিত্তিতে বাড়ি ফিরে আসাকে মূর্খামি মনে করেছিলেন অধিকাংশ শ্রমিক।

গ্রামবাংলার লক্ষ লক্ষ পুরুষ-মহিলা তাই শত নির্যাতন সয়ে ভিনরাজ্যে জীবনযাপন করছেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও সম্প্রতি পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরার ডাক দিয়েছেন। বলেছেন, তাঁদের কাজ দেবে সরকার। কিন্তু কাজের ব্যবস্থা নিশ্চিত না হলে কে আসবেন বলুন তো? ইদানীং আবার বিনিয়োগের ঢাকঢোল বাজছে। প্রচার হচ্ছে, বহু লোকের চাকরি হবে শিল্পে। যে ঢাক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাজিয়ে গিয়েছেন।

তিনি না দিয়েছেন সরকারি চাকরি, না ব্যবস্থা করেছেন বেসরকারি কর্মসংস্থানের। এখন তো ডাবল ইঞ্জিনের জমানা। ঢাকঢোল পেটানোর খামতি নেই। তাতে তৃষার আক্ষেপ, তরতাজা তরুণীর পরিবারের হাহাকার ঢাকা পড়ে যেতে পারে। কিন্তু দু'মুঠো খেয়েপরে বাঁচার মতো রোজগারের ব্যবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা কতটা নিশ্চিত? নিশ্চিত হলে কি ডাবল ইঞ্জিন জমানায় অনিশ্চয়তার আঁধার তৃষাকে টেনে নিয়ে যেত?

তৃষার স্মৃতিকে কোন কৈফিয়ত দেবে রাষ্ট্র? তৃষার পরিবারকে কোন সান্ত্বনাটা দিতে পারবে? সম্ভাবনাময় তরুণীটির পরিবারের কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা চাওয়ার সাহসও কি রাষ্ট্রের আছে? রাজ্যের বিজেপি সরকারের লগ্নির ঘোষণা ও চাকরির আশ্বাস যেন গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল না হয়!

ক্ষোভে বিপাকে সরকার

তিনের পাতার পর

ক'দিন আগে তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনে পিছু হটতে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। জেন জেড-এর দাবি মেনে ইস্তফা দিতে হয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। সেই প্রেক্ষিতে ক্ষমতায় বসার ৪ মাসের মধ্যে প্রবল বিড়ম্বনায় পড়েছে রাজ্যের বিজেপি সরকার। একে তো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রাপকদের সবাইকে অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতা দেওয়া হচ্ছে না। তার ওপর যোগ্যরা বাদ গিয়েছেন বলে মহিলারা ক্ষিপ্ত।

প্রমীলাবাহিনী প্রায় সব জায়গায় আরও বড় আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে। ইসলামপুরে যেমন পুরসভার সামনে বিক্ষোভরত সালিয়া বেগমের কথায়, 'অনেক হয়েছে, আর নয়। দ্রুত আমাদের প্রাপ্য না পেলে পুরসভার অফিসটাই আর রাখব না।' সেইসঙ্গে মহিলারা যে সুরে কথা বলছেন, তা শুধু অস্বস্তির নয়, বিজেপি সরকারের পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগের।

যেমন, শিলিগুড়ির বাসিন্দা, পেশায় পরিচারিকা সুমিত্রা রায়ের কথায়, 'আগের সরকার আর যাই হোক, টাকা দিত। এখন তো এক টাকাও পাচ্ছি না। যদিও এই সরকার ভোটের আগে বলেছিল তিন হাজার করে দেবে।' একই শহরের শর্মিলা দেবনাথ ভাড়াবাড়িতে থাকেন। তিনি বলেন, 'আশা ছিল তিন হাজার টাকা পাব। সেই টাকা দিয়ে বাড়িভাড়া মেটাব। এখন তো আদৌ পাব কি না বুঝতে পারছি না।' শিলিগুড়িরই বান্টি দত্ত বলেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতে এত হয়রানি হতে হয়নি।'

'ভোটের আগে বলেছিল সবাই পাবে, এখন কেন এত হেনস্তা' কিংবা 'দিদির সময় এত সমস্যা ছিল না। দাদা না পারলে না বলে দিন'- এমন সব ঝাঁঝালো বক্তব্যের মুখে দৃশ্যত অসহায় এবং দিশেহারা দেখিয়েছে জলপাইগুড়ির বিডিও বিপ্লবকুমার বিশ্বাসকে। শুক্রবার উত্তরবঙ্গ সফরে থাকাকালীন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কানে পৌঁছোয় রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের খবর। সফরের মাঝে তিনি নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। কলকাতায় ফিরে সমস্যাটি নিয়ে তিনি নবান্নে বৈঠক করবেন।

মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর-১, কালিয়াচক-৩, গাজোল বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। বিকেলে কালিয়াচকে জাতীয় সড়ক অবরোধ হয়। চাঁচলেও সড়ক অবরোধ হয়। সেখানে বিক্ষোভকারী মালা দাস বলেন, 'বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমেছি।' গাজোলেও শতাধিক মহিলা বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান। দুধের শিশুকে কোলে নিয়ে আলাল থেকে আসা বিক্ষোভে শামিল রুমানা পারভিন সক্ষোভে বলেন, 'সরকার বলে দিক আর কাউকে টাকা দেওয়া হবে না।'

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং ও গৌড়বঙ্গের জেলাগুলিতে প্রায় একই ছবি ছিল শুক্রবার। কোথাও বিডিও অফিসে বিক্ষোভ, কোথাও সেই কার্যালয়ের সামনে কিংবা কিছুটা দূরে পথ অবরোধ। কোচবিহারের ধলুয়াবাড়িতে আন্দোলনরত রাজিয়া বিবি বলেন, 'এই সরকারকে আমরাই জিতিয়ে আনলাম। অথচ অন্নপূর্ণা যোজনা পাচ্ছি না।' তুফানগঞ্জে বিক্ষোভকারী অর্চনা দাসের অভিযোগ, 'যাঁদের চার চাকা গাড়ি কিংবা দোতলা বাড়ি রয়েছে, তাঁদের কেউ কেউ ভাতা পাচ্ছেন। অথচ আমরা যোগ্য হলেও বঞ্চিত।'

মেখলিগঞ্জের হেলাপাকড়ি মোড়ের সাবিনা বিবি বলেন, 'এর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভালো ছিলেন। আমরা ভাতা পেতাম।' ধূপগুড়ির হেলাপাকড়ি মোড়ের ক্যানসার আক্রান্ত সাহেনারা বেগম বলেন, 'অসুস্থ শরীরে আর দৌড়াদৌড়ি করতে পারছি না। কিছুদিন হল অপারেশন হয়েছে। তিন মাস ভাতা বন্ধ। এই টাকাটা পেলে অন্তত ওষুধটুকু নিয়মিত কিনতে পারি।'

মালবাজারের বিডিও এবং মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশ গেলে পরিস্থিতি আরও অশান্ত হয়ে ওঠে। আন্দোলনের জেরে বন্ধ হয়ে যায় দুই অফিসের কর্মকাণ্ড। ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস মোড়ে পুলিশ অবরোধ তোলার চেষ্টা করলে মহিলাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। রাজগঞ্জে বিক্ষোভে আটকে পড়ে বিডিও অফিসের গেট এবং সামনের সড়ক।

ধূপগুড়ি শহরে দুই দফায় সড়ক অবরোধে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জনজীবন। স্থানীয় বাসিন্দা দীপালি নন্দী বলেন, 'এরপর তাঁদের বাড়ি ঘেরাও করব, যাঁরা ভোটের আগে মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড নিয়ে দাঁত কেলিয়ে প্রচারে গিয়েছিলেন। দেওয়ার যখন ক্ষমতা নাই, তাহলে এত মিথ্যে কথা কেন!'

দক্ষিণ দিনাজপুরে বালুরঘাট, হরিরামপুর ও হিলি, উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার ইত্যাদি বিডিও অফিসে বিক্ষোভ চলে। আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রায় সব বিডিও অফিসে ছিল একই চিত্র। ফালাকাটায় পথ অবরোধকারী আসিমা খাতুন বলেন, 'আমরা এক বাড়িতে থাকি। বৌদি ভাতা পাচ্ছেন। অথচ আমি ২ মাস ধরে পাই না। অফিসে যোগাযোগ করলে কোনও উত্তর দিতে পারে না।' শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি, মাটিগাড়া বিডিও অফিসে ছবিটা আলাদা কিছু ছিল না। খড়িবাড়ির প্রেতাজোতের মল্লিকা মণ্ডল করেন, 'হয়রানির শেষ নেই।'

আজ থেকে দিনেই দেখা যাবে রাতের আকাশ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : ভরদুপুরে চোখের সামনে ভেসে উঠবে রাতের মায়াবী শিলিগুড়ির আকাশ। শুধু তাই নয়, শীতের রাতের সঙ্গে শরতের আকাশের তফাত কোথায়, তারও উত্তর মিলবে হাতেনাতে। মহাকাশের এমনই নানা অজানা রহস্য সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে এবার নতুন রূপে সেজে উঠেছে উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের তারামণ্ডল। শনিবার, 'জাতীয় মহাকাশ দিবস' বা ন্যাশনাল স্পেস ডে উপলক্ষ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির নয়া এই তারামণ্ডলের উদ্বোধন হতে চলেছে। উদ্বোধন করবেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ বিকাশচন্দ্র পাল এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিক তারাশংকর প্রামাণিক।

গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বা তাদের গতিবিধি নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি পড়ুয়াদের সেই আগ্রহ আরও বাড়াতেই বিজ্ঞানকেন্দ্রের এই উদ্যোগ। উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু জানান, 'আকাশ চেনাটাও একটা বিজ্ঞান। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান কীভাবে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত

হচ্ছে, তা নিয়ে এই তারামণ্ডলে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। অত্যাধুনিক প্রোজেক্টরের মাধ্যমে শিলিগুড়ির রাতের আকাশ তুলে ধরা হবে ডোমটিতে।' পড়ুয়ারা যাতে মহাকাশ সংক্রান্ত যে কোনও প্রশ্ন করতে পারে এবং জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় উৎসাহিত হয়, তার জন্য বিশেষ ইন্টারেক্টিভ সেশনেরও ব্যবস্থা থাকছে।

বিজ্ঞানকেন্দ্রের অন্যতম মূল আকর্ষণ এই তারামণ্ডল। তবে পুরোনো পরিকাঠামোয় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। বর্তমানে সেটি সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এখানে স্থান পেয়েছে ভারতের বিভিন্ন সফল মহাকাশ অভিযানের ছবিও। বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ঋতব্রত বিশ্বাস বলেন, 'জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রবল আগ্রহ। প্রচুর দর্শনার্থী প্রতিদিন তারামণ্ডল দেখতে আসেন। তাঁদের কাছে বিষয়টিকে আরও আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করে তুলতেই এই অত্যাধুনিক ডোমটি তৈরি করা হয়েছে।' নতুন এই ডোমটিতে একসঙ্গে প্রায় ৩০ জন বসে মহাকাশের রোমাঞ্চকর সফর উপভোগ করতে পারবেন।

বিজ্ঞানকেন্দ্রের তরফে ইতিমধ্যেই প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে টেলিস্কোপের মাধ্যমে আকাশ দেখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নয়া এই তারামণ্ডল সেই মহাকাশ চর্চায় আরও নতুন মাত্রা যোগ করবে বলেই আশাবাদী কর্তৃপক্ষ।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে ভিড়। ছবি : সূত্রধর

হাসপাতালে আভা লিংকে দুর্ভোগ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রতিদিনই রোগী ও পরিজনদের ভিড় থাকে। টিকিট কাটার লাইন হাসপাতালের গেট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তার উপর এখন বহির্বিভাগের টিকিট কাটতে গেলে আগে আধার নম্বর লিংক করে আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যাকাউন্ট বা আভা নম্বর তৈরি করতে হচ্ছে। প্রত্যেকের আভা নম্বর তৈরিতে কিছুটা সময় লাগায় দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে রোগী ও পরিজনদের। রোদ, বৃষ্টির মধ্যেও অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাঁদের।

শুক্রবার শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে বহির্বিভাগের দীর্ঘ লাইন দেখে ছবি তোলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। পরে সেই ছবি দপ্তরের আধিকারিকদের পাঠান তিনি। তাঁর সঙ্গে হাসপাতালে ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। টিকিট কাউন্টারের ভিতরে কীভাবে কাজ হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখেন তাঁরা। পরে নারায়ণস্বরূপ নিগম বলেন, 'আভা নম্বর জেনারেট করতে হেল্প ডেস্ক খোলার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্যই আভা নম্বর জেনারেট করা হচ্ছে।'

স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে আধার কার্ড সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য রোগী ও পরিজনদের উদ্দেশে হাসপাতাল চত্বরে মাইকিং করা হচ্ছে। আভা নম্বর তৈরির জন্য মোবাইলে ওটিপি পাঠানো হয়। কিন্তু অনেক সময় সেই ওটিপি রোগী বা পরিজনদের মোবাইলে ঠিকমতো না আসায় প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ হচ্ছে। এতে রোদ, বৃষ্টির মধ্যে লাইনে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন সাধারণ মানুষ।

- আভা নম্বর তৈরিতে সময় বাড়ায় বহির্বিভাগে দীর্ঘ হচ্ছে রোগীর লাইন
- হেল্পডেস্ক চালুর নির্দেশ দিলেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম
- নতুন ভবন ও সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো বাড়ানোর দাবি উঠল

শালুগাড়ার বাসিন্দা প্রশান্ত ছেত্রী ঠাকুমাকে পায়ের ব্যথার চিকিৎসা করাতে হাসপাতালে এনেছিলেন। তিনি বলেন, 'দীর্ঘক্ষণ কি ঠাকুমার পক্ষে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব? এখানে আর একটি বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টার করা প্রয়োজন।' কানের ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন আশিঘরের রত্না বর্মন। তিনি বলেন, 'যখন হাসপাতালে আসি, তখনই লম্বা লাইন পাই। আজকে আভা লিংকের জন্য আরও সময় লেগেছে।'

বহির্বিভাগে চাপ কমাতে দীর্ঘদিন ধরেই শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নতুন ভবন তৈরির দাবি উঠছে। আলাদা ভবনের পরিকাঠামোর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি এদিন স্বাস্থ্যসচিবকে ফের জানিয়েছেন বলে জানান শংকর। পাশাপাশি হেল্পডেস্ক তৈরির প্রস্তাবও দেন তিনি। শংকর বলেন, 'আভা নম্বর যদি আগে থেকে তৈরি থাকে, তাহলে পরবর্তীতে বহির্বিভাগে টিকিট কাটার লাইনে আভা নম্বর দিলেই টিকিট মিলে যাবে। বাইরে যদি আভা নম্বর জেনারেট করতে হেল্পডেস্ক করে দেওয়া যায়, তাহলে কাজটি অনেক সোজা হবে। তাছাড়া, এখানে বিল্ডিং তৈরির বিষয়ে পূর্ত দপ্তরে প্ল্যানিং করছে। পাশাপাশি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো বাড়াতে উদ্যোগী হতে হব।'

মেডিকেলে হুলুস্থুল, রান্নাঘরে স্বাস্থ্যসচিব

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীদের রান্নাঘরে আচমকা হানা দিয়ে চরম ক্ষোভপ্রকাশ করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। শুক্রবার হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে তিনি সরাসরি রান্নাঘরে ঢুকে পড়েন। রান্নাঘরে গিয়ে সেখানকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও মেনুচার্ট না থাকা নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সিকে কড়া ধমকও দেন। এমনকি, কাগজের প্লেটে ভাত, ডাল, সবজি ও মাছভাজা নিয়ে তিনি তা খেয়ে যাচাই করেন। রোগীদের জন্য উপযুক্ত প্লেট-চামচ না থাকায় অবিলম্বে স্টিলের প্লেটের ব্যবস্থা করার কড়া নির্দেশ দেন স্বাস্থ্যসচিব।

রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালে রোগীদের উন্নত ও পুষ্টিকর খাবারের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে মাথাপিছু বরাদ্দ ৫৬.৬৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে সম্প্রতি ১১০ টাকা করা হয়েছে। চলতি মাসেই নয়া মেনু অনুযায়ী খাবার দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও পরিষেবা উন্নত না হওয়ায় এদিন ক্ষোভ উগরে দেন স্বাস্থ্যসচিব। এমনকি প্রতিদিন প্রায় ১৪০০ রোগীর জন্য চা, প্রাতরাশ মিলিয়ে পাঁচবেলার খাবার তৈরির এই রান্নাঘরে কাগজের প্লেট দেখে তিনি অধ্যক্ষ ও আধিকারিকদের প্রশ্ন করেন, 'এই প্লেট কেন? চামচ কোথায়?'

এদিকে, স্বাস্থ্যসচিবের কড়া নির্দেশের পরেই এদিন বিকেলে মেডিকেলের তরফে রোগীদের জন্য ১৫০০টি স্টিলের প্লেট কেনার

বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তবে শুধু প্লেট কেনাই নয়, রান্নাঘরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা এবং প্রতিদিন খাবারের মান যাচাই করার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন নারায়ণস্বরূপ।

এদিন রান্নাঘর পরিদর্শনের আগে স্বাস্থ্যসচিব মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুজয় মিস্ত্রি, হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর সহ অন্য আধিকারিকদের নিয়ে বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন। শুক্রবার বিকেলে মেডিকেলের মনোরোগ বিভাগে ১০ শয্যার একটি নতুন নেশামুক্তি অন্তর্বিভাগ চালু হওয়ার পাশাপাশি মূল মনোরোগ অন্তর্বিভাগেও আরও ১০টি শয্যা বাড়ানো হয়েছে। এদিন দুপুরে কাওয়াখালির অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ভার্চুয়ালি এই নতুন বিভাগের উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

উদ্বোধনের আগে স্বাস্থ্যসচিব নতুন এই অন্তর্বিভাগের পরিকাঠামো ঘুরে দেখার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগের সঙ্গে যৌথভাবে চলা এমআরআই পরিষেবাও খতিয়ে দেখেন। সবশেষে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে গিয়ে বর্তমান চিকিৎসা পরিষেবার খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি আগামীতে হাসপাতালে দ্রুত ক্যাথল্যাব চালুর বিষয়েও তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

যদিও সুপার বলছেন, 'স্বাস্থ্যসচিব পরিষেবা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি এর আগেও এখানে এসেছেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানের আরও উন্নয়নের জন্য আর্থিক বরাদ্দ চেয়েছি।'

চার মেডিকেল কলেজ নিয়ে আজ বৈঠকে স্বাস্থ্যসচিব

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গের চারটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পরিষেবা উন্নয়নে বিশেষ জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের উপস্থিতিতে শনিবার এই চারটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্তাদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হবে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের সভাকক্ষে বেলা ১১টায় বৈঠক শুরু হবে। বৈঠকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ছাড়াও কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও হাসপাতাল সুপারকে ডাকা হয়েছে। এই বৈঠকেই ভার্চুয়ালি স্বাস্থ্য ভবন থেকে রাজ্যের স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা, স্বাস্থ্য অধিকর্তা সহ অন্য আধিকারিকরাও অংশ নেবেন।

শুক্রবার দুপুরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে গিয়ে বিভিন্ন বিভাগের রোগী পরিষেবা, রোগীদের খাবারের ব্যবস্থা ও সুপারস্পেশালিটি ব্লক ঘুরে দেখে আধিকারিকদের নিয়ে আলোচনাও করেছেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। শনিবার ফের তিনি মেডিকেলে যাবেন বৈঠকে উপস্থিত থাকতে।

অন্যদিকে, ডাক্তারি পড়ুয়াদের জন্য পুরুষ ও মহিলা, দুটি পৃথক হস্টেল তৈরির প্রস্তাবেও স্বাস্থ্য ভবন ছাড়পত্র দিয়েছে। এই প্রকল্পের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দেখতে শনিবার সকালে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিসেস কর্পোরেশন লিমিটেডের (ডব্লিউবিএমএসসিএল) একটি প্রতিনিধিদলও মেডিকেলে আসবে বলে জানা গিয়েছে।

ব্রাউন সুগার উদ্ধার, গ্রেপ্তার দুই মহিলা

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় এক কেজি ব্রাউন সুগার সহ দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করল স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) এবং আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতদের নাম জুলেখা খাতুন ও সুপ্রভা চক্রবর্তী। জুলেখার বাড়ি মালদার কালিয়াচকে এবং সুপ্রভা নকশালবাড়ির বাসিন্দা।

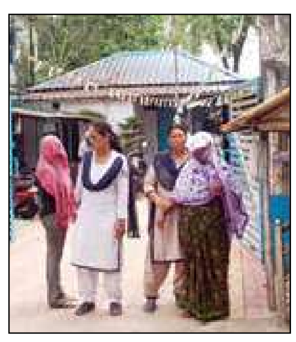

পুলিশ সূত্রে খবর, আশিঘর ফাঁড়ি এলাকার থারুঘাটিতে মাদক হস্তান্তরের পরিকল্পনা ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার ভোরে সেখানে অভিযান চালায় পুলিশ। সন্দেহভাজন দুই মহিলার তল্লাশি চালিয়ে প্রায় এক কেজি ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজারমূল্য প্রায় কোটি টাকা। মাদক হস্তান্তরের আগেই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই মাদক মালদা থেকে আনা হয়েছিল। এই এলাকায় তা অন্য একটি দলের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। ধৃতদের শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে পুলিশি হেপাজতের আবেদন করা হয়। ঘটনায় জড়িত চক্র এবং মাদকটি কোথায়, কার কাছে পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সচিব ছাড়া নাজেহাল পুরনিগম

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : রাজ্যের বাকি অংশের সঙ্গে শিলিগুড়িতেও চলছে জনগণনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মযজ্ঞ। কিন্তু শিলিগুড়ি পুরনিগমে টানা প্রায় পাঁচ মাস ধরে নেই কোনও সচিব। ফলে জনগণনার কাজ সামলাতে বেগ পেতে হচ্ছে পুর কর্তৃপক্ষকে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হচ্ছে দৈনন্দিন কাজও। পুরনিগম সূত্রে খবর, বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের কাছে একাধিকবার দরবার করার পাশাপাশি চিঠিও পাঠানো হয়েছে, কিন্তু সচিবের পদ শূন্যই থেকে গিয়েছে। এক আধিকারিক বলেন, 'সচিবের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা থাকায় কাজ সামলাতে গিয়ে যথেষ্টই সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। কিন্তু এভাবে কতদিন পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব, তা বলা মুশকিল। শীঘ্রই শূন্যপদ পূরণ না হলে সমস্যা আরও বাড়বে।'

বিধানসভা নির্বাচনের আবহে গত ২৪ মার্চ শিলিগুড়ি পুরনিগমের সচিব অনাবিল দত্তকে মুর্শিদাবাদে বদলি করা হয়। এরপরই শূন্যপদে পুরনিগমের ফিন্যান্স অফিসার রাতিকা সুব্বাকে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি ফিন্যান্স অফিসারের পাশাপাশি সচিবের সমস্ত কাজকর্মও সামলাচ্ছেন। তবে এর সঙ্গেই নিত্যদিনের কাজের পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে জনগণনার কাজ। জনগণনার কাজে সচিবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। পদাধিকার বলে সচিব সিটি সেন্সাস অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হন। ফলে পুরনিগমের ভারপ্রাপ্ত সচিবের কাঁধে এখন নতুন দায়িত্ব। জনগণনা সংক্রান্ত যে কোনও কাজের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে দাপ্তরিক কাজকর্ম তাঁকেই সারতে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই একাধারে ফিন্যান্স অফিসার এবং অন্যদিকে সচিব ও সিটি সেন্সাস অফিসারের দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে তাঁকেও বেগ পেতে হচ্ছে।

তবে সমস্যা এখানেই শেষ নয়। পুরনিগমের কমিশনার বীরবিক্রম রাইয়ের কাঁধেও রয়েছে বাড়তি দায়িত্ব। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা এসজেডিএ-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকের পদ সামলানোর পাশাপাশি তাঁকে কমিশনারের দায়িত্বও পালন করতে হচ্ছে। অন্যদিকে, পুর প্রশাসককেও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সচিব পদের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। ফলে তিনি একটানা পুরনিগমে বসতে পারছেন না। এহেন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সচিবের পদ শূন্য থাকায় পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে বলেই অনেকের বক্তব্য।

এ বিষয়ে পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র তথা দার্জিলিং জেলা তৃণমূল (সমতল) কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গৌতম দেব বলেন, 'আমাদের

- বিধানসভা নির্বাচনের সময় অনাবিল দত্তকে বদলি করার পর থেকে পুরনিগমে নেই সচিব
- প্রশাসক, পুর কমিশনার থেকে ফিন্যান্স অফিসার একাধিক কর্তাকে সামলাতে হচ্ছে দুটি পদ
- রাজ্যের কাছে বারবার দরবার, চিঠি দিয়েও মেলেনি সচিব, ব্যাহত হচ্ছে দৈনন্দিন কাজও

সময় অনেক চেষ্টা করেছিলাম। পরে ভেবেছিলাম সরকার বদলের পর হয়তো সচিবের শূন্যপদ পূরণ হবে। উলটে এখন পুরনিগমে স্থায়ী কমিশনারই নেই। রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিলে হয়তো এতদিনেই সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।' এ বিষয়ে আশার বাণী শুনিয়ে শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা মন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'এ নিয়ে কথা হয়েছে। দ্রুত যাতে সচিব পদ পূরণ হয়, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জায়গায় অনুরোধ করা হয়েছে। আশ্বাসও মিলেছে। সরকারি বিভিন্ন পদে রদবদল হচ্ছে। তার মাধ্যমেই সমস্যাগুলির সমাধান হবে।'

প্রতিবাদে বামেরা

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষ ও ভাঙচুরের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্যজুড়ে রাস্তায় নেমেছে বামেরা। শুক্রবার দার্জিলিং জেলায় এসএফআই, ডিওয়াইএফআই, মহিলা সমিতি, এবিটিএ সহ শহরের সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ একটি প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলান। শিক্ষাক্ষেত্রে কেন এই নৈরাজ্য— তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন জেলা এবিটিএ সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু। তিনি বলেন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে আরএসএস ও বিজেপির দুষ্কৃতীরা যেভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।' এদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সুইমিং পুলের সামনে থেকে এই প্রতিবাদ মিছিল শুরু করে হাসপাতাল মোড় হয়ে হিলকার্ট রোডে যায়। মিছিলে ব্যানার হাতে পা মেলান এসএফআই-এর জেলা সম্পাদক অঙ্কিত দে, ডিওয়াইএফআই-এর জেলা সম্পাদক সাগর শর্মা, সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিলীপ সিং প্রমুখ। অন্যদিকে, এদিন সিপিএমের ১ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে শহরের নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা মেটানোর দাবিতে ১ নম্বর বরোর অফিসারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

রামভজনকে বারণ কোর্টের

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : শুক্রবার আবাস যোজনা দুর্নীতি মামলায় রামভজন মাহাতোকে জিজ্ঞাসাবাদের রিপোর্ট কলকাতা হাইকোর্টে জমা দিল প্রধাননগর থানার পুলিশ। রিপোর্ট পর্যালোচনার পাশাপাশি সওয়াল-জবাবের পর পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত রামভজনের উপর একাধিক নির্দেশ জারি করেছে আদালত।

নির্দেশ অনুযায়ী, তদন্তকারীদের না জানিয়ে তিনি বাইরে কোথাও যেতে পারবেন না। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ ডাকলেই তাঁকে থানায় হাজিরা দিতে হবে।

দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত সাতমাইল এলাকায় গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় গাড়ির চালক ও বাইকের চালক, দুজনেই আহত হয়েছেন। বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষের পর গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

রংদার

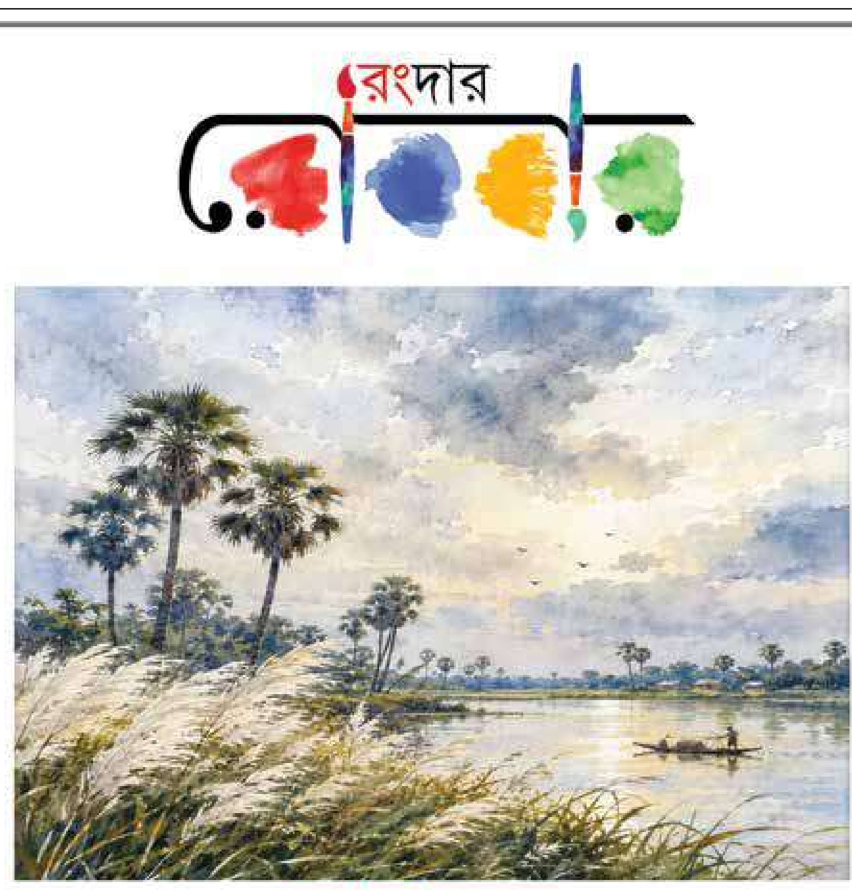

ভাদ্র ভুবন

বর্ষার বিদায় আর শরতের আগমনের মাঝখানে ভাদ্র যেন এক আশ্চর্য সাঁকো। তার আকাশে রোদ আর বৃষ্টির লুকোচুরি, মানুষের জীবনেও বদলে যায় চেনা ছন্দ। কোথাও তাল গাছের ছায়ায় জমে থাকে ফেলে আসা শৈশব, কোথাও লোকবিশ্বাসের অলিখিত নিয়মে বেঁচে থাকে বহু প্রজন্মের সামাজিক স্মৃতি। উত্তরবঙ্গের গ্রাম, মাঠ, দিঘি, হাট আর ঘরসংসারের অজস্র গল্পে তাই এ মাস ধরা দেয় নানা রঙে। ক্যালেন্ডারের একটি মাসের পরিচয় ছাপিয়ে সে কখনও বদলে যাওয়া প্রকৃতির ভাষা, কখনও হারানো সময়ের দীর্ঘশ্বাস, কখনও লোকজীবনের বহমান উত্তরাধিকার।

প্রচ্ছদ কাহিনী সন্দীপন নন্দী, রুবাইয়া জুঁই ও অনিন্দ্য সরকার

রম্যরচনা শৌভিক রায়

ছোটগল্প অনিতা দাস রুদ্র

অণুগল্প বেলা দে ও সম্মিলিতা দত্ত

কবিতা সুদীপা দেব, সুবীর সরকার, অমিত পাল, স্বরূপ গুপ্ত ও সুকুমার বাড়ই

এক ঘরেই এখন চলছে দুই স্কুলের ক্লাস

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : একসময় পড়ুয়ার চাপে একই প্রাঙ্গণে দুই শিফটে স্কুল চালু করতে হয়েছিল। সেই দুই শিফটের স্কুল এখনও চলছে। তবে সময়ের সঙ্গে পড়ুয়ার সংখ্যা এতটাই কমেছে যে বর্তমানে একটি মাত্র ঘরেই দুই স্কুলের সমস্ত শ্রেণির পঠনপাঠন চলছে। এমনই ছবি আশ্রমপাড়া এলাকার রামকৃষ্ণ মহাশিক্ষালয় এবং আশ্রমপাড়া জিএসএফ প্রাইমারি স্কুলের। দুই স্কুল মিলিয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা মাত্র ২৬। তার ওপর দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে স্কুলের ভবন।

১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ মহাশিক্ষালয়। পরবর্তী সময়ে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়তে থাকায় ১৯৭২ সালে একই প্রাঙ্গণে আশ্রমপাড়া জিএসএফ প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। একটা সময় তো পড়ুয়ার চাপ সামলাতে সকাল ও দুপুর, দুই শিফটে

পঠনপাঠন শুরু হয়। বর্তমানে সকালে আশ্রমপাড়া জিএসএফ প্রাইমারি স্কুলের ১৪ জন এবং দুপুরে রামকৃষ্ণ মহাশিক্ষালয়ের ১২ জন পড়ুয়া ক্লাস করে। একটি ঘরেই দুই স্কুলের সব শ্রেণির পড়ুয়াদের বসিয়ে ক্লাস নিতে হচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। পড়ুয়ার সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মহাশিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবব্রত সাহা বলেন, 'এখন তো সন্তানদের অভিভাবকরা আর বাংলামাধ্যম স্কুলে পড়াতে চান না।' আশ্রমপাড়া প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক রিপন বড়ুয়ার মন্তব্য, 'স্কুল সংস্কার এবং ইংরেজিমাধ্যম চালু না হলে এভাবেই টিকে থাকতে হবে।'

ওই ঘরটির পাশে আরও একটি ঘর রয়েছে। তবে দীর্ঘদিন ধরে সেটি ব্যবহারের অযোগ্য। শিক্ষকদের দাবি, ঘরটির নির্মাণ দুর্বল হওয়ায় সেখানে ক্লাস নেওয়া সম্ভব নয়। পাশেই থাকা আরও একটি ঘর জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ক্লাস নেওয়ার পাশাপাশি স্কুলের অন্যান্য পরিষেবাও চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্রধান শিক্ষক দেবব্রত বলেন, 'গোটা স্কুল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে পরিমাণ টাকা প্রয়োজন, তা আমাদের কাছে থাকে না। কম্পোজিট গ্র্যান্ট হিসেবে সামান্য যে টাকা বরাদ্দ হয়, তাতে স্কুলের প্রয়োজনীয় খরচই ওঠে না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমস্ত বিষয়টাই জানে।' দীর্ঘদিনের পুরোনো এই স্কুলের জরাজীর্ণ দশা নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। তাঁরা বলেন, স্কুলের একটি পরিচালন কমিটি ছিল। সেখানে সদস্য হিসেবে ওয়ার্ড কাউন্সিলার ছিলেন। তবে বর্তমানে কাউন্সিলার না থাকায় কমিটি ভেঙে গিয়েছে। ফলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ সহ কিছু বিষয়ে সমস্যা হচ্ছে। যদিও নিজেদের সাধ্যমতো স্কুল পরিষ্কার রেখে পড়ুয়াদের ধরে রাখার চেষ্টা করছেন বলে দাবি করেছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

দোলে দোদুল দোলে ঝুলো না... শুক্রবার তিরুবনন্তপুরমে ওনাম উৎসবে।

তারেকের সংবর্ধনার বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে চর্চায় নয়া জট

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য দিল্লি সফর ঘিরে তীব্র কূটনৈতিক টানাপোড়েন ও অনিশ্চয়তার ছবিটা ফের স্পষ্ট হল। ২১ অগাস্ট দুপুরে রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এর মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে সেটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। যার জেরে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জটিলতাই যেন নতুন করে প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, শনিবারের সাপ্তাহিক 'চেঞ্জ অব গার্ড' অনুষ্ঠানটি বাতিল করা হচ্ছে। কারণ, সেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনার মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু কোনও আনুষ্ঠানিক সফরসূচি চূড়ান্ত হওয়ার আগেই রাষ্ট্রপতির সচিবালয় থেকে এই খবর ছড়িয়ে পড়ায় তড়িঘড়ি তা তুলে নেওয়া হয়।

কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এই ঘটনা শুধু একটি প্রশাসনিক ভুল নয়, বরং এর গভীরে শিকড় গেড়ে রয়েছে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হস্তান্তর ইস্যুতে দু-দেশের অস্বস্তি। ঢাকায় ক্ষমতার পরিবর্তনের পর শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান এবং তাঁকে ফেরানোর বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের জোরদার দাবির পর থেকেই দুই প্রতিবেশীর সম্পর্কে শীতলতা তৈরি হয়েছে। ২৩ থেকে ২৫ অগাস্টের মধ্যে তারেক রহমানের এই প্রস্তাবিত সফর ঘিরে জল মাপছিল দু-পক্ষই।

বিতর্ক উসকে দিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রেসসচিব এএএম সালেহ বলেন, 'সফরের বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। হাসিনাকে হস্তান্তরের আবেদনের বিষয়ে ভারতের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছে ঢাকা।' অপরদিকে, বাংলাদেশ সংক্রান্ত কৌশলগত উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীরের মতে, 'পরস্পরের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মর্যাদার পরিবেশ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করে এই সফর উচিত নয়।'

ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সফর প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এই মুহূর্তে বলার মতো কিছু নেই, অগ্রগতি হলে জানানো হবে।' ফলে আগামী ১২-১৩ সেপ্টেম্বরের ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের আগে দিল্লি-ঢাকার এই মনস্তাত্ত্বিক দূরত্বের জল কোনদিকে গড়ায়, আপাতত সেদিকে নজর রয়েছে আন্তর্জাতিক মহলের।

রাহুলের অনড় অবস্থানে এফআইআর

অবশেষে পেলেট-বিদ্ধ সাহিলের অভিযোগ গ্রহণ নয়াদিল্লির থানায়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট: সকাল থেকে সন্ধ্যা-টানা সাত ঘণ্টা থানা চত্বরে লোকসভার বিরোধী দলনেতার অবস্থান। হাতে লেডি হার্ডিঞ্জ হাসপাতাল ও এইমসের চিকিৎসার জরুরি নথি, আর হাতঘড়ির পাশে দেখা যাচ্ছে ১৯ বছরের ছাত্রের শরীর থেকে অস্ত্রোপচার করে বের করা একটি ধাতব পেলেট। ২০ জুলাই যন্তর মন্তরে শিক্ষার্থীদের সংসদ অভিযান ও আন্দোলনের সময় ছররা গুলিতে গুরুতর আহত সাহিল লোচাভের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করার দাবিতে এভাবেই শুক্রবার উত্তপ্ত হল নয়াদিল্লি। দিল্লি পুলিশের একের পর এক টালবাহানা এবং টানাপোড়েনের পর অবশেষে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির অনড় অবস্থানের সামনে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হল পুলিশ প্রশাসন। শুক্রবার সন্ধ্যায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করে তার কপি রাহুলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এফআইআর হাতে পেয়ে ধর্না তুলে রাহুল মন্তব্য করেন, 'এটা ন্যায়ের প্রথম আইনি পদক্ষেপ।'

২০ জুলাইয়ের আন্দোলনে সিআরপিএফ ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের (আরএএফ) ছররা গুলিতে জখম সাহিলের নালিশ এক মাস পার হলেও অভিযোগ জমা নেওয়া হয়নি। এর প্রতিবাদে শুক্রবার সাহিল ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে কনট প্লেস ও পরবর্তীতে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় পৌঁছোন রাহুল। ডেপুটি কমিশনার শচীন শর্মার সামনে তড়িঘড়ি পদক্ষেপের দাবি জানান তিনি। তবে পুলিশের অনাগ্রহ দেখে থানার চত্বরেই ধর্নায় বসে পড়েন রাহুল, সাহিল ও প্রিয়াংকা গান্ধি বঢরা, অধীররঞ্জন চৌধুরী সহ অন্য কংগ্রেস নেতারা।

পরিস্থিতি সামাল দিতে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার বাইরে অতিরিক্ত পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী ও আরএএফ মোতায়েন করা হয়। ধর্নাস্থলে বসেই

পুলিশের এফআইআরের কপি হাতে রাহুল গান্ধির সঙ্গে সাহিলরা। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

সাংবাদিকদের সামনে সাহিলের চিকিৎসাসংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরেন রাহুল। তিনি জানান, সাহিলের শরীরে দু'শোরও বেশি প্যালেট ঢুকেছিল। তাঁর একটি চোখে তিনটি পেলেট ঢুকে দৃষ্টিশক্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অন্যদিকে হৃদযন্ত্রের ঠিক কাছে কয়েকটি পেলেট আটকে রয়েছে যা বের করা চিকিৎসকদের পক্ষেও বিপজ্জনক ছিল। হাতের তালুতে পেলেটটি দেখিয়ে রাহুলের প্রশ্ন, 'দিল্লি পুলিশ বা সিআরপিএফ যদি ছররা গুলি না চালিয়ে থাকে, তবে ১৯ বছরের একটা ছাত্রের শরীরে ২০০টা পেলেট এল কোথা থেকে? কে গুলি চালাল? যদি পুলিশ না চালায়, তবে প্রকৃত অপরাধী কে, তা তদন্তে উঠে আসবে না কেন?'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে নিশানা করে রাহুল প্রশ্ন তোলেন, 'একজন সাধারণ নাগরিক যখন ন্যায়বিচারের জন্য আইনি পথ চান, তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন এত ভীত?' দিল্লি পুলিশের যুক্তি ছিল, ২০ জুলাইয়ের ঘটনার সার্বিক তদন্তে সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই একটি পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে, তাই নতুন করে এফআইআর নেওয়ার আগে আইনি দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছিল। রাহুল পালটা দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্টের নজরদারি এবং একজন নাগরিকের লিখিত নালিশের ভিত্তিতে এফআইআর দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

দীর্ঘ টানাপোড়েন শেষে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে দিল্লি পুলিশ। এফআইআর-এর কপি হাতে পেয়ে সাহিল আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, 'রাহুল গান্ধির মতো জননেতা সঙ্গে থাকলে কোনও ছাত্রের কণ্ঠ স্তব্ধ করা সম্ভব নয়।' অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'এই জয় বিরোধী দলনেতার জেদের জয় এবং এটি প্রমাণ করে বর্তমান সরকার কতটা স্বৈরাচারী।'

এদিকে পুরো ঘটনাকে কংগ্রেসের রাজনৈতিক নাটক বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট যখন পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গড়েছে, তখন রাহুল গান্ধির এই ধর্না আসলে ক্যামেরার ফুটেজ পাওয়ার ক্ষুধা ছাড়া কিছু নয়। দেশের বিচারব্যবস্থার ওপর কি বিরোধী দলনেতার বিশ্বাস নেই?' তবে রাহুলের পাশে দাঁড়িয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বলেন, 'বিরোধী দলনেতা যদি আক্রান্ত সাধারণ মানুষের পাশে না দাঁড়ান এবং সরকারের কাছে প্রশ্ন না তোলেন, তবে ওই পদের গুরুত্বই বা কী থাকে?' শুক্রবার দিল্লির রাজপথে রাহুলের সাত ঘণ্টার অবস্থান জাতীয় রাজনীতিতে বিরোধী জোটের আন্দোলনকে নয়া মাত্রা দিল, তা মানছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ।

> এটা ন্যায়ের জন্য প্রথম আইনি পদক্ষেপ।
> -রাহুল গান্ধি

> রাহুল গান্ধির মতো জননেতা সঙ্গে থাকলে কোনও ছাত্রের কণ্ঠ স্তব্ধ করা সম্ভব নয়।
> -সাহিল লোচেব

হরমুজে ভারতীয় নাবিকদের জাহাজে গ্রেনেড হামলা

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট : গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে হরমুজ প্রণালী ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ২২ এপ্রিল ঘটে যাওয়া এক ভয়াবহ ঘটনার ফুটেজ প্রকাশ করেছে ভারতীয় নাবিকদের সংগঠন 'ফরোয়ার্ড সিমেন্স ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া' (এফএসইউআই)। ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ২১ জন ভারতীয় নাবিককে নিয়ে যাওয়া পানামার পতাকাবাহী একটি পণ্যবাহী জাহাজকে ঘিরে ধরেছে ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) সশস্ত্র বোট। জাহাজটিকে লক্ষ্য করে রকেটচালিত গ্রেনেড (আরপিজি) হামলা চালানো হলে নাবিকরা প্রাণ বাঁচাতে জাহাজের ভিতরে আশ্রয় নেন। জাহাজমন্ত্রক নিশ্চিত করেছে, হামলায় ক্ষতি হলেও ২১ জন ভারতীয় নাবিকই অলৌকিকভাবে সুরক্ষিত ছিলেন।

প্রকাশ্যে ২২ এপ্রিলের ভিডিও

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা সংলগ্ন জলপথে সংঘাত শুরুর পর ১৬ জন ভারতীয়র মৃত্যু হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ১০ জন নাবিক। ১টি মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতের বিদেশমন্ত্রক ইতিমধ্যেই ইরানের উপরাষ্ট্রদূতকে তলব করে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে।

ভারতের ডিরেক্টরেট জেনারেল অব শিপিং নির্দেশিকা জারি করে বলেছে, 'পারস্য উপসাগর ও হরমুজ প্রণালী অঞ্চলে নিরাপত্তার চরম ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। ভারতীয় নাবিকদের জীবন রক্ষায় হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াতকারী জাহাজে ভারতীয়দের নিয়োগ না করার জন্য নিয়োগকারী সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।'

পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত ৩,৯৭২ জন নাবিককে দেশে ফিরিয়ে এনেছে এবং বিশেষ কন্ট্রোল রুম চালু করেছে। এদিকে ইয়েমেন ও সোমালিয়া উপকূলে দুটি বাণিজ্য জাহাজ ছিনতাই করে ২২ জন ভারতীয় নাবিককে অপহরণ করেছে জলদস্যুরা। অন্যদিকে, আমেরিকা-ইরান যুদ্ধে এ পর্যন্ত ১৮ জন মার্কিন সেনা নিহত এবং ৭৫০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে বলে পেন্টাগন সূত্রে জানা গিয়েছে।

আমেরিকা যেতে মানা তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীকে

নয়াদিল্লি ও লন্ডন, ২১ অগাস্ট : কেন্দ্রের ছাড়পত্র না মেলায় আর আমেরিকা যাওয়া হল না কংগ্রেস শাসিত তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির। লন্ডন থেকেই হায়দরাবাদে ফিরবেন তিনি। শুক্রবার তাঁর লন্ডন থেকে আমেরিকার বস্টনে যাওয়ার কথা ছিল।

বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রেবন্ত রেড্ডিকে আমেরিকা সফরের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, 'আমি নিশ্চিত করে বলতে চাই যে মুখ্যমন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অনুমোদন দেওয়ার জন্য বিদেশমন্ত্রক প্রস্তাবিত সফর পর্যালোচনা করে দেখে। যে কর্মসূচির প্রস্তাব দেওয়া হয় তা সফরের উদ্দেশ্য এবং সংশ্লিষ্ট পদমর্যাদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। আমেরিকা সফরের জন্য দেওয়া প্রস্তাবনাটি তা পূরণ করতে পারেনি। সে কারণে সফরের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তাঁকে ব্রিটেন সফরের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।'

লন্ডন থেকেই দেশে ফিরবেন মুখ্যমন্ত্রী

বর্তমানে লন্ডনে রয়েছেন রেবন্ত। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'এই সফরের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রের নয়া শিক্ষানীতির অংশ হিসেবে বিশ্বের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে তেলেঙ্গানায় নিয়ে আসা। প্রথম সারির আন্তর্জাতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা অর্জনের যে আকাঙ্ক্ষা আমাদের তরুণ সমাজের রয়েছে, এই পদক্ষেপ তার উত্তর হত।' তিনি আরও বলেন, 'দেশ গঠন ও তরুণ সমাজের ভবিষ্যৎ গঠনের কথা যখন আসে, তখন আমাদের সকলের উচিত রাজনীতি এবং ভোটের ঊর্ধ্বে উঠে চিন্তা করা।'

অতীতে মোদি সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রোম, নেপাল ও চিন সফরের ছাড়পত্র দেয়নি কেন্দ্র। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অরবিন্দ কেজরিওয়াল, পঞ্জাবের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল।

শারীরিক পরীক্ষা শেষে ফের জেলে ইমরান

ইসলামাবাদ, ২১ অগাস্ট : হাসপাতালে সংক্ষিপ্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে আবার রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে পাঠানো হয়েছে। পাক তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লা তারার জানিয়েছেন, চিকিৎসকদের একটি দল সম্পূর্ণ 'মেডিকেলি ফিট' ঘোষণা করার পরেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে জেলে ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও বেসরকারি শিফা ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালের বদলে ইমরানকে সরকারি হাসপাতাল পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসে (পিআইএমএস) নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লা তারার বলেন, 'শিফা হাসপাতালের পথে পিটিআই কর্মীদের তৈরি করা নিরাপত্তাহীনতার কারণেই স্থান পরিবর্তন করে পিআইএমএসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।' তিনি আরও জানান, 'হৃদরোগ, চোখের সমস্যা ও সাধারণ চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ বোর্ড তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছে।'

অন্যদিকে, ইমরানের বোন উজমা খান সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'একাকী কারাবাসের কারণেই আমার ভাই শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।' আদালত শিফা হাসপাতালে চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কেন পিআইএমএসে আনা হল, সে বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তারা তাঁকে চোখের ফলো-আপ চিকিৎসার কথা বলেন বলে জানিয়েছেন তিনি। ইমরান খানের বিরুদ্ধে আনা সব মামলাকে শুরু থেকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করে আসছে তাঁর দল পিটিআই।

স্কুলে গিয়ে আক্রান্ত ককরোচ নেতারা

জয়পুর, ২১ অগাস্ট : দেশজুড়ে ককরোচ জনতা পার্টির 'স্কুল ঠিক করো' প্রচার অভিযানকে কেন্দ্র করে তপ্ত রাজস্থান ও মহারাষ্ট্র। গ্রামীণ সরকারি স্কুলের বেহাল দশা প্রকাশ্যে আনার কর্মসূচিতে নেমে পরপর দুটি বিজেপি-শাসিত রাজ্যে আক্রমণ ও হেনস্তার শিকার হলেন সিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। রাজস্থানের জয়পুরের অদূরে রাম্পুরা-কানওয়ারপুরা গ্রামে এক লজঝড়ে সরকারি স্কুল পরিদর্শন করতে গিয়ে সিজেপির যুগ্ম আহ্বায়ক আশুতোষ রাঙ্কার নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধি দলকে হামলার মুখে পড়তে হয়।

অভিযোগ, ওই গ্রামের সরকারি প্রাথমিক স্কুলটির ছাদ ভেঙে পড়ায় দীর্ঘ এক বছর ধরে একটি গোয়ালঘরে শিশুদের ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। সিজেপি প্রতিনিধি দল সেখানে পৌঁছোতেই একদল দুষ্কৃতী লাঠিসোঁটা বাগিয়ে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিয়ে ককরোচ কর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাথর বৃষ্টিতে গাড়ির কাচ ভাঙে, প্রতিনিধিদের পোশাক ছিঁড়ে দেওয়া হয় এবং এক মহিলাকর্মীর ফোনও কেড়ে নেওয়া হয়। হামলায় এক কর্মীর হাত ভেঙে যায় এবং পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

> ভেঙে পড়া স্কুলের বদলে গোয়ালে শিশুরা পড়াশোনা করছে—এই নির্মম সত্য দেখতে যাওয়ার অপরাধেই স্থানীয় বিজেপি গুন্ডারা আক্রমণ চালিয়েছে।
> -আশুতোষ রাঙ্কা

অভিযুক্তদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করা না হলে দেশজুড়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সিজেপি নেতারা। শুক্রবার সিজেপি নেতা আশুতোষ বলেন, 'ভেঙে পড়া স্কুলের বদলে গোয়ালঘরে শিশুরা পড়াশোনা করছে—এই নির্মম সত্য দেখতে যাওয়ার অপরাধেই স্থানীয় বিজেপি গুন্ডারা আক্রমণ চালিয়েছে।'

এর ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে মহারাষ্ট্রের লাতুরের একটি জেলা পরিষদ স্কুলেও বাধার মুখে পড়েন সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকে। সেখানে স্কুলচত্বর থেকে মদেরো বোতল উদ্ধারের পাশাপাশি সিজেপির পরিদর্শনের খবর পেয়ে 'ভাড়াটে পড়ুয়া' এনে ক্লাসরুমে বসিয়ে রাখার গুরুতর অভিযোগ তোলেন তিনি।

রাজস্থানের মন্ত্রী অবিনাশ গেহলট সিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলে বলেন, 'এই দলটিতে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী উপাদান রয়েছে। এরা স্কুল সংস্কার করছে না, বরং নৈরাজ্য ছড়াচ্ছে।' রাজস্থানের কংগ্রেসি বিধায়ক শচীন পাইলট বলেন, 'ব্যর্থতা ঢাকতেই সরকার স্কুলে সাংবাদিকদের প্রবেশ ও ছবি তোলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।'

বিভিন্ন মুহূর্ত... শুক্রবার মরিগাঁওতে।

বেপরোয়া গতি প্রাণ কাড়ল তরুণীর

হায়দরাবাদ, ২১ অগাস্ট : বিলাসবহুল গাড়ির বেপরোয়া গতি কেড়ে নিল ২৬ বছর বয়সি এক কর্মরতা তরুণীর প্রাণ। গত রবিবার দুপুরে সহকর্মীর সঙ্গে খাবার খেয়ে দোকানে ফেরার সময় হায়দরাবাদের মাধাপুরে ইনঅরবিট মলের সামনে রাস্তা পার হচ্ছিলেন ভারতী মুখী। তখনই দ্রুতগামী একটি অ্যাস্টন মার্টিন গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে শপিং মলের ওই কর্মীকে। মাথায় গুরুতর চোট পেয়ে ঘটনাস্থলেই প্রচুর রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়। তদন্তে পুলিশ নিশ্চিত করেছে, দুর্ঘটনার সময় ঘাতক গাড়ির চালকের আসনে ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের জনসেনা পার্টির রাজ্যসভা সাংসদ লিঙ্গামনেনি রমেশের ২১ বছরের ছেলে সঞ্জুষ।

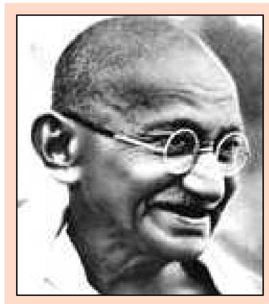

১৬ কোটিতে বিকোল গান্ধির পাণ্ডুলিপি

মুম্বই, ২১ অগাস্ট : নিলামে রেকর্ড গড়ল মহাত্মা গান্ধির স্মৃতিবিজড়িত পাণ্ডুলিপি। স্বাধীনতা সংগ্রামী আনন্দ টি হিঙ্গোরানিকে লেখা গান্ধির ৬৮৮টি ভাবনার সংকলন 'আ থট ফর দ্য ডে' ১৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় বিক্রি করল নিলাম সংস্থা স্যাফ্রনআর্ট। ভারতীয় কোনও ঐতিহাসিক নথির নিলামে এটিই এপর্যন্ত সর্বোচ্চ দরের বিশ্বরেকর্ড। সত্য ও অহিংসার বাণী সমৃদ্ধ এই পাণ্ডুলিপিটি ২৩ মাস ধরে লিখেছিলেন গান্ধিজি। ক্রেতার নাম অপ্রকাশিত থাকলেও তিনি ভারতীয় এবং এটি দেশেই থাকছে। সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা দীনেশ ওয়াজিরানি বলেন, 'ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিরিখে ভারতের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে দেখার সুযোগই এই সংগ্রহকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।' এছাড়াও গান্ধির ঈশ্বর সম্পর্কিত চিঠি ১ কোটি ৬৮ লক্ষ এবং তাঁর ব্যবহৃত 'পেটি চরকা' ১ কোটি ২ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

বন্দে মাতরম বিতর্কে শর্মিলাকে খোঁচা কঙ্গনার

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট : জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম'-এর প্রথম দুই স্তবকই বহাল রাখা উচিত বলে মনে করেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর। এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী বহু সম্প্রদায়ের ভাবাবেগ মাথায় রেখে পূর্ণাঙ্গ গানটি গাওয়া কঠিন বলে তাঁর মত। শর্মিলার কথায়, 'যাঁরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁদের পক্ষে 'বন্দে কালী, বন্দে দুর্গা' বলা কঠিন।'

এর জবাবে শর্মিলাকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন বিজেপি সাংসদ-অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। ইনস্টাগ্রামে শর্মিলার সাক্ষাৎকারের ভিডিও শেয়ার করে তিনি বলেন, 'দয়া করে হিন্দু-মুসলিম মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসুন।' স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক এই গানে 'শক্তি'-র উল্লেখ স্রেফ ধর্মীয় তকমা নয়, বরং শক্তির রূপক বলে দাবি করেন কঙ্গনা।

এদিকে আলিপুরের জাতীয় গ্রন্থাগারের 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' অনুষ্ঠানে শুক্রবার বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য কঙ্গনার পাশে দাঁড়িয়ে এই বিতর্কে শর্মিলার তীব্র সমালোচনা করেন। তৈমুর লং-এর ইতিহাস টেনে তাঁর কটাক্ষ, 'তৈমুর লং-এর নামকে যাঁরা নাতির নাম রাখতে পারেন, তাঁরা তো বন্দে মাতরমকে খণ্ডিত করতে চাইবেনই, এটাই তো স্বাভাবিক।'

গবেষণার বদলে সাফাইয়ের কাজ

তিরুবনন্তপুরম, ২১ অগাস্ট : গবেষণায় বাধা দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তার বদলে দেওয়া হয়েছে সাফাইকর্মীর কাজ। দিনের পর দিন অপমান করা হয়েছে নানা ছুতোয়। সহপাঠী থেকে শিক্ষক—নির্যাতকের তালিকায় কে নেই!

এই পরিস্থিতিতে খানিকটা নিরুপায় হয়েই কেরলের তুঞ্চথ এজুথাচান মালয়ালম বিশ্ববিদ্যালয়ের

ধর্নায় দলিত মহিলা

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগে জাতপাত ও লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে সুবিচার চেয়ে ধর্নায় বসেছেন অনঘা শশী নামে দলিত সম্প্রদায়ের এক পিএইচডি গবেষক। ধর্নায় সঙ্গী তাঁর মা-ও।

তথাকথিত নীচুতলার ওই গবেষকের অভিযোগ, ২০২৪ সালের মার্চে গবেষক হিসাবে যোগ দেওয়া এবং এক বছর আগে কোর্সওয়ার্ক শেষের পরেও বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর ডক্টরাল কমিটি গঠন করেনি এবং বার্ষিক রিপোর্ট আটকে রেখেছে। ফলে তাঁর ফেলোশিপও বন্ধের মুখে। উলটে গবেষণার বদলে তাঁকে দিয়ে জোর করে গবেষণাগারের সরঞ্জাম ধোয়া এবং ধুলো ঝাড়ার মতো সাফাইয়ের কাজ করানো হত।

হাজার নির্যাতন সয়েও হাসিমুখে অনঘা শশী।

অনঘার দাবি, বিভাগীয় শিক্ষক অরুণ বাবু ভি ও জাইনি ভার্গিস তাঁকে প্রতিনিয়ত হেনস্তা করতেন। বসার জন্য একটি চেয়ার চাইলে তাঁর গাইড অরুণ বাবু বলেন, 'চেয়ার না থাকলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকো।' ইউজিসি-নেট ও ফেলোশিপ পাওয়ার পর বৈষম্য আরও বাড়ে। শিক্ষকরা কদর্য মন্তব্য করে বলেন, অনঘা শুধু নিম্নবর্ণের হওয়ার সুযোগেই এই অনুদান বাগিয়ে নিচ্ছেন।

নির্যাতিতার অভিযোগ, হস্টেলের প্রাক্তন এক রুমমেটও তাঁকে জোর করে শৌচাগার পরিষ্কার করতে বাধ্য করে জাতিগত হেনস্তা চালিয়েছিল। প্রতিবাদ করায় অনঘার মানসিক সুস্থতা নিয়ে অপপ্রচার করা হয়।

লাগাতার অপমানে অবসাদগ্রস্ত হয়ে অনঘা একবার চেষ্টা করেছিলেন আত্মঘাতী হওয়ার। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারটি ধারদেনা করে তাঁর পড়াশোনার খরচ চালাচ্ছিল। মা অম্বিকা শশী বলেন, 'আমার মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে মরতে গিয়েছিল।' তিনি আরও জানান, 'ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মুহূর্তেই, ১৪ অগাস্ট মধ্যরাতে আমরা বিক্ষোভ শুরু করি, কারণ শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকারটুকু আমাদের দেওয়া হয়নি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ এসসি/এসটি সেল তদন্তে কারচুপি করেছে এবং এক বছর পর হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ভুয়ো বয়ানে সই করানোর চেষ্টা হয়েছে বলেও অনঘার অভিযোগ। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকার শেষপর্যন্ত বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী রোজি এম জন অনঘাকে ভিডিও কলে সুবিচারের আশ্বাস দিলেও, দোষী শিক্ষকদের বহিষ্কার না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালানোর সিদ্ধান্তে অনড় মা-মেয়ে।

চিনির দাম বৃদ্ধি, সাফাই কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট : উৎসবের মরশুম শুরুর আগেই দেশে লাফিয়ে বাড়ছে চিনির দাম। গত ২০ জুলাই প্রতি কেজি চিনির দাম ছিল ৪৮.১৮ টাকা, যা ২০ অগাস্টে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫.৭০ টাকায়। বাজারে দামের এই ঊর্ধ্বগতি ঠেকাতে এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে একাধিক কড়া পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র। তবে গুঞ্জন উড়িয়ে সরকার স্পষ্ট করেছে যে, এই মূল্যবৃদ্ধির পিছনে ইথানল তৈরির নীতি মোটেই দায়ী নয়।

কেন্দ্রীয় ক্রেতাসুরক্ষা, খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইথানল উৎপাদনে চিনি ব্যবহারের পরিমাণ আগের তুলনায় কমেছে। ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে যেখানে উৎপাদিত চিনির প্রায় ১২ শতাংশ ইথানল তৈরিতে ব্যবহৃত হত, ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে তা কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯ শতাংশে। এছাড়া দেশের ইথানল চাহিদার তিন-চতুর্থাংশই এখন শস্য, বিশেষ করে ভুট্টা থেকে তৈরি হচ্ছে। মন্ত্রকের মতে, 'বর্তমান মূল্যবৃদ্ধি ইথানল প্রকল্পের কারণে ঘটেছে বলে দাবি করা ভুল। দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হ্রাস, উৎসবের চাহিদা, বিরূপ আবহাওয়া, আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধি এবং একশ্রেণির ব্যবসায়ীদের মজুতদারিই মূল কারণ।'

চলতি মরশুমে অভ্যন্তরীণ চিনি উৎপাদন প্রায় ৩০৬ লক্ষ মেট্রিক টন হতে পারে, যা প্রাথমিক অনুমানের (৩৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন) চেয়ে অনেকটা কম। অতিরিক্ত বৃষ্টি ও 'রেড রট' রোগের কারণেই এই ক্ষতি। আন্তর্জাতিক বাজারে দু-মাসে চিনির দাম বেড়েছে ১৬ শতাংশের বেশি।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১ অগাস্ট থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ডিলারদের জন্য ৪০০ টন মজুতসীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শুল্কমুক্ত ১০ লক্ষ মেট্রিক টন কাঁচা চিনি আমদানির অনুমতি দিয়েছে সরকার। এই সিদ্ধান্তের পর পাকিস্তান চিনি বিক্রির আগ্রহ দেখালেও সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ থাকায় বাস্তব সম্ভাবনা কম। মিলগুলিকে ১৫ অক্টোবর থেকে আখ মাড়াই শুরু করতে বলা হয়েছে, যাতে উৎসবের মুখে বাজারে জোগানের ঘাটতি না হয়।

পিচ পরিদর্শনে গম্ভীর-আগরকার-গিল

কলম্বোয় সারাংশকে নিয়ে ছক ভারতের

লঙ্কাকাণ্ডে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ২১ অগাস্ট : ইতিহাস এখানে থমকে গিয়েছে। সময় যেন আটকে রয়েছে এক সোনালি ফ্রেমে!

কলম্বোর সিনেমন মোড় থেকে মেটল্যান্ড প্লেসের দিকে ঘুরলেই চোখে পড়বে নৈশালোকে ভেসে থাকা বিশাল বাতিস্তম্ভ। সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব বা এসএসসি মাঠের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যে এটি এক নতুন পালক। রাস্তা ধরে একটু এগোলেই 'ওয়ান টিম, ওয়ান নেশন' লেখা বিশাল বিলবোর্ড, আর ঠিক তার পাশেই মূল প্রবেশদ্বার। ওয়াংখেড়ের সঙ্গে যেমন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সদর দপ্তর জুড়ে রয়েছে, তেমনই এসএসসি মাঠের অন্দরেই রয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের হেডকোয়ার্টার। ভিতরে পা রাখলেই চোখে পড়বে লঙ্কা-ক্রিকেটের মণিমুক্তো-১৯৯৬ সালের বিশ্বজয়ের ছবি থেকে শুরু করে ১৯৮৪ সালে এই মাঠের প্রথম টেস্টের স্মৃতি।

ইতিহাস আর ঐতিহ্যে মোড়া এই মাঠেই রবিবার সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। গতকাল বিকেলে কলম্বো পৌঁছানোর পর সন্ধ্যায় পুরো দল হাজির হয়েছিল ভারতীয় হাইকমিশনে। সেখানে শুভমান গিল ও গৌতম গম্ভীরদের আগামীর শুভেচ্ছা জানানো হয়। এই টেস্ট জিতে শ্রীলঙ্কাকে ২-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করতে পারলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার অঙ্কে অনেকটাই অক্সিজেন পাবে ভারত। তবে এই লক্ষ্যপূরণের রাস্তায় রবিবার প্রথম একাদশে একটা বড়সড়ো পরিবর্তন হতে চলেছে। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে স্পিনার কুলদীপ যাদবের জায়গা হতে চলেছে সাজঘরে। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে অফস্পিনার সারাংশ জৈনের টেস্ট অভিষেক প্রায় নিশ্চিত।

পিচ দেখার মাঝে প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকারের সঙ্গে আলোচনায় কোচ গৌতম গম্ভীর। কলম্বোয় শুক্রবার।

শুক্রবার সকালে ভারতীয় দলের ঐচ্ছিক অনুশীলনে লোকেশ রাহুল ও কুলদীপ ছিলেন না। সরকারিভাবে দলের তরফে বিশ্রামের কথা বলা হলেও, আসল সত্যিটা হল, এসএসসি টেস্টে যে তাঁর খেলার কোনও সুযোগ নেই, তা কুলদীপ ভালোই বুঝে গিয়েছেন। দুপুরের দিকে স্পিন কোচ সাইরাজ বাহুতুলে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে কুলদীপকে প্রশংসায় ভরালেও, তা নেহাতই বিতর্ক ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা। অন্যদিকে, দলের মূল নেটে আজ দীর্ঘক্ষণ বোলিং করেছেন সারাংশ। কোচ গম্ভীর, প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার এবং অধিনায়ক শুভমানের দীর্ঘ পিচ বৈঠকের নির্যাসও বলছে সারাংশের অভিষেকের কথাই।

শুক্রবার দীর্ঘক্ষণ ভারতের নেটে বোলিং করলেন সারাংশ জৈন।

এসএসসি-র বাইশ গজ বেশ শুকনো, তবে প্রবল গরম ও আর্দ্রতার কথা মাথায় রেখে সামান্য ঘাস রাখা হয়েছে। খেলা শুরুর আগে অবশ্য তা কিছুটা ছেঁটে ফেলা হবে। এমন পিচে স্পিনাররা যে ফ্যাক্টর হবেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পরিস্থিতির বিচারে সব দিক থেকেই এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া, ঘরের মাঠেও শ্রীলঙ্কাকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার মতো কোনও কারণ আপাতত গম্ভীরের ডায়েরিতে নেই।

ভুল শুধরে কলম্বোয় সুইপ ও ফুটওয়ার্কে শান গিলের

লঙ্কাকাণ্ডে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ২১ অগাস্ট : প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৬, আর দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৮। দল ১৬৫ রানে দাপুটে জয় পেলেও, গলের বাইশ গজে নিজের এই ব্যাটিং পারফরমেন্স খুব দ্রুত ভুলে যেতে চাইবেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল।

তিনি এই প্রজন্মের অন্যতম সেরা ব্যাটার, তাঁর স্কিলের কথা ক্রিকেট দুনিয়ার অজানা নয়। অথচ, গলের ঘূর্ণি পিচে লঙ্কান স্পিনারদের সামনে তাঁকে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়তে দেখা গিয়েছিল। ফুটওয়ার্কে সমস্যা হচ্ছিল, এমনকি সুইপ শট খেলতে গিয়েও বারবার লাইন মিস করছিলেন। সেই ভুল থেকেই শিক্ষা নিয়ে কলম্বোর এসএসসি মাঠে নিজেকে নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়ার কাজটা শুরু করে দিলেন গিল।

শুক্রবার সকালে অনুশীলনের শুরুতেই কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে অনেকটা সময় পিচ পরিদর্শন করেন তিনি। এরপর নিজের ব্যাটিং নিয়ে গুরুর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়। গম্ভীর তাঁকে শ্যাডো করে বেশ কিছু শট খেলার নিখুঁত পরামর্শ দেন। সেই টিপস সম্বল করেই কলম্বোর প্রবল গরম ও হাঁসফাঁস করা আর্দ্রতা উপেক্ষা করে নেটে টানা এক ঘণ্টা ব্যাটিং সাধনায় ডুব দেন গিল।

অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা সারাংশ জৈনকে আজ মূল নেটে দীর্ঘক্ষণ বোলিং করানো হয়, আর তিনি টানা বল করে গিয়েছেন অধিনায়ককেই। শুধু সারাংশ নন, স্থানীয় কয়েকজন বাঁহাতি স্পিনারকেও আজ নেটে ডেকে স্পিন খেলার মহড়া সেরেছেন শুভমান। রবীন্দ্র জাদেজা ও মানব সুথাররাও তাঁদের অধিনায়ককে অনেকটা সময় বল করেছেন। স্পিনের বিরুদ্ধে এই দীর্ঘ অনুশীলনের সময় স্পষ্ট দেখা গিয়েছে, গিল তাঁর ফুটওয়ার্ক নিয়ে অনেক বেশি সতর্ক, পাশাপাশি সুইপ শটটাও নাগাড়ে প্র্যাকটিস করে চলেছেন। দুপুর একটার সময় দলের সবাই যখন সাজঘরে এসির আরামে, তখনও গিল একা নেটে থ্রো ডাউন সামলে গিয়েছেন।

দুপুরের সাংবাদিক সম্মেলনে দলের স্পিন বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলে অধিনায়কের স্পিন-সমস্যার কথা উড়িয়ে দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, গিলের কোনও টেকনিকাল সমস্যাই নেই। অথচ, স্পিনের বিরুদ্ধে গিলের এই ঘাম ঝরানো দীর্ঘ অনুশীলন বলছে অন্য কথা। দলের এক সাপোর্ট স্টাফ নাম না প্রকাশের শর্তে স্বীকার করে নেন, গলের ব্যাটিং নিয়ে শুভমান নিজেই একেবারেই সন্তুষ্ট নন। তাই দ্বিতীয় টেস্টের আগে নিজেকে স্পিন অস্ত্রে শান দিয়ে নিচ্ছেন।

শুধু গিল নন, স্পিনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ মহড়া দিতে দেখা গিয়েছে ঋষভ পন্থ ও যশস্বী জয়সওয়ালদেরও। দলের অন্দরের খবর, এসএসসি-র মাঠে স্পিনারদের বিরুদ্ধে নিখুঁত ফুটওয়ার্ক ও সুইপ শটেই বাজিমাত করার ব্লু প্রিন্ট ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে টিম ইন্ডিয়া।

স্পিন সামলাতে আগ্রাসী মেজাজে শুভমান গিল।

পরের আইপিএলে পাথিরানাকে রাখছে না নাইটরা

লঙ্কাকাণ্ডে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ২১ অগাস্ট : চোট নিয়ে এসেছিলেন, আর চোট নিয়েই দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেছিলেন মেরেকেটে মাত্র একটি ম্যাচ। আর সেই এক ম্যাচেই কেকেআরের ১৮ কোটি টাকার বিপুল লগ্নি কার্যত জলে চলে গিয়েছে।

গত ১৬ মে ইডেনে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে বল করতে গিয়ে ফের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন মাথিশা পাথিরানা। সেই চোটের ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারেননি তিনি। এই মুহূর্তে কলম্বোতেই রয়েছেন শ্রীলঙ্কার এই তরুণ পেসার। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তাঁর হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট এতটাই গুরুতর যে, আগামী জানুয়ারির আগে তাঁর পুরোপুরি ফিট হয়ে মাঠে ফেরার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

এমন অবস্থায় পাথিরানার মতো চরম চোটপ্রবণ একজন ক্রিকেটারকে দলে রেখে মহাফাঁপরে পড়েছে কেকেআর। নাইট শিবিরের অন্দরের খবর, এই লঙ্কান পেসারকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছেন কর্তৃপক্ষ। বড়সড়ো কোনও অঘটন না ঘটলে আগামী এক মাসের মধ্যেই পাথিরানাকে রিলিজ করে দেওয়ার সরকারি ঘোষণা হয়ে যাবে। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের নিয়মে অন্য দলের সঙ্গে ট্রেড করার একটা সুযোগ থাকলেও, নাইটদের আপাতত সেই পথে হাঁটার কোনও পরিকল্পনাই নেই। মুম্বই থেকে রাতের দিকে কেকেআরের এক শীর্ষ কর্তা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে স্পষ্ট বলেছেন, 'পাথিরানাকে দল থেকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। সরকারি ঘোষণা এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।' শুধু কেকেআর নয়, চোটের এই দীর্ঘ ইতিহাসের কারণে আগামী নিলামে অন্য কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজিও তাঁকে দলে নিতে খুব একটা আগ্রহী হবে না বলেই খবর।

তাহলে মাত্র ২৩ বছরের এই প্রতিভাবান পেসারের ভবিষ্যৎ কী? এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর আপাতত কারও কাছে নেই। শুক্রবার দুপুরে এসএসসি মাঠে শ্রীলঙ্কা দলের ঐচ্ছিক অনুশীলনের ফাঁকে দলের মিডিয়া ম্যানেজার প্রসন্ন রডরিগেজ যেমন বলছিলেন, 'পাথিরানা অসম্ভব প্রতিভাবান একজন বোলার। কিন্তু একইসঙ্গে ও ভীষণ চোটপ্রবণও। জানি না ও কবে পুরোপুরি ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে পারবে। ওর ভবিষ্যৎ সত্যিই এখন প্রবলভাবে অনিশ্চিত।'

> পাথিরানা অসম্ভব প্রতিভাবান একজন বোলার। কিন্তু একইসঙ্গে ও ভীষণ চোটপ্রবণও। জানি না ও কবে পুরোপুরি ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে পারবে। ওর ভবিষ্যৎ সত্যিই এখন প্রবলভাবে অনিশ্চিত
>
> -প্রসন্ন রডরিগেজ
> শ্রীলঙ্কা দলের মিডিয়া ম্যানেজার

জানা গিয়েছে, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড এই কঠিন সময়ে পাথিরানার পাশে দাঁড়িয়েছে। তাঁকে ফিট করে তোলার জন্য বোর্ডের তরফে সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে। কিন্তু আদৌ কি তিনি আর আগের মতো পুরোপুরি ফিট হয়ে বাইশ গজে আগুন ঝরাতে পারবেন? উত্তরটা আপাতত সময়ের হাতেই তোলা রইল। তবে একটা বিষয় ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে, চোটের এই মারাত্মক ধাক্কায় ২০২৭ সালের আইপিএলের মঞ্চে পাথিরানাকে হয়তো আর দেখা যাবে না।

অনুশীলন শেষে প্রাক্তন সতীর্থ ধবল কুলকার্নির সঙ্গে রোহিত শর্মা।

প্রস্তুতি শুরু রোহিতের

মুম্বই, ২১ অগাস্ট : সেপ্টেম্বরের শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ শুরু। যদিও তার মাস খানেক আগেই প্রস্তুতিতে নেমে পড়লেন রোহিত শর্মা। ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচ। ৩০ সেপ্টেম্বর ও ৩ অক্টোবর শেষ দুই ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২০২৭ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে পায়ের নীচের জমি শক্ত করতে প্রতিটি ম্যাচই রোহিতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বকাপ-লক্ষ্যেই নিজেকে প্রস্তুত রাখতে লম্বা ছুটি কাটিয়ে ময়দানে হিটম্যান। রোহিতের অনুশীলনের সঙ্গী ছিলেন ভারতের প্রাক্তন পেসার ধবল কুলকার্নি ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ফিজিও ও স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ। বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সের মাঠে প্র্যাকটিসের প্রথম দিনে মূলত শারীরিক প্রস্তুতিই সারেন। দৌড়ের পাশাপাশি ফিজিক্যাল ট্রেনিং করেন। যে প্রস্তুতির ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে রোহিত ক্যাপশনে লিখেছেন, 'কাজ শুরু'।

রোনাল্ডোকে টেক্কা মেসির

লন্ডন, ২১ অগাস্ট : নিলামের মঞ্চে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর জার্সিকে টেক্কা দিল লিওনেল মেসির জার্সি। সম্প্রতি ম্যান ইউয়ের প্রাক্তন ম্যাসাজ থেরাপিস্ট রড থর্নলির ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা দুই মহাতারকার দুইটি জার্সি নিলামে ওঠে। সেখানে রোনাল্ডোর তুলনায় মেসির জার্সি ছয়গুণ বেশি দামে বিক্রি হয়। আর্জেন্টাইন মহাতারকার জার্সিটি বিক্রি হয় ভারতীয় মুদ্রায় ৫৬.৪ লক্ষ টাকা। রোনাল্ডোর জার্সির দাম ওঠে প্রায় ৯.০৫ লক্ষ টাকা। নিলামে ওঠা এই জার্সিটি পরে মেসি ২০১২ সালে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে খেলেছিলেন। অন্যদিকে, রোনাল্ডো অবশ্য নিলামে ওঠা জার্সিটি পরে কখনও খেলেননি। যে কারণে নিলামে আর্জেন্টাইন মহাতারকার জার্সিটির দাম উঠেছিল বেশি।

জট অব্যাহত, তবুও আশাবাদী তামিম

ঢাকা, ২১ অগাস্ট : চলতি শ্রীলঙ্কা সিরিজ শেষ হচ্ছে ২৭ অগাস্ট।

দ্বীপরাষ্ট্র থেকে ফিরে আসার পর সাময়িক বিরতি শুভমান গিলদের। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রয়েছে আফগানিস্তান সিরিজ। প্রাথমিকভাবে টি২০ সিরিজের সূচিও (১৩, ১৫ ও ১৭ সেপ্টেম্বর) ঘোষণা করেছে 'আয়োজক' আফগানিস্তান। তবে কয়েকদিন আগে ঘোষিত যে সূচিতে পরিবর্তনের অনুরোধও জানিয়েছে রশিদ খানের দেশের ক্রিকেট বোর্ড। ১১, ১৩ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর ম্যাচগুলি করতে চাইছে।

ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হলেও আফগানিস্তানের হোম সিরিজ। নিজের দেশের নিরাপত্তাজনিত সমস্যার কারণে ভারতে সিরিজ আয়োজন করতে চলেছে তাঁরা। সূচি পরিবর্তনের অনুরোধ নিয়ে ভারত ও আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে আলোচনা চললেও এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

ভারতের বাংলাদেশ সফর

এদিকে, ভারতের প্রস্তাবিত বাংলাদেশ সফর নিয়ে জট অব্যাহত। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সভাপতি তামিম ইকবাল জানিয়েছেন, দুই দেশের বোর্ড আলোচনা চালাচ্ছে। জটিলতা এখনও না কাটলেও তাঁরা আশাবাদী, শেষপর্যন্ত সাদা বলের জোড়া সিরিজ (৩টি করে ওডিআই এবং টি২০) খেলতে বাংলাদেশে পা রাখবে মেন ইন ব্লু।

তামিম বলেছেন, 'প্রাথমিকভাবে ভারতের প্রস্তাবিত বাংলাদেশ সফর (২৮ অগাস্ট-৯ সেপ্টেম্বর) নিয়ে আলোচনা অব্যাহত। পুনরায় সিরিজের সূচি পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত যদি রাজি হয় এবং সূচি চূড়ান্ত হয়ে যায়, তাহলে মিরপুর থেকে ঘরোয়া ক্রিকেটের খেলা অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হবে। পুরোটাই আলোচনার স্তরে। তবে আমরা আত্মবিশ্বাসী ভারত সিরিজ আয়োজনে।'

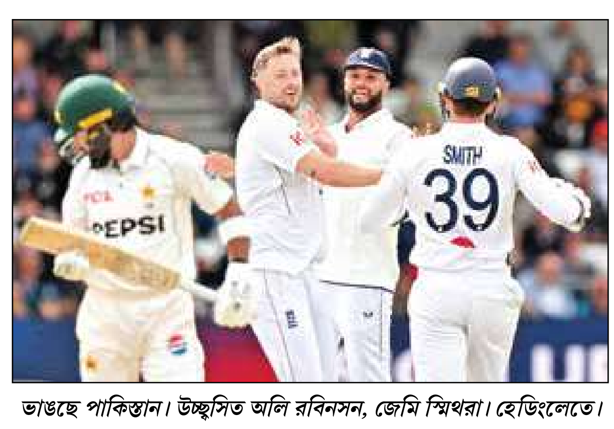

ভাঙছে পাকিস্তান। উচ্ছ্বসিত অলি রবিনসন, জেমি স্মিথরা। হেডিংলেতে।

তিনদিনেই রুটদের পাকিস্তান বধ

পাকিস্তান-১৭১ ও ১৩৫
ইংল্যান্ড-৪০৯
(ইংল্যান্ড ইনিংস ও ১০৩ রানে জয়ী)

হেডিংলে, ২১ অগাস্ট : পাকিস্তানকে ইনিংস ও ১০৩ রানের বিশাল ব্যবধানে চূর্ণ করে শুরু হল জো রুট-স্টিফেন ফ্লেমিং জমানা। তিনদিনের মধ্যেই প্রথম টেস্ট জিতে নিল ইংল্যান্ড। গতকালের ৩৬৬/৮ স্কোর থেকে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস এদিন শেষ হয় ৪০৯ রানে। আলি উসমান ৫ উইকেট নেন।

জবাবে ফের লজ্জার ব্যাটিং, অসহায় আত্মসমর্পণে ইনিংস হার বাঁচাতে ব্যর্থ পাকিস্তান। ৩৭.৩ ওভারে ১৩৫ রানেই গুটিয়ে যায়। এদিনও পাক ব্যাটিং ভাঙার কাজ সারেন অলি রবিনসন (২৯/৩)। সবমিলিয়ে ৮ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা। জোফ্রা আর্চার ও জোশুয়া টাঙ্গও তিনটি করে উইকেট নেন। পেস-ত্রয়ীর সামনে মহম্মদ রিজওয়ান (৪১) বাদ দিলে বাকিদের করুণ হাল। সাত ব্যাটার দুই অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোতেই ব্যর্থ।

পাক ওপেনার আজান ওয়াইসের (৯) ক্যাচ নিয়ে এদিন স্টিভেন স্মিথের বিশ্বরেকর্ড ভাঙেন রুট (ফিল্ডার হিসেবে সর্বাধিক ২১৯ ক্যাচ)। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই ইমাম-উল-হককে (০) ফিরিয়ে ধাক্কা দেন আর্চার। বাকি সময়ে যে ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ শান মাসুদ (২৯), আব্দুল্লা শফিক (১৫), সাউদ শাকিল (১৪) ও বাবর আজমের অনুপস্থিতিতে এই ম্যাচের অধিনায়ক সলমান আলি আঘা (৪)। বৃহস্পতিবার লর্ডসে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে লিডস টেস্টের ক্ষত কতটা কাটিয়ে উঠতে পারবে পাকিস্তান, সেটাই দেখার। ম্যাচ শেষে রুট বলেছেন, 'দুরন্ত জয়। বোলাররা দারুণ জায়গায় বল রাখল। পরিস্থিতি কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, সেটা দেখাল ওরা। লর্ডসে অন্যরকম চ্যালেঞ্জ থাকবে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

২২ বছর পর 'মুক্ত' মার্টিন

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট : স্ট্যাম্প জালিয়াতি ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ। রেলের চাকরি হারাতে হয়েছিল যে কারণে। দীর্ঘ ২২ বছর আইনি যুদ্ধের পর অভিযোগ থেকে অবশেষে 'মুক্তি' পেলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার জ্যাকব মার্টিন। ২০০৪ সালের ঘটনা। আজওয়া স্পোর্টস ক্লাবের হয়ে ইংল্যান্ডে খেলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভিসায় নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশি সে দেশে থাকার জন্য ইংল্যান্ডের অভিবাসন দপ্তরের স্ট্যাম্প জালিয়াতি করার অভিযোগ ওঠে।

প্রায় দুই দশকের বেশি সময় ধরে জারি থাকে আইনি টানাপোড়েন। সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণের অভাবে ভারতের হয়ে শেষপর্যন্ত ১০টি ওডিআই ম্যাচ খেলা মার্টিনকে অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়ার সিদ্ধান্ত পাতিয়ালা হাউস কোর্টের। যে প্রসঙ্গে মার্টিনের দাবি, তিনি এবং দলের বাকিরা সময়মতো দেশে ফিরেছিলেন। শুধু একজন ক্রিকেটার বাড়তি সময় রয়ে যায়। তার থেকেই সমস্যা। বড় এবং পরিচিত নাম হওয়ায় অনুমানের ভিত্তিতে তাঁকেও জড়িয়ে দেওয়া হয়।

অভিযোগ মুক্তির পর বরোদা রনজি ট্রফি দলের প্রাক্তন তারকা বলেছেন, 'আমার নাম প্রথমে এফআইআরে ছিল না। তদন্ত চলাকালীন আমাকে যুক্ত করা হয় পরিচিত নাম এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হওয়ার কারণে। ২২ বছর ধরে আইনি যুদ্ধ চলল। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের থেকেও কোনওরকম সাহায্য পাইনি। উলটে রেলের চাকরি খুইয়েছি। এতগুলো বছর কাটাতে হয়েছে তীব্র মানসিক কষ্টের মধ্যে। অবশেষে সুবিচার পেলাম। নতুন করে সবকিছু শুরু করতে চাই।'

পর্তুগালের হয়ে প্রথম শতরান হেনরিক্সের

লিসবন, ২১ অগাস্ট : গত মাসেই অস্ট্রেলিয়াকে বিদায় জানিয়ে জন্মভূমি পর্তুগালের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অলরাউন্ডার মোয়েস হেনরিক্স। পর্তুগালের জার্সিতে নেমে প্রথম আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি পেলেন হেনরিক্স। টি২০ বিশ্বকাপে ইউরোপীয় বাছাইপর্বে চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল পর্তুগালের। বৃষ্টিবিঘ্নিত এই ম্যাচে ৬ উইকেটে ২১১ রান করে পর্তুগিজরা। হেনরিক্স ৫১ বলে ১১১ রান করেন। তাঁর এই ঝোড়ো ইনিংসটি ১২টি চার ও ৭টি ছক্কায় সাজানো। পরে চেক প্রজাতন্ত্র ৮.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ২৪ রানে পৌঁছানোর পর প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। ফলে আর খেলা হয়নি। ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন নিয়মে ৯১ রানে জয় পায় পর্তুগাল।

ম্যাচের সেরা হয়ে হেনরিক্স।

দ্বিতীয় টেস্টেও লায়োনে ভরসা

ম্যাকে, ২১ অগাস্ট : ছন্দে টান। কিন্তু তারপরও নাথান লায়োনে ভরসা রাখল অস্ট্রেলিয়া। ডারউইনে প্রথম টেস্টে হেরে সিরিজে ০-১ পিছিয়ে প্যাট কামিন্স ব্রিগেড। শনিবার ম্যাকে-তে শুরু দ্বিতীয় তথা অন্তিম টেস্টে সিরিজ বাঁচাতে বাংলাদেশকে হারানো ছাড়া দ্বিতীয় রাস্তা খোলা নেই। গুরুত্বপূর্ণ যে টেস্টে লায়োনকে রেখেই এদিন একাদশ ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। প্রাথমিকভাবে লায়োনকে বসিয়ে পেসার স্কট বোল্যান্ডকে খেলানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কামিন্স। শেষপর্যন্ত সেই রাস্তায় হাঁটেনি ক্যাঙারু ব্রিগেড। প্রথম টেস্টের একাদশে একটাই পরিবর্তন। ওপেনার জেক ওয়েদারাল্ডের পরিবর্তে দলে আসা ম্যাট রেনশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে টপ অর্ডারের সমস্যা মেটাতে। **ঘোষিত একাদশ : ম্যাট রেনশ, ট্রাভিস হেড, মার্নাস লাবুশেন, স্টিভেন স্মিথ, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যালেক্স ক্যারি, বিউ ওয়েবস্টার, প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, নাথান লায়োন ও জোশ হ্যাজেলউড।**

ডুরান্ডের আগেই সূচি এএফসির

প্রতিপক্ষ ও লম্বা সফর চিন্তায় রাখছে হাবাসকে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ অগাস্ট : রবিবারের ডুরান্ড কাপ ফাইনালের প্রসঙ্গ উঠলে কপালে তেমন ভাঁজ পড়ছে না। বরং এএফসি কাপের কথায় রীতিমতো চিন্তিত লাগে তাঁকে।

আন্তোনিও লোপেজ হাবাস, ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন গত ১২ বছরে। প্রতিটি ফুটবলারের শক্তি ও দুর্বলতা নখদর্পণে তাঁর। সবথেকে বড় কথা, যে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সঙ্গে ফাইনালে লড়বে তাঁর বর্তমান দল, তাদের ফুটবলারদের বেশিরভাগই ছিলেন একসময়ে হাবাসের নিজের অস্ত্র। ফলে লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিং, অনিরুদ্ধ থাপারা কী করতে পারেন, কীভাবে খেলবেন, সবই জানা তাঁর। তাঁদের আটকাতে পারা না পারার সবটাই নির্ভর করবেন লাল-হলুদ জার্সি গায়ে যাঁরা খেলবেন তাঁদের উপর। কিন্তু হাবাসের ট্যাকটিক্সে যে ভুল হবে না, সেই নিয়ে বিতর্কে যাবেন না এমনকি মোহনবাগানের বর্তমান পরিচালনের দায়িত্বে থাকা কর্তারাও। সেমিফাইনালে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লিকে টাইব্রেকারে হারানোর পরও ফাইনাল নিয়ে খুব চিন্তিত লাগেনি লাল-হলুদ কোচকে। কিন্তু এএফসি প্রসঙ্গ উঠলেই মুখ গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে এই স্প্যানিশ কোচের। বলছেন, 'সূচি বা প্রতিপক্ষ দল নিয়ে এখনও ভাবার সময় পাইনি। তবে প্রত্যেকটা দলই শক্তিশালী। শক্ত চ্যালেঞ্জের সামনে পড়তে হবে। আমার নিজের দল এখনও পুরোপুরি তৈরি নয়। আপাতত ডুরান্ড কাপ নিয়েই ভাবতে হচ্ছে। এমনকি ফুটবলারদের সেভাবে তৈরি করারও সময় পাচ্ছি না। পরপর ম্যাচ থাকায়। কঠিন হবে সব ম্যাচই।'

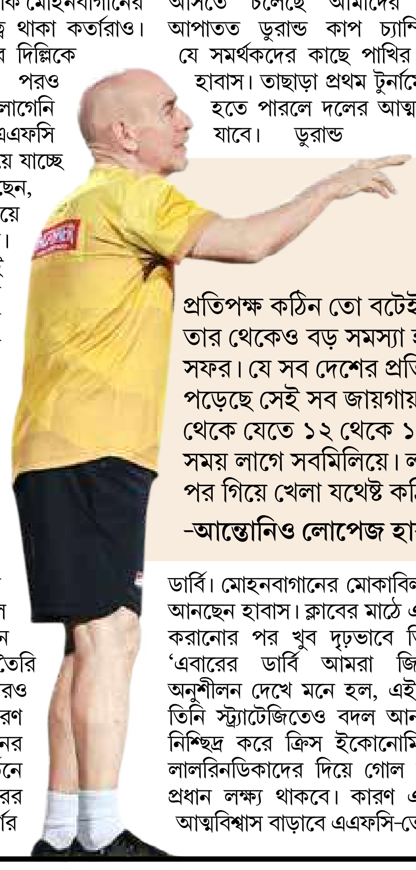

হাতে খুব বেশি সময় নেই। ১৬ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচ। অর্থাৎ ঠিকঠাক ধরলে এক মাসেরও কম সময় পাবেন এএফসি-র জন্য দলকে তৈরি করতে। বা বলা ভালো, আরও কম সময় পাবেন তিনি। কারণ প্রথম ম্যাচ আল হুসেইনের সঙ্গে অ্যাওয়ে। অর্থাৎ জর্ডনে গিয়ে খেলতে হবে। পরের ম্যাচ ইরাকের আল শোর্তার সঙ্গে ঘরের মাঠে। সূচি প্রসঙ্গে হাবাসের মন্তব্য, 'প্রতিপক্ষ কঠিন তো বটেই। কিন্তু তার থেকেও বড় সমস্যা হল লম্বা সফর। যে সব দেশের প্রতিপক্ষ পড়েছে সেই সব জায়গায় কলকাতা থেকে যেতে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা সময় লাগে সবমিলিয়ে। লম্বা সফরের পর গিয়ে খেলা যথেষ্ট কঠিন।' আর প্রথম ম্যাচে সেই কঠিন কাজটাই করতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। হাবাসের আর একটা সমস্যা হল একজনও বিদেশি স্ট্রাইকার না থাকা। এফিয়ং সুঙ্গুসি নাকি এখনও ভিসা পাননি। কবে পাবেন তার কোনও হদিস নেই। তবে এরইমধ্যে একজন ডিফেন্ডারকে সই করানো হচ্ছে বলে হাবাস নিজেই জানান।

এএফসি-তে যে সব দল খেলে তাদের পাশাপাশি আইএসএলের ম্যাচও খেলতে হয়। দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য করা যে কঠিন মানলেন এই অভিজ্ঞ স্প্যানিশ কোচও, 'লম্বা লম্বা সফর, খেলা আবার ফিরে এসে এখানে আইএসএলের ম্যাচ। সবমিলিয়ে খুবই ঝামেলার সময় আসতে চলেছে আমাদের জন্য।' তবে আপাতত ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়াই যে সমর্থকদের কাছে পাখির চোখ, জানেন হাবাস। তাছাড়া প্রথম টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে দলের আত্মবিশ্বাসও বেড়ে যাবে। ডুরান্ড ফাইনালে ডার্বি। মোহনবাগানের মোকাবিলায় ছকে বদল আনছেন হাবাস। ক্লাবের মাঠে এদিন অনুশীলন করানোর পর খুব দৃঢ়ভাবে তিনি বলেছেন, 'এবারের ডার্বি আমরা জিতবই।' এবং অনুশীলন দেখে মনে হল, এই জয়ের লক্ষ্যে তিনি স্ট্র্যাটেজিতেও বদল আনছেন। ডিফেন্স নিশ্ছিদ্র করে ক্রিস ইকোনোমিডিস, এডমুন্ড লালরিনডিকাদের দিয়ে গোল তুলে নেওয়াই প্রধান লক্ষ্য থাকবে। কারণ এই ম্যাচে জয় আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এএফসি-তেও।

> প্রতিপক্ষ কঠিন তো বটেই। কিন্তু তার থেকেও বড় সমস্যা হল লম্বা সফর। যে সব দেশের প্রতিপক্ষ পড়েছে সেই সব জায়গায় কলকাতা থেকে যেতে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা সময় লাগে সবমিলিয়ে। লম্বা সফরের পর গিয়ে খেলা যথেষ্ট কঠিন।
> -আন্তোনিও লোপেজ হাবাস

সংশয় কাটছে না ড্র্যাজিচকে নিয়ে

ফাইনালে ক্লান্তিই ভাবাচ্ছে মোহনবাগানকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অগাস্ট : বিশ্রাম নেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

রবিবার ডুরান্ড কাপের ফাইনাল। বৃহস্পতিবার শিলংয়ে সেমিফাইনাল খেলেছে সবুজ-মেরুন। ফেরার সময় এক বিমানে দলের সব সদস্যের টিকিট পাওয়া যায়নি। শুক্রবার সকালে প্রথম দফায় ৯ ফুটবলারকে সরাসরি শিলং থেকে বিমানে কলকাতায় ফেরানো হয়। যে ৭ জন ফুটবলার সেমিফাইনালে ৯০ মিনিট মাঠে ছিলেন তাঁরা এরমধ্যে ছিলেন। দলের বাকি সদস্যরা প্রায় দুই ঘণ্টার সড়কপথ অতিক্রম করে গুয়াহাটি থেকে সন্ধ্যার বিমানে কলকাতায় ফিরেছেন। তাও বেশ কয়েক দফায়।

ডুরান্ড ফাইনালের আগে এমন বিভ্রাট যে দলের প্রস্তুতিতে প্রভাব ফেলতে পারে, তা বলাই বাহুল্য। মহারণের প্রস্তুতির জন্য মাত্র একদিন সময় পাবে মোহনবাগান। শুধু তাই নয়, পর্যাপ্ত বিশ্রাম ছাড়াই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে হাইভোল্টেজ ম্যাচে মাঠে নামতে হবে প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিসের ছেলেদের। এই পরিস্থিতিতে ক্লান্তিই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সবুজ-মেরুনের জন্য। লাল-হলুদ ব্রিগেড সেমিফাইনাল খেলেছে বুধবার, কলকাতায়। তারপর একদিন বিশ্রাম পেয়েছেন ফুটবলাররা। শুক্রবার ফাইনালের মহড়া শুরু করেছে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ইস্টবেঙ্গল। কাজেই অনেক বেশি তরতাজা হয়ে খেতাবি দ্বৈরথে নামবে লাল-হলুদ ব্রিগেড। সেখানে ঠিক মতো রিকভারিরও সুযোগও পাবেন না জেমি ম্যাকলারেন, লিস্টন কোলাসো, সাহাল আব্দুল সামাদরা। দীর্ঘ যাত্রার ধকল সামলেই ফের ডার্বির কৌশল ঝালিয়ে নিতে হবে সবুজ-মেরুনকে। যা সত্যিই উদ্বেগের কারণ মোহনবাগান শিবিরের জন্য।

সেমিফাইনালের পর শিলংয়ের মাঠে দাঁড়িয়েই বাগান কোচ প্যানোস অবশ্য বলেছেন, 'কঠিন ম্যাচ ছিল। সহজাত ফুটবল খেলাটাই কঠিন হয়ে পড়েছিল আমাদের জন্য। পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমাদের পরিকল্পনায় বদল আনতে হয়। জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল। এবার সব ফোকাস ফাইনালে।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমরা প্রত্যেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছি মোহনবাগানের জন্য। সবুজ-মেরুন রংটার জন্য। খেতাব থেকে আর একটা ম্যাচ দূরে আমরা। এই ম্যাচটা জিততেই হবে।' ক্লান্তি থাকলেও মানসিকভাবে দলকে তরতাজা রাখতে চাইছেন তিনি। মাঠে দাঁড়িয়ে ফুটবলারদের উদ্দেশে তাঁর বার্তাই ডার্বির সুর বেঁধে দিয়েছে।

এদিকে, হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের জন্য সেমিফাইনাল খেলতে দলের সঙ্গে যাননি দেজান ড্র্যাজিচ। ডুরান্ড ফাইনালেও তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। সূত্রের খবর, তাঁকে খেলানো নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে নারাজ বাগান কোচ। আশঙ্কা, তাতে চোট আরও বড় আকার ধারণ করতে পারে। গত দুইদিন দলের মেডিকেল টিমের পর্যবেক্ষণে ছিলেন তিনি। শনিবার তাঁকে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যদিও ফাইনালে ড্র্যাজিচের খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

> কঠিন ম্যাচ ছিল। সহজাত ফুটবল খেলাটাই কঠিন হয়ে পড়েছিল আমাদের জন্য। পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমাদের পরিকল্পনায় বদল আনতে হয়। জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল। এবার সব ফোকাস ফাইনালে।
> -প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস

জয়ের দৌড়ের মাঝে মোহনবাগানকে চিন্তায় রাখছে বিশ্রামের অভাব।

মরশুমের সেরা থ্রোয়েও দ্বিতীয় নীরজ

লুসান, ২১ অগাস্ট : কমনওয়েলথ গেমসের রেজাল্ট নীরজ চোপড়া বদলাতে পারলেন না লুসান ডায়মন্ড লিগেও। আরও একবার জ্যাভলিন থ্রোয়ে সেরার লড়াইয়ে শ্রীলঙ্কার রুমেশ থরাঙ্গা পাথিরাগের পেছনে দ্বিতীয় স্থানে থেকেই তাঁকে শেষ করতে হল। তবে শুক্রবার দ্বিতীয় প্রয়াসে ৮৮.০৫ মিটার ছুড়ে নীরজ মরশুমে নিজের সেরা থ্রো করলেন। যা তাঁকে একটা সময় তালিকায় শীর্ষস্থানও এনে দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী তৃতীয় প্রয়াসেই পাথিরাগে ৮৮.১৪ মিটার থ্রো করে নীরজকে পেছনে ফেলে দেন। গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স ৮৬.৬৯ মিটার ছুড়ে তৃতীয় হয়েছেন।

এদিন নীরজ প্রথম প্রয়াসে ছোড়েন ৮৩.৫৪ মিটার। দ্বিতীয়বারে মরশুমের সেরাটা দেওয়ার পরই তাঁর পারফরমেন্স নামতে শুরু করে। তৃতীয়টিতে নীরজের থ্রো দাঁড়ায় ৮৩.৭২ মিটার। এরপর চতুর্থ প্রয়াসে ফাউল করেন। পঞ্চম প্রয়াসে তো ছুড়লেনই না নীরজ। এরপর অনেকেই সন্দেহ করছিলেন, হয়তো চোটের জন্যই নীরজ থ্রো করা থেকে সরে দাঁড়ালেন। যদিও তাঁদের ভুল প্রমাণ করে ষষ্ঠ তথা শেষবারে থ্রো করেন তিনি। যা প্রত্যাশামাফিক হল না, ছুড়লেন মাত্র ৮২.১৫ মিটার।

লুসানে ডায়মন্ড লিগে ৮৮.০৫ মিটার ছুড়লেন নীরজ চোপড়া। শুক্রবার।

১৫ বছরের পদক খরা কাটালেন তৃষা-গায়ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট : একে একে নিভিছে দেউটি। বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে পিভি সিন্ধু, লক্ষ্য সেন, আয়ুষ শেট্টি, সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টিদের বিদায়ের মধ্যে শুক্রবার মন ভালো করা খবর এনে দিলেন তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ। সেমিফাইনালে উঠে নিদেনপক্ষে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করলেন। বিশ্বসেরার আসরে মহিলাদের ডাবলসে ভারতের ১৫ বছরের পদক খরা কাটানোর দিনে টুর্নামেন্টে

মহিলাদের ডাবলসে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত

দেশের শিবরাত্রির সলতে এখন তৃষা-গায়ত্রীই। কোয়ার্টার ফাইনালে ১ ঘণ্টা ১০ মিনিটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে বিশ্বের চার নম্বর চিনের জিয়া ই ফ্যান-ঝ্যাং শু জিয়ানকে হারানোর পথে তৃষাদের পক্ষে স্কোরলাইন ১৬-২১, ২১-১৫, ২১-১৩। ২০১১ সালে জোয়ালা গুট্টা-অশ্বিনী পোনাপ্পার ব্রোঞ্জ জয়ের পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ডাবলসে ভারতের এটাই প্রথম পদক।

চিনের এই জুটির বিরুদ্ধে গত তিনটি সাক্ষাৎকারে তৃষারা হেরেছিলেন। তারমধ্যে জিয়া অলিম্পিকে সোনাজয়ী। এদিনও প্রথম গেম হেরে চাপে পড়ে গিয়েছিলেন তৃষারা। এখান থেকে শুরু হয় ভারতীয় জুটির প্রত্যাবর্তনের গল্প। দ্বিতীয় গেমের মাঝপর্ব থেকে তৃষারা ম্যাচে ফিরতে শুরু করেন। ১৪-১৫ অবস্থায় টানা পাঁচটি পয়েন্ট জেতার পর ম্যাচে সমতা ফেরান গায়ত্রীরা। ডিসাইডারকে ভারতীয় জুটি একতরফা বানিয়ে দেয়। তৃষারা ১১-৫, ১৪-৭, ১৭-৯ করার পর চিনা জুটি দুইটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচালেও পদক নিশ্চিত করতে সমস্যা হয়নি তৃষাদের। জয়ের পর তৃষা বলেছেন, 'একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শুধুমাত্র ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করে আমরা সন্তুষ্ট নই। আমরা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এসেছি।'

এদিকে, অভিযান শেষ হয়ে গিয়েছে 'সাতচি'-র। পুরুষদের ডাবলসে জঘন্য পারফর্ম করে সাত্ত্বিক-চিরাগ কোয়ার্টার ফাইনালে ১৮-২১, ৯-২১ পয়েন্টে হেরে গিয়েছেন।

সেমিফাইনালে ওঠার আনন্দে পার্টনার তৃষা জলিকে জড়িয়ে ধরলেন গায়ত্রী গোপীচাঁদ। নয়াদিল্লিতে।

CHANDMONI UTTORAYON WELFARE SOCIETY [CUWS]

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING- 2026

Notice is hereby given to all Plot Owners of Chandmoni Uttorayon Welfare Society (CUWS) that the Annual General Meeting (AGM) will be held on Sunday, 13th September 2026 at 11:00 AM at Club Montana Vista, to transact the following agenda:

1. Welcome address and commencement.
of the Annual General Meeting.
2. Secretary Report.
3. Presentation of the financial reports for FY 25-26.
4. Legal Matters
5. Discussions on Cultural Activities.
6. Discussions on unpaid CAM Charges.
7. Misc

Venue: Club Montana Vista.
Time: 11:00AM.
Date: Sunday, 13th Sept 2026.
Meeting Followed by Lunch

Regards
Bharat Changia
Gen. Secretary
Chandmoni Uttorayon
Welfare Society (CUWS)

দ্বিতীয় ইনিংস শুরু রোনাল্ডিনহোর

রাভেনা, ২১ অগাস্ট : বয়স ৪৬। পেশাদারি ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন প্রায় এক দশক আগে। সেই রোনাল্ডিনহো গাউচো আসন্ন মরশুমের জন্য ইতালির তৃতীয় ডিভিশন ক্লাব রাভেনার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন, এবং তা ফুটবলার হিসেবেই। বৃহস্পতিবার মারিনা দি রাভেনার সমুদ্র সৈকতে হাজার হাজার অনুরাগীর সমাগমে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাজিলিয়ান তারকাকে বরণ করে নেওয়া হয় ইতালির ক্লাবটির তরফে। জমকালো অনুষ্ঠানে ১০ নম্বর জার্সি তুলে দেওয়া হয় রোনাল্ডিনহোর হাতে।

২০১৫ সালে ফ্লুমিনেন্সের হয়ে খেলার পর বুট জোড়া তুলে রেখেছিলেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী দলের এই সদস্য। ইতালির ক্লাবটির সভাপতি ইগনাজিও সিপ্রিয়ানির সঙ্গে বন্ধুত্বের খাতিরেই মূলত তাঁর এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তন। এর নেপথ্যে অবশ্য প্রচারমূলক উদ্দেশ্যও রয়েছে। কাজেই আদৌ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে রোনাল্ডিনহোকে খেলতে দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে। তবে রাভেনা ক্লাব সভাপতির ইচ্ছা, রোনাল্ডিনহো কেরিয়ারের ৩০০তম এবং শেষ গোলটি তাঁর ক্লাবের জার্সিতেই করুন। নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে উচ্ছ্বসিত ব্রাজিলিয়ান তারকাও বলেছেন, 'যদি সত্যিই ৩০০তম গোলের মাইলফলকে পৌঁছাতে পারি, তবে তা অত্যন্ত চমৎকার হবে। আমি মূলত বন্ধুদের আমন্ত্রণে ক্লাবের অংশ হতে এখানে এসেছি।' রাভেনার সমর্থকরা জানতে চান, কবে মাঠে তাঁর পায়ের জাদু দেখা যাবে? জবাবে হাসতে হাসতেই রোনাল্ডিনহো বলেছেন, 'আমি জানি না। এটা ক্লাব এবং কোচের ওপর নির্ভর করছে। তবে আশা করছি মাঠে নামব। এটা আমার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। কতক্ষণ খেলতে পারব তা সময় বলবে।'

১০ ম্যাচ নির্বাসিত পারেডেস

জুরিখ, ২১ অগাস্ট : বিশ্বকাপ ফাইনালে ম্যাচ শেষের পর হারের যন্ত্রণায় মাঠে স্পেনের মিডফিল্ডার গাভির সঙ্গে মারপিটে জড়িয়েছিলেন আর্জেন্টিনার লিয়ান্দ্রো পারেডেস। সঙ্গী ছিলেন নাহুয়েল মোলিনা। সেদিনের ঘটনার জন্য কড়া শাস্তি পেলেন দুইজনেই। ফিফার তরফে পারেডেসকে ১০ ম্যাচ নির্বাসিত করা হয়েছে।

আর্জেন্টিনার জরিমানা ৩ কোটি টাকা

৭ ম্যাচ নির্বাসনের খাঁড়া নেমে এসেছে মোলিনার উপর। দুইজনকেই ৯০ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানাও করা হয়েছে। শাস্তি এড়াতে পারেননি গাভি, আর্জেন্টিনার উইঙ্গার থিয়াগো আলমাদা ও সহকারী কোচ রবার্তো আয়ালাও। গাভি ও আলমাদাকে এক ম্যাচ নির্বাসনে থাকতে হবে। কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেও তিন ম্যাচ নির্বাসিত করা হয়েছে আয়ালাকে। সেইসঙ্গে তিনজনেরই ৩০ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা হয়েছে।

ফুটবলারদের পাশাপাশি শাস্তির কবলে পড়েছে আর্জেন্টিনা দলও। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারানোর পর মাঠেই রাজনৈতিক বার্তা লেখা ব্যানার নিয়েছ এসেছিলেন আর্জেন্টাইন ফুটবলাররা। যার ফলে আর্জেন্টিনা দলের ২ লক্ষ ৩৭ হাজার পাউন্ড (ভারতীয় মুদ্রায় ৩ কোটি ৯ লক্ষ টাকা) জরিমানা হয়েছে।

ব্রাজিল ম্যাচ লজ্জার পরিস্থিতি তৈরি করবে, মত স্টিমাকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অগাস্ট : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনকে তাঁরা আন্তর্জাতিক মানে তুলে এনেছেন বলে বহুবার গর্ব করতে শোনা গেছে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। তেমনি ব্রাজিলকে নিয়ে আসা এবং কলকাতায় খেলানো যাচ্ছে বলে প্রায় একইরকম মনোভাব দেখা যাচ্ছে বর্তমান রাজ্য সরকারের মধ্যেও। কিন্তু লজ্জার ঘটনা হল, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা সেই ঘাসের মানকে আন্তর্জাতিক করার ব্যাপারে যে নজর দেননি, তা বৃহস্পতিবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছেন ব্রাজিলের প্রতিনিধিরা। যার জেরে একটা প্রীতি ম্যাচ খেলতে আসার আগে মাঠকে উন্নত করার দাবি জানিয়ে গেছেন তাঁরা। এ তো গেল মাঠ নিয়ে আগের কথা। খেলার সময়েও যে একরাশ লজ্জা অপেক্ষা করে আছে, সেটাও স্পষ্টভাবে শোনা গেল জাতীয় দলের প্রাক্তন কোচ ইগর স্টিমাকের মুখে।

তিনি এক সর্বভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ভারতের খেলা মানে লজ্জাজনক পরিস্থিতি।' ফিফা আসিয়ান কাপ থেকে দল তুলে নিয়ে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলানোর কারণটা 'বাণিজ্যিক' বলে মনে করেন তিনি। এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবের সঙ্গে চিরকালই আকচাআকচির সম্পর্ক স্টিমাকের। তিনি মনে করেন, 'ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির জন্য স্থানীয় লিগ ও জাতীয় দলের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করতে হবে। বিশ্ব ফুটবল থেকে ভারত অনেক দূরে। সেখানে এই টুর্নামেন্ট খেললে পয়েন্ট আসতে পারত, যার প্রভাবে র‍্যাংকিংয়ে এগোনো যেত। অথচ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অদ্ভুত কিছু কাণ্ডকারখানা চলছে। ফুটবলের উন্নতি নয় বরং বাণিজ্যিক বিষয় মাথায় রাখা হচ্ছে। ব্রাজিল ম্যাচ থেকে আমি কোনও প্রাপ্তি দেখছি না।'

স্টিমাক, বাইচুং ভুটিয়া সমালোচনা করলেও উলটো সুর শোনা গিয়েছে ভারতের প্রাক্তন তারকা আইএম বিজয়নের গলায়। তিনি বলেছেন, 'এই ম্যাচ ভারতের তরুণ ফুটবলারদের কাছে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মঞ্চ। যা ওদের স্মৃতিতে সারাজীবন থেকে যাবে।'

এআইএফএফ-এর সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ ভারতের প্রাক্তন কোচ ইগর স্টিমাক।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা বিনয় সেন - কে 10.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 44C 78129 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যারা শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য এবং ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য ডিয়ার লটারির টিকিট কেনেন, তাদের জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় ম্যারাথন। এটি কোনো কঠিন পদক্ষেপ নয় বরং এক কাপ কফি পানের মতোই ঘটে যায়। এটি অবশ্যই আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য একটি ছাপ রেখে যাবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

হেরে চাপে ভারত

আমস্টেলভিন, ২১ অগাস্ট : হকি বিশ্বকাপে ভারতীয় মহিলা দলের সেমিফাইনালে ওঠার আশা শুক্রবার জোর ধাক্কা খেল। দ্বিতীয় রাউন্ডে পুল 'ই'-র ম্যাচে তারা ০-২ গোলে হেরে গিয়েছে নেদারল্যান্ডসের কাছে। অলিম্পিক ও বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নেদারল্যান্ডস ২ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে ইব্বি জানসেনের করা গোলে এগিয়ে যায়। এরপর ভারত বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করলেও ডাচ ডিফেন্স ভাঙতে পারেনি। বরং ৩৮ মিনিটে ফ্রেডেরিক মাতলা গোল করে নেদারল্যান্ডসের ব্যবধান বাড়িয়ে দেন। রবিবার ভারত পুলের শেষ ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। শেষ চারে ওঠার আশা বাঁচিয়ে রাখতে ম্যাচটি ভারতকে জিততেই হবে।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন সঞ্জনা কেরকেট্টা।

জোড়া গোল সঞ্জনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের দেবীরানি ঘোষ, স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য ও বিমলারানি বসাক ট্রফি মহিলা ফুটবলে ভৌমিক ওয়ারিয়র্স এফসি ২-০ গোলে মধুর মিলন সংঘ এফসি-কে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা সঞ্জনা কেরকেট্টা ৩৫ মিনিটে ভৌমিক ওয়ারিয়র্সকে এগিয়ে দেন। ৬০ মিনিটে সঞ্জনার দ্বিতীয় গোলে জয় নিশ্চিত করে ভৌমিক। শনিবার খেলবে উজ্জ্বল সংঘ কোচিং সেন্টার ও নেতাজি এফসি।

উত্তরের খেলা

নব উদয়ের ফুটবল কাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : নব উদয় সংঘের শচীন্দ্রনাথ দেবনাথ ও আরুষ পাল ট্রফি মিনি পোস্ট দিবারাত্রি ফুটবল রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। সংঘের সভাপতি শংকর মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সংঘের মাঠে অনুষ্ঠেয় আসরে ১৬টি দল খেলবে। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ২০ হাজার ১ টাকা দেওয়া হবে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পাবে ১৪ হাজার ১ টাকা। এছাড়াও চ্যাম্পিয়ন দলের প্রত্যেক ফুটবলারকে পুরস্কৃত করা হবে।